Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

J—40 21-12-63

॥ আচার্য্য রামানুজ ॥

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান

~ ব্রহ্মচারী শিশির কুমার ~

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Presented by
M. M. Dr. GOPINATH KAVIRAJ, M. A., D. Litt.
Padma Vibhusan,
in the Sacred memory of his mother,
SUKHADA SUNDARI DEVI.

শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়
করকমলে —

প্রীত:
শ্রী: [illegible]
২১।১১।৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য রামানুজ

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার।

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
পোঃ খড়দহ * ২৪ পরগণা
পশ্চিমবঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীহয়গ্রীব রামানুজদাস
(শ্রীহরিভূষণ বসু)
শ্রীবলরাম ধর্ম্মসোপান
খড়দহ, ২৪ পরগণা

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীবলরাম ধর্ম্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা

২। আইভি এণ্ড কোং, ১০১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

৩। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৪। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৫। ডাঃ ননীলাল ঘোষ ৫০, ক্ষেত্র মিত্র লেন, সালকিয়া, হাওড়া

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশারদপূর্ণিমা—১৩৭০ বঙ্গাব্দ

মূল্য—তিন টাকা

[শ্রীবলরাম ধর্ম্মসোপান কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত]

শ্রীধর্ম্মসোপান প্রেস, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য-পরম্পরায়

যিনি

অতি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছেন,

যিনি

নিত্য পূজনীয় ও স্মরণীয়,

সেই সিদ্ধ মহাত্মা

শ্রী১০০৮বলরাম স্বামিজী মহারাজের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শ্রীশারদপূর্ণিমা
১৩৭০ সাল।

প্রণতঃ
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

এক

বালক যামুনাচার্য্যের বিস্ময়কর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন। পাণ্ড্যরাজের সভাপতি বিদ্বজ্জনকোলাহলের শাস্ত্রবিচারে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার। বিচারে জয়ী হইয়া অর্দ্ধেক পাণ্ড্যরাজ্য লাভ। পিতামহ নাথমুনি কর্ত্তৃক রক্ষিত পরম ধন শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের দর্শন ও তাঁহার কৃপালাভ। পৃঃ ১—২১

দুই

লক্ষ্মণের (রামানুজাচার্য্যের) জন্ম ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ, চৈত্র শুক্লাপঞ্চমী। পিতা—কেশবাচার্য্য, মাতা—কান্তিমতী। অষ্টম বর্ষে উপনয়ন। পিতার নিকট পাঠারম্ভ। ভক্তশ্রেষ্ঠ সিদ্ধমহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের সহিত মিলন, তাঁহার সাহচর্য্যে অধ্যাত্মজীবন গঠন। পিতৃবিয়োগের পর অদ্বৈতমতাবলম্বী যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন। অতুলনীয় মেধা ও স্মৃতিশক্তিবলে বালক লক্ষ্মণ অত্যল্পকাল মধ্যে শাস্ত্রে এমন পারদর্শী হইয়া উঠেন যে গুরু যাদবপ্রকাশের শাস্ত্রব্যাখ্যার কোন কোন স্থল যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়া ত্রুটী প্রদর্শন করিতে থাকেন, ফলে যাদবপ্রকাশের সহিত তাঁহার মতভেদ ও মনোভেদ সৃষ্টি হয়। কাঞ্চীপুরীর রাজকন্যা ব্রহ্মদৈত্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যাদবপ্রকাশ মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াও তাহাকে নিরাময় করিতে পারিলেন না, অবশেষে লক্ষ্মণের দৈববলের নিকট ব্রহ্মদৈত্য পরাজিত হইয়া রাজকন্যাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, যাদবপ্রকাশ নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দেন। যাদবপ্রকাশ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণের প্রাণনাশের হীন ষড়যন্ত্র কিন্তু দৈবকৃপায় তাঁহার জীবন রক্ষা। পৃঃ ২২—৫২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

তিন

মহাপূর্ণের সহিত লক্ষ্মণের যামুনাচার্য্য-দর্শনে যাত্রা। পথিমধ্যে যামুনাচার্য্যের মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রাপ্তি। যামুনাচার্যের পরিত্যক্ত দেহের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার তিনটী অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া লক্ষ্মণের প্রতিজ্ঞা। লক্ষ্মণের দীক্ষার জন্য ব্যগ্রতা, কাঞ্চীপূর্ণের মারফতে বরদরাজের আদেশ প্রাপ্তি—মহাপূর্ণ ই তাঁহার গুরু। মহাপূর্ণের নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং বরদরাজের নির্দ্দেশে রামানুজ নাম গ্রহণ। গুরু মহাপূর্ণের নিকট তামিল-বেদ অধ্যয়ন। সংসারাশ্রম ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ, কাঞ্চীপূর্ণ কর্ত্তৃক 'যতিরাজ' নামকরণ। যাদবপ্রকাশের অনুশোচনা, অবশেষে রামানুজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রাণে শান্তিলাভ। পৃঃ ৫৩—১০১

চার

রামানুজের শ্রীরঙ্গমে আগমন। শৈলপূর্ণ কর্ত্তৃক গোবিন্দকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান। মহাপূর্ণের নিকট গীতার্থসংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয় এবং ব্যাসসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন। গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট অর্থসহ মন্ত্র লাভ, মন্ত্র (গোপ্য), কিন্তু গুরুর আদেশ অমান্য করিয়া সেই মন্ত্র বিশিষ্ট জনগণে প্রচার। কুরেশ ও দাশরথীকে গীতার চরম শ্লোকের অর্থ প্রদান। পৃঃ ১০২—১২৩

পাঁচ

মালাধরের নিকট রামানুজের শঠারিসূক্তের পাঠ গ্রহণ। বররঙ্গের নিকট পরমপুরুষার্থ তত্ত্ব শিক্ষা। পূজারী কর্ত্তৃক রামানুজের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র (বিষ প্রদানে ব্যর্থতা)। যজ্ঞমূর্ত্তির বৈষ্ণব-মত গ্রহণ। পৃঃ ১২৪—১৫৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছয়

কাঞ্চীপুরীতে বরদরাজের দর্শন ও কাঞ্চীপূর্ণের সহিত মিলন। তিরুপতি যাত্রাকালে পথ হারাইলে ভগবান ছদ্মবেশে পথের নির্দেশ দান করেন। বেঙ্কটনাথ দর্শনের পথে মাতুল শৈলপূর্ণের সহিত মিলন ও সশিষ্য তাঁহার আশ্রমে গমন। গোবিন্দের বিস্ময়কর গুরুভক্তি ও গুরুসেবা দর্শনে আনন্দপ্রকাশ। শ্রীভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা। পৃঃ ১৫৭—১৮০

সাত

রামানুজের দিগ্বিজয়ে যাত্রা। নামমাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থে ভগবান তাহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। জগন্নাথ-ধামে গমন, সেখানে 'এমার মঠ' প্রতিষ্ঠা। দিগ্বিজয়ন্তে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তন। শূদ্রজাতীয় ধনুর্দ্দাসের জীবনে ভক্তিমাহাত্ম্য প্রদর্শন। বরদরাজের বরে কুরেশের চক্ষু লাভ। দেহত্যাগের সময় আগত জানিয়া, শিষ্যদের প্রার্থনায় শাস্ত্রের সারসংগ্রহ ৭২টি উপদেশ প্রদান করেন। ১১৩৭ খ্রীঃ অঃ দেহত্যাগ পৃঃ ১৮১—২৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কথা

লিখিতে হইলে চাই প্রেরণা। স্থান কাল পাত্র উপলক্ষ্য করিয়াই মনে প্রেরণা জাগে। এই গ্রন্থ লিখিবার প্রেরণা যে স্থান কাল পাত্র উপলক্ষ্য করিয়া মনে জাগিয়াছিল, আজ গ্রন্থ-প্রকাশ বেলায় দীর্ঘদিন পরে অতীতের সেই স্মৃতি মনে জাগিতেছে।

আইন অমান্য আন্দোলনে অভিযুক্ত হইয়া প্রথমে রাঁচি জেলে, তৎপরে হাজারিবাগ সেন্‌ট্রাল জেলে নীত হই।

জেল কথাটা মনে শ্রদ্ধা জাগায় না—এর সঙ্গে ধর্মের কোন যোগাযোগ আছে, তাহাও মনে হয় না। কিন্তু হাজারিবাগ জেলে ঢুকিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে কি একে সাধারণ অর্থে জেল বলিব না সাধন-আশ্রম বলিব? জপ, পূজা, পাঠ, ত্যাগ-ব্রত-তপস্যা—আহার-সংযমের কত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলিয়াছে সেখানে। কেহ কেহ আবার গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত। গীতা-ব্যাখ্যা, স্বাধীনতার ইতিহাস রচনা, সত্যাগ্রহের মূল নীতি ব্যাখ্যা—এইরূপ কত কত গ্রন্থ লিখিত হইতেছে।

সেই সময় বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় সমস্ত নেতৃবৃন্দ এই জেলে বন্দী ছিলেন। একদিন গিয়াছি শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র-প্রসাদের সঙ্গে দেখা করিতে। একই কম্পাউণ্ডে আমরা ছিলাম। গিয়া দেখিলাম, তিনি কি একটা লেখা লইয়া খুবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যস্ত। পরে শুনিলাম, History of Champaran Satyagraha তিনি লিখিতেছেন। কথাটা শুনিবামাত্র আমারও মনে কি জানি কেন বই লিখিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। জেলের সেই পরিবেশ বাস্তবিকই গ্রন্থ রচনার উপযুক্ত।

আমি তখন রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। ছেলেদের লইয়া আমাদের কারবার। মনে হইল, লিখিতে হইলে এদের জন্যই লিখিব। ভাবিতে লাগিলাম কি বিষয়ে লেখা যায়।

আর্য্যসভ্যতার মূল কথা আধ্যাত্মিকতা। সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণই ইহার ধারক ও বাহক। এঁদের জীবনী, বাণী ও কার্য্যাবলীর সঙ্গে পরিচয়ই যথার্থ শিক্ষা। মনুষ্যত্ববিকাশ তথা অধ্যাত্মজীবন গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই হইতে পারে না। কয়েকদিন ভাবনার ফলে এইরূপ চিন্তা মনে জাগ্রত হইল। ঠিক করিলাম, আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব প্রভৃতির জীবনী সহজ ও সরল ভাষায় ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিতে হইবে। প্রথমে আচার্য্য শঙ্কর তৎপর রামানুজের জীবনী লিখিব সঙ্কল্প করিলাম।

আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কিছু আকরগ্রন্থ ছিল। আরো কিছু সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের জীবনী লিখিতে শুরু করিলাম। উপযুক্ত পরিবেশ, কাজেই গ্রন্থ রচনা দ্রুত চলিতে লাগিল। গ্রন্থ রচনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জেলবাসের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বাহিরে আসিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থ আদৃত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশংসিত হইল। কাজেই রামানুজের জীবনী লেখার আগ্রহ যে স্বাভাবিক নিয়মেই বর্দ্ধিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সময় এমন কতকগুলি ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িলাম যে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রামানুজের জীবনী লেখা আরম্ভ করিতে পারিলাম না। অথচ মনে সেই ইচ্ছাটি সর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছে। এমনি করিয়া বহুদিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়াছে। একদিন কলেজ ষ্ট্রীটে কোন একটি বইএর দোকানে বই কিনিতে গিয়াছি, দেখিলাম সেই দোকানে কাঁচের আলমারীতে আমার লেখা আচার্য্য শঙ্করের জীবনী সাজান রহিয়াছে। বই সম্বন্ধে জানিতে কৌতূহল হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, বইখানা কেমন হইয়াছে এবং বিক্রয় হয় কিনা? আমার প্রশ্নোত্তরে একজন বলিলেন—"বইখানা ভাল হইয়াছে, সহজ সরল ভাষায় লেখা, বিক্রী হয়।" বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্কল্প করিলাম, এইবার রামানুজের জীবনী লিখিতেই হইবে। কিন্তু প্রকাশের কি হইবে? পরদিন আবার সেই পুস্তকের দোকানে গিয়া নিজেকে আচার্য্য শঙ্করের জীবনী-লেখক এই পরিচয় দিয়া জানিতে চাহিলাম, আচার্য্য রামানুজের জীবনী লিখিয়া দিলে তাঁহারা প্রকাশ করিতে রাজী আছেন কিনা? রাজী আছেন বলিলেন এবং লেখাবিষয়ে খুবই উৎসাহ দিলেন। বাড়ী ফিরিলাম খুবই উৎসাহ লইয়া। লেখা শুরু করিলাম। রাত নাই, দিন নাই, লেখা চলিয়াছে। এমনি করিয়া লিখিয়া অল্পকাল মধ্যেই বইখানা শেষ করিলাম। পাণ্ডুলিপি লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন দোকানে গিয়া দিয়া আসিলাম। খুব আগ্রহসহকারে তাঁহারা পাণ্ডুলিপি রাখিলেন। কয়েকদিন পরে ফলাফল জানিবার জন্য পুনরায় সেই দোকানে গেলাম। একজন বলিলেন—"লেখা ভাল হইয়াছে, প্রকাশ করিবার উপযুক্ত, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কাগজের অভাবে এই সময় প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না, কাগজ জোগাড় করিতে না পারায় আমাদের কোন কোন বই অর্দ্ধসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে।" হাঁ, তখন ঐরূপ পরিস্থিতিই বটে। কাগজ এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! পাণ্ডুলিপি লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। এই ব্যর্থতা মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগাইবার কথা তাহা কিন্তু হইল না। কেন হইল না বুঝিলাম না। তারপর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আমার অনেকগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশের কোনই সুবিধা হইতেছে না।

দৈবযোগে ইতিমধ্যে শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাসের সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত পরম ভাগবত। যেমন পণ্ডিত তেমনি গুরুগতপ্রাণ সাধকাগ্রগণ্য ভক্ত মানুষ। শ্রীসম্প্রদায়ের বহু অমূল্য গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। স্বল্পকাল মধ্যে তিনি যে কি করিয়া এত সব গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন এবং করিতেছেন তাহা ভাবিতে বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে না। পরমানন্দ মাধবের কৃপায় সবই সম্ভব—বোবা কথা বলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে—এও যেন তাই। ভগবানে সমর্পিতচিত্ত তিনি, কাজেই তাঁহার উপর যে পরমানন্দ মাধবের তথা গুরুকৃপা অজস্রধারে বর্ষিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি! সেই কৃপাবলে তাঁহার দ্বারা এই অসম্ভব কার্য্য সম্ভব হইতেছে। পরিচয়ের প্রথম হইতেই আমি তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া আসিতেছি। সেই ভরসায় আচার্য্য রামানুজের জীবনী তাঁহাকে পড়িতে দিলাম এবং বলিলাম, "যদি প্রকাশের যোগ্য মনে করেন, তবে শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের পক্ষ হইতে প্রকাশ করুন।" গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি জানাইলেন, তাঁহারা গ্রন্থ প্রকাশে রাজী আছেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে ইহা কবে প্রকাশিত হইত কিংবা আদৌ প্রকাশিত হইত কিনা বলা সুকঠিন। গ্রন্থ প্রকাশ একার কার্য্য নহে, অনেককেই এ বিষয়ে সহায়তা করিতে হইয়াছে। আমি তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে প্রেসকপি তৈয়ারী করা একটি বিশেষ কার্য্য। এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে করিয়া দিয়াছে কল্যাণীয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দত্ত। শাস্ত্র এবং মহাজনগণ বলেন, অধ্যাত্ম জীবনলাভের একমাত্র উপায় সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ বলিতে সৎগ্রন্থসঙ্গও বুঝায়। প্রেসকপি তৈয়ারী করিতে যাইয়া তাহার সেই সৎসঙ্গ লাভ হইয়াছে। সৎসঙ্গের ফল অধ্যাত্ম-জীবন তাহার লাভ হউক, শ্রীভগবানের চরণে এই প্রার্থনা করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জেলে বাসকালে যাঁহাদের গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা মনে জাগিয়াছিল, আজ গ্রন্থ প্রকাশক্ষণে তাঁহাদের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি। যদিও তাঁহারা প্রায় সকলেই লোকান্তরিত, তাহা হইলেও আমরা যখন আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই স্মরণ মনন নিশ্চয়ই অর্থহীন নহে।

গ্রন্থের ভাল-মন্দের বিচারক সুধী পাঠকবৃন্দ। তবে গ্রন্থপ্রাঠে যদি একজনও তৃপ্তিলাভ করেন, তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

বক্তব্য শেষ করিতে যাইয়া শ্রীভগবচ্চরণে সহস্র-সহস্র প্রণতি নিবেদনপূর্ব্বক বলি—

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চভূয়োঽপি নমো নমস্তে"

শ্রীশারদপূর্ণিমা
১৩৭০ সাল।

শ্রদ্ধাবনতঃ
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থল এই বঙ্গদেশে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সংখ্যা সর্ব্বাধিক। শ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজের উদয়ের পরে নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব এখানে বিরল নহে। ইহার বহু পূর্ব হইতে বর্দ্ধমান জেলায় 'অস্তল' নামক স্থানে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একটি বিরাট আশ্রম আছে। সেইরূপ বহু পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের বিষয়ও জানা যায়। শ্রীহট্ট জেলায় একাধিক প্রাচীন শ্রীসম্প্রদায়ের মঠ রহিয়াছে, শ্রীহট্ট শহরেই এইরূপ একটি মঠ আছে। পুরুলিয়া অঞ্চলেও গদীবেড়ো নামক স্থানে একটি প্রাচীন শ্রীবৈষ্ণব স্থান আছে। অধুনা বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে শ্রীসম্প্রদায়ের বিস্তার উপলব্ধি করা যাইতেছে। ধর্ম-পিপাসুগণ শ্রীসম্প্রদায়বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে ক্রমশঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এই আগ্রহ মিটাইবার জন্য আমরা ধীরে ধীরে কিছু কিছু শ্রীবৈষ্ণবীয় গ্রন্থ প্রকাশে সচেষ্ট হইয়াছি। শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজাচার্য্যের দিব্য-জীবনীটি প্রকাশের জন্যও আমরা বিশেষরূপে চিন্তা করিতে-ছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন মাদ্রাজ-শাখার অধ্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণানন্দস্বামী প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে 'শ্রীরামানুজ-চরিত' গ্রন্থখানি রচনা করিয়া ধর্মজগতে বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তথাপি চাহিদার তুলনায় এই একখানি গ্রন্থ পর্য্যাপ্ত নহে। এই সময়ে দৈবসংযোগে 'সুদর্শন' ধর্মপত্রিকার সুদক্ষ সম্পাদক মান্যবর ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার মহাশয় তাঁহার লিখিত শ্রীরামা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নুজাচার্য্যের দিব্য জীবনীর একখানি পাণ্ডুলিপি আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন আমার অভিমতের জন্য। আমি আনন্দচিত্তে আদ্যন্ত পাণ্ডুলিপিখানি পাঠ করিলাম এবং পরে আমরা উভয়ে মিলিয়া যাহাতে গ্রন্থখানি ত্রুটীবিরল হয় সে-বিষয়ে যত্নবান হইলাম। একদিন এই গ্রন্থবিষয়ে আমাদের আলোচনাকালে এই গ্রন্থটি শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের প্রকাশনী বিভাগ হইতে প্রকাশের অভিপ্রায় তিনি জানাইলে, আমরা সানন্দে তাহাতে সম্মত হইলাম। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গ্রন্থখানির সর্ব্বসত্ত্ব আমাদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সেবায় সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার ন্যায় বিরক্ত এবং উদার সাধুর অনুরূপই এই প্রস্তাব। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার একজন গুণী জ্ঞানী বৈরাগ্যবান ব্রহ্মচারী সাধু। বহুকাল ধরিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা এবং ধর্মগ্রন্থ প্রণয়নে তিনি নিরত। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সুদক্ষভাবে প্রখ্যাত 'সুদর্শন' ধর্মপত্রিকার সম্পাদনা-কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। লেখার ভাব ও ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। তাঁহার তথ্যসংগ্রহ সুন্দর। তথ্যের মধ্যে তত্ত্বের সন্ধানও আমরা পাইব তাঁহার রচিত এই দিব্যজীবনী গ্রন্থে। গ্রন্থখানি নাতিদীর্ঘ এবং সুখপাঠ্য। ধর্মপিপাসু পাঠক-পাঠিকা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইলে এবং আনন্দলাভ করিলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস

শ্রীশারদপূর্ণিমা, ১৩৭০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরঙ্গমে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির-প্রাঙ্গনস্থ শ্রীরামানুজ-মন্দিরে
রামানুজাচার্য্যের মূর্ত্তি (দেহান্তের পূর্ব্বে নির্মিত)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক

কোটি কোটি মানবের আবাসস্থল এই ভারতভূমি। ইহা আমাদের জন্মভূমি। বিরাট এই দেশ—বিশাল ইহার আয়তন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা অতুলনীয়।

উত্তরে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে নগাধিরাজ হিমালয়। দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা, ভারত মহাসাগরের অনন্ত বারিরাশি তাহার পদতল ধৌত করিতেছে। পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর, ইহার সফেন উত্তাল তরঙ্গমালা দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করে। পশ্চিমে আরব—সেই বেদুইনের দেশ।

গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, কাবেরী, নর্ম্মদা, সরস্বতীর ন্যায় কত পবিত্রতোয়া নদ-নদী ভারতের বুক চিরিয়া দিকে দিকে প্রবাহিত। সর্বপাপহর এই সকল নদনদীতে অবগাহন কর, সমস্ত পাপ তাপ দূরীভূত হইবে।

ষড়ঋতুর বিচিত্র লীলা জগতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, বরষার অবিরল বারিধারা, শরতের সুনীল আকাশ, হেমন্তে মাঠভরা সোনালী ফসল, হিমঋতুর তুহিন সম্পাত, বসন্তে কোকিল-পাপিয়ার সুমধুর তান এবং প্রস্ফুটিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুসুমরাশির অপরূপ রূপ যদি কোথাও দেখিতে চাও তবে এই ভারতে—এই ভারতবর্ষেই দেখিতে পাইবে।

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেই ভারত শ্রেষ্ঠ—তাহা নহে, সৃষ্টির প্রারম্ভে জ্ঞানের প্রথম আলোকও নামিয়া আসিয়াছিল এই ভারতেরই বুকে। তাই ইহার জল, স্থল, ব্যোম কম্পিত করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল "ওঁকার" ধ্বনি সামের সেই গম্ভীর ঝঙ্কারে।

জগতের আদি গ্রন্থ বেদ প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল এই ভারতেই। বেদ শুধু জগতের আদি গ্রন্থ নহে—শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে কি আছে শুনিবে? তবে বলি, শোন। সৃষ্ট জগতে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। এই মানুষের জীবনে যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, বেদেই রহিয়াছে সেই মুক্তি মোক্ষের সন্ধান। মুক্তি আর মোক্ষ মানুষের জীবনে আনিয়া দেয় অনন্ত আনন্দ আর নিরবচ্ছিন্ন সুখ। বেদনির্দিষ্ট পন্থায় চলিয়াই আমরা ইহ ও পরকালের নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইতে পারি। দেহের আকৃতিতে মানুষ ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার অজর অমর আত্মা সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত; সকলের সঙ্গেই সে আত্মার সম্বন্ধে এক হইয়া রহিয়াছে। জগতে যে তোমার পর বলিয়া কেহ নাই, দূর বলিয়াও কেহ থাকিতে পারে না, সকলেই যে তোমার আপন—একান্ত আপন জন, এমন সুন্দর শিক্ষা ও উপদেশ একমাত্র বেদেই পাওয়া যায়। এই বেদেরই তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে উপনিষদ আর ষড়দর্শনে, অষ্টাদশ পুরাণ আর লক্ষ শ্লোকসমন্বিত মহাভারতে, তা ছাড়া আরও কত কত গ্রন্থে। এই শিক্ষায় দীক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়াই ভারত একদিন জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যাঁহার পুণ্যময় জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থে আলোচিত হইবে তিনিও এই বেদনির্দিষ্ট পন্থায় বিচরণ করিয়াই, এই বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছেন।

মাদ্রাজ প্রদেশে সর্ববিষয়ে উন্নত একটি গ্রাম আছে, গ্রামটীর নাম পেরেম্বুত্বুর বা শ্রীভূতপুরী। গ্রামবাসীদের মধ্যে, বেদপারগ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক এবং গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বড় মনোরম।

এই গ্রামে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত নামে এক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম যাগ যজ্ঞ, পূজা অর্চ্চনায় তাঁহার নিষ্ঠা ও পটুতা ছিল অননুকরণীয়,—তাই পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে উপাধি দিয়াছিলেন "সর্ব্বক্রতু"। ক্রতু অর্থ যজ্ঞ।

শ্রীশৈলপূর্ণ বা "পেরিয় তিরুমলাই নম্বি" একজন পরমভাগবত—মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহার দুই ভগিনী, কান্তিমতী ও মহাদেবী। আসুরি কেশবাচার্য্য কান্তিমতীকে এবং আহরম গ্রামনিবাসী কমলনয়ন ভট্ট মহাদেবীকে বিবাহ করেন। উভয় ভগিনীর বিবাহ হইয়া গেলে, শ্রীশৈলপূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বীয় গুরুর নিকট বাস করিতে থাকেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহামুনি যামুনাচার্য্য তাঁহার গুরু। এই যামুনাচার্য্যের জীবন-কাহিনীও বড় অদ্ভুত।

পাণ্ড্যরাজধানী মাদুরা নগরে—প্রায় ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে যামুনাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। যামুনাচার্য্য কৈশোরে পদার্পণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার পুর্ব্বেই তাঁহার পিতা ঈশ্বরমুনি পরলোক গমন করেন। পিতামহ নাথমুনি ছিলেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, পূতচরিত্র, মহাপণ্ডিত এবং একান্ত ধর্মপরায়ণ, জ্ঞান ভক্তি এবং বৈরাগ্যের মূর্ত্ত প্রতীক একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ। পিতার মৃত্যুকালে যামুনাচার্য্য মাত্র দশ বৎসরের বালক। পিতৃহীন বালক পিতামহী ও মাতার তত্ত্বাবধানে মানুষ হইতে লাগিলেন। তিনি পাঠ আরম্ভ করিলেন; তাঁহার গুরুর নাম ভাষ্যাচার্য্য। বালকের ধী ও মেধাশক্তি অদ্ভুত। পাঠ খুবই দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল, এখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর। ইতিমধ্যেই বালক সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া সকলের বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই সময়ে পাণ্ড্যরাজ্যের সভাপণ্ডিতের নাম সর্ব্বত্র। তাঁহার পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রবিচারে তাঁহার তর্ককৌশল দাক্ষিণাত্য-বাসী সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকেই সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কাহারো নিস্তার ছিল না —পরাজিত হইতেই হইত। তিনি যখন যেখানে গমন করিতেন, সেখানেই পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বীয় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া ফেলিতেন; ফলে পরাভূত পণ্ডিতদের মধ্যে কোলাহল সৃষ্টি হইত। লোকে তাই তাঁহার নাম রাখিয়াছিল "বিদ্বজ্জনকোলাহল।" পাণ্ড্যরাজ তাঁহার এই সভাপণ্ডিতের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। যাঁহারা কোলাহলের নিকট বিচারে পরাজিত হইতেন, রাজার আদেশে তাঁহাদিগকে কিছু বার্ষিক কর বিদ্বজ্জনকোলাহলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করিতে হইত। এই কর প্রদানের অর্থ ছিল, কোলাহলের নিকট নতি স্বীকার করা। কাজেই সেই সময়কার দাক্ষিণাত্যবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে বড় ভয় করিতেন। নিজেকে হেয়জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট নতি স্বীকার করিতে কেই-বা ইচ্ছা করে? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! কোলাহলের নিকট কাহারো নিস্তার ছিল না। যামুনাচার্য্যের গুরু ভাষ্যাচার্য্যও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া কর দিতে বাধ্য হইলেন।

একদিন যামুনাচার্য্য স্বীয় গুরু ভাষ্যাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে বসিয়া আছেন। অন্য কোন বিদ্যার্থী কিংবা গুরু কেহই সে সময়ে টোলে উপস্থিত ছিলেন না। সেই সময় কোলাহলের জনৈক শিষ্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাষ্যাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া যামুনাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে বালক! তোমার গুরুদেব কোথায়?" তাঁহার স্বর অত্যন্ত রুক্ষ। কিন্তু যামুনাচার্য্য বিনয়নম্র বচনেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেবের নিকট আপনার কি প্রয়োজন জানিতে পারি কি?" বালকের বিনয়নম্র বচনে কোথায় তিনি শান্ত হইবেন,—কিন্তু তাহা না হইয়া কোলাহলের সেই অশিষ্ট ও উদ্ধত শিষ্য অভদ্র ভাষায় ভাষ্যাচার্য্যের নিন্দা করিয়া কহিলেন, —"প্রয়োজন? প্রয়োজনের কথা আবার বলিয়া দিতে হইবে কি? তোমার গুরুদেব দেখিতেছি মহামূর্খ! তাহা না হইলে আমার গুরুদেবের নিকট পরাজিত হইয়াও তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ ২।৩ বৎসর যাবৎ তাঁহার দেয় কর পাঠাইতেছেন না কেন? একান্ত মূর্খ বলিয়াই বিদ্বজ্জনকোলাহল সম্বন্ধে তাঁহার এখনও জ্ঞানোদয় হয় নাই; কর পাঠাইতে অবহেলা করিতেছেন। যদি মঙ্গল চাহেন, তবে যেন অনতিবিলম্বে করসহ কোলাহলের পদপ্রান্তে উপনীত হয়েন।" বালক গুরুনিন্দায় মর্মাহত হইলেন, স্বীয় গুরুর অসম্মানে তিনিও রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন—"দেখিতেছি তুমি একজন মূর্খ, অথবা তোমার গুরুদেব পণ্ডিত হইয়াও মহামূর্খ, তাহা না হইলে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তুমি এমন অশিষ্ট ও অভদ্র হইবে কেন? তাঁহাকে বলিও, ভাষ্যাচার্য্যের একজন নগণ্য শিষ্য তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে। যে স্থলে শিষ্যই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সক্ষম, সে স্থলে গুরুর প্রয়োজন কি? সাহস থাকিলে আমাকে যেন বিচারে আহ্বান করেন।" বালকের কথা শুনিয়া কোলাহলের শিষ্য ক্রোধে জ্ঞানহারা হইলেন। কোন প্রত্যুত্তর না করিয়াই গুরুর নিকট ফিরিয়া গিয়া বালকের সদম্ভ উক্তি বর্ণনা করিলেন। পাত্রমিত্রসহ রাজাও সমস্ত শুনিলেন। কোলাহল যখন শুনিলেন যামুনাচার্য্যের বয়স মাত্র দ্বাদশ বৎসর এবং এই বালকই তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার মনে হইল ইহা যামুনাচার্য্যের বালসুলভ চপলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যাহা হউক সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ করিলেন যে, বালককে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, অতএব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজদূত যাইয়া তাঁহাকে রাজার আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলে বালক বলিলেন, "আমাকে যখন রাজার সভাপণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করিতে আহ্বান করা হইতেছে তখন পণ্ডিতের ন্যায় সসম্মানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা, পণ্ডিতপ্রবর কোলাহল স্বয়ংই এখানে আসুন। এতদুভয়ের মধ্যে যাহা তোমার প্রভুর অভিরুচি, সেইরূপই ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে বলিও।" দূতমুখে সমস্ত অবগত হইয়া রাজা কহিলেন, "ভাষ্যাচার্য্যের শিষ্য নেহাৎ বালক হইলেও তাঁহার সৎসাহস অতীব প্রশংসনীয়। বিদ্বজ্জনকোলাহলের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বালক হয়ত সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই, তাহা হইলেও বালকের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এইরূপই ধারণা হয় যে, যামুনাচার্য্য বালক হইলেও সাধারণ বালক নহে। বালক অবশ্যই কিছু পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া থাকিবে, নতুবা কোলাহলকে বিচারে আহ্বান করিতে নিশ্চয়ই সাহসী হইত না। অতএব সসম্মানে তাঁহাকে আনয়ন করা হউক।" অতঃপর শত প্রহরী পরিবেষ্টিত বহুমূল্য শিবিকা তাঁহার জন্য প্রেরিত হইল। ভাষ্যাচার্য্য গৃহে ফিরিয়া যামুনাচার্য্যের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই ভীত হইলেন, কহিলেন—"বৎস! তুমি না বুঝিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। পাণ্ড্যরাজ তাঁহার সভাপণ্ডিতের অবমাননা কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না। বিচারে যদি পরাজিত হও, তিনি তোমার ও আমার উভয়েরই প্রাণসংহার করিয়া এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবেন। কারণ বিদ্বজ্জন-কোলাহলকে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করেন ও ভালবাসেন। তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবমাননা নিজের অবমাননা বলিয়াই মনে করিবেন।” আত্ম-বিশ্বাসে দৃঢ়চিত্ত বালক নির্ভীক। এতটুকু ভয় ভাবনার চিহ্ন ভাষ্যাচার্য্য তাঁহার মুখমণ্ডলে দেখিতে পাইলেন না; দেখিতে না পাইয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। বালক শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অথচ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, “প্রভো! কোলাহলের পাণ্ডিত্যে ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি অবশ্যই তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ করিয়া আপনার পদপ্রান্তে ফিরিয়া আসিব।” বালকের এই দৃঢ়তা দর্শনে ভাষ্যাচার্য্য আর কিছুই বলিলেন না।

বহুমূল্য শিবিকা আরোহণে, শত প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া যামুনাচার্য্য চলিয়াছেন। একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক বিদ্বজ্জনকোলাহলের সঙ্গে বিচারে অবতীর্ণ হইবে, এই সংবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যামুনাচার্য্যের শিবিকা যে পথ ধরিয়া যাইতেছে, সেইখানেই আবালবৃদ্ধবনিতা এই অদ্ভুত বালককে দর্শন করিবার মানসে উৎসুক নয়নে তাকাইয়া আছে। তাঁহার দর্শনে সকলেই অভিভূত হইয়া বলিতেছে, “এই ক্ষুদ্র বালকই কি বিদ্বজ্জনকোলাহলকে বিচারে পরাজিত করিবার জন্য যাইতেছে?” বালকের সৌম্য মূর্ত্তি, শান্ত মুখশ্রী কিন্তু দর্শনকারী মাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করিতেছিল।

এদিকে রাজা ও রাণীর মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছে। বিবাদ —বালক যামুনাচার্য্যকে লইয়া। রাজা বলিতেছেন, কোলা-হলের নিকট বালক পরাজিত হইয়া তাহার ঔদ্ধত্যের সমুচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। রাণী কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছেন না। কোলাহলের পাণ্ডিত্যাভিমান ধূলিসাৎ করিয়া দিবার জন্যই বালক আসিতেছে, ইহাই রাণীর দৃঢ় বিশ্বাস। রাজা কহিলেন—"রাজ্ঞি, তুমি স্ত্রীলোক, তাই কোলাহলের সামর্থ্য নির্ণয়ে অসমর্থ, তাহা না হইলে দ্বাদশবর্ষীয় বালক বিদ্বজ্জনকোলাহলকে বিচারে পরাজিত করিবে—এই কথা তুমি ভাবিতে পারিতে না।" রাণী স্বীয় মত পরিত্যাগ করিলেন না, দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমার মন বলিতেছে—এই বালকই জয়লাভ করিবে। কোলাহলের যশঃরবি অচিরেই অস্তগত হইবে। যদি অন্যথা হয়, তবে আমি আপনার ক্রীতদাসীর দাসী হইয়া জীবনযাপন করিব।" রাজা বলিলেন, "আমিও পণ রাখিতেছি যদি বালক জয়লাভ করে, তবে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাহাকে প্রদান করিব।" এমনি সময়ে যামুনাচার্য্য শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়পুলকিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। সভাগৃহ নীরব নিস্তব্ধ! বালক সকলকেই সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। একান্ত বিনয়নম্র তাঁহার ব্যবহার। বালক হইলেও তাঁহার দর্শন এবং ব্যবহার সকলেরই হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করিল। রাজা ও রাণী পাত্রমিত্র সহ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া আসন প্রদান করিলেন।

বিদ্বজ্জনকোলাহল যামুনাচার্য্যের এই বালকমূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মুখে অবজ্ঞা ও অবহেলার হাসি

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুটিয়া উঠিল। তিনি পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠে রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মাতঃ! আপনি কি মনে করেন—এই ক্ষুদ্র বালকই আমাকে বিচারে পরাজিত করিবে?" "হ্যাঁ, এই বালকই আপনাকে বিচারে পরাজিত করিয়া সকলকে বিস্ময়ান্বিত করিবে। আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু অচিরেই এই বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।" রাণী দৃঢ়তার সহিত কোলাহলকে এই উত্তর প্রদান করিলেন।

বিচার আরম্ভ হইয়াছে; প্রশ্নকর্ত্তা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন-কোলাহল। উত্তর প্রদান করিতেছেন, দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালক। দর্শকমণ্ডলী রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিতেছেন। সকলেরই চোখে মুখে দেখা দিয়াছে ঔৎসুক্যের অপরূপ দীপ্তি। কি হয়, কি হয়; কে হারে, কে জেতে—এই ভাবনায় সকলেরই মনপ্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কেহ-বা বালকের, কেহ-বা পণ্ডিতের জয় কামনা করিতেছেন।

বালক একে একে সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিলেন, কহিলেন—"হে পণ্ডিতপ্রবর! আমাকে বালক মনে করিয়া অবহেলা করিবেন না; আপনার ইচ্ছানুরূপ যে কোন প্রশ্ন আপনি করিতে পারেন।" উত্তর শ্রবণ করিয়া কোলাহল বুঝিলেন যামুনাচার্য্য বালক হইলেও তাঁহার ধী, মেধাশক্তি ও পাণ্ডিত্য অতুলনীয়—বুঝিয়া মনে মনে ভীত হইলেন। হৃদয়ের ভাব লুক্কায়িত রাখিয়া হাসির ভাণ করিয়া কহিলেন, "বেশ কথা, তুমিই না হয় প্রশ্ন কর, আমি উত্তর প্রদান করিতেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাহাই হউক।" এই বলিয়া বালক একে একে তিনটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্ন তিনটী বড়ই অদ্ভুত। প্রথম প্রশ্ন কোলাহলের মায়ের সম্বন্ধে, দ্বিতীয় প্রশ্ন মহারাজ এবং তৃতীয় প্রশ্ন রাণীর সম্বন্ধে করা হইয়াছে। প্রশ্ন তিনটী এমনি সুকৌশলে উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে, ইহার যথাযথ উত্তর প্রদান করা খুবই কঠিন; অধিকন্তু উত্তর ঠিক না হইলে, মাতা, মহারাজা, মহারাণীকে সকলের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রশ্নের গুরুত্ব অনুভব করিয়া কোলাহল মহাভাবনায় পড়িলেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিষাদমলিন ভাব ধারণ করিল। সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হইল। কোলাহল প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার বহু বহু বিশ্রুত পাণ্ডিত্য কোথায় ভাসিয়া গেল! কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলেন না; বুঝিলেন, তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াছে; কিন্তু মুখে তাহা স্বীকার না করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে, আরক্ত নয়নে কহিলেন, "ওহে বালক! তোমার প্রশ্নের বাক্‌বিভূতি আছে —ইহা সুকৌশলে সুবিন্যস্ত বাক্যচ্ছটা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর আছে আমি মনে করিনা। তুমিই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান কর। অসমর্থ হইলে মহারাজের বিচারে সমুচিত দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" ভয়ভীতিহীন বালক সহাস্যমুখে, শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমি একে একে প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিয়া দিতেছি। সমবেত সুধিমণ্ডলীই স্থির করিবেন, কাহার জয় এবং কাহার পরাজয় ঘটিয়াছে।" প্রশ্ন সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষ্ঠু মীমাংসা শ্রবণ করিয়া রাজা সভাসদসহ মুগ্ধ হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। সকলেই সমস্বরে কোলাহলের পরাজয় ঘোষণা করিল। রাণী আনন্দে আত্মহারা। তাঁহার মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারা শতধারে বর্ষিত হইয়া বালককে অভিসিঞ্চিত করিল। তিনি তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইলেন, কত আদর করিলেন। রাণী উচ্ছ্সিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আলবন্দার, আলবন্দার", অর্থাৎ বিজেতা আসিয়াছে। "কোলাহল! বালকের নিকট সত্যই তুমি পরাজিত হইয়াছ—তোমাকে জয় করিবার জন্যই বালক আসিয়াছে।" রাজাও পরম প্রীতিভরে বালককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে আলবন্দার! বিদ্বজ্জনকোলাহলের পাণ্ডিত্যাভিমান তুমি চূর্ণ করিয়াছ; তোমার জয় হউক। তাঁহার মিথ্যা পাণ্ডিত্যাভিমানে কত কত পণ্ডিত ব্যক্তিই না উত্যক্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। তোমাকেও তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তোমার হস্তে আমি তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছি, যথারুচি তাঁহার শাস্তি বিধান কর। পণ রাখিয়াছিলাম—তুমি জয়লাভ করিলে পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধেক তোমাকে দান করিব, এক্ষণে তাহা তুমি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া রাণীর ক্রোড় হইতে পরম সমাদরে বালককে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পার্শ্বে রাজসিংহাসনে বসাইলেন। বালক-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেরই মনে প্রথমে মমত্ববোধ জাগিয়াছিল, তৎপরে বালকের জয়লাভে সকলেই শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল,—এইবার তাঁহাকে রাজার পার্শ্বে সিংহাসনে উপবিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া সকলেই আনন্দ কোলাহলে সভাগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। কোলাহলের যশের সৌধচূড়া চিরদিনের মত ধুলিতে গড়াইয়া পড়িল।

বালক অধীতশাস্ত্র পণ্ডিত। পাণ্ডিত্য যথার্থ হইলে তাহা মানুষকে উদার ও মহৎ করে। ক্ষমাই মহতের লক্ষণ; আলবন্দার বিদ্বজ্জনকোলাহলকে ক্ষমা করিলেন।

অর্দ্ধেক পাণ্ড্যরাজ্যের অধিপতি বালক যামুনাচার্য্য। বালক হইলেও রাজ্যশাসনে তিনি অপটু নহেন। পাণ্ডিত্য-বলে রাজ্যের সর্বত্র তিনি সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। তাঁহার শাসনে প্রজাবৃন্দ সুখে ও আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। দুঃখ, দারিদ্র্য নিরানন্দের অভিশাপ রাজ্যের কোথাও দৃষ্ট হয় না—সর্বত্রই তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দহিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। এমনি করিয়া দিন, সপ্তাহ, মাস একে একে বৎসর গড়াইয়া পড়িতেছে। বৎসরও বসিয়া নাই,—একের পর আর আসিতেছে, যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে যামুনাচার্য্যও বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। রাজসুখভোগে তাঁহার দিনগুলিও আনন্দেই কাটিতেছে।

ইতিমধ্যে পিতামহ নাথমুনি পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে প্রিয় শিষ্য মনক্কাল নম্বি বা রামমিশ্রকে তিনি কহিলেন, "যামুনাচার্য্যকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। জাগতিক ভোগসুখে মত্ত হইয়া পরলোকের কথা সে ভুলিয়াছে। জীবন অনিত্য। কখন তাহা শেষ হইবে কেহই বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেনা। এই অনিত্য জীবনে নিত্যবস্তু ভগবানকে লাভ করিয়াই মানব নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় নিত্যজীবন লাভ করে। যথা সময়ে এই পথে তুমি তাহাকে আনয়ন করিবে।”

যামুনাচার্য্য এক্ষণে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। নম্বি ভাবিলেন, আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। নাথমুনির উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। তিনি পাণ্ড্যরাজ্যে উপনীত হইলেন। কিন্তু যামুনাচার্য্য এক্ষণে পাত্র মিত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া নির্জনে আলাপ করিবার সুযোগ কোথায়? অথচ যামুনাচার্য্যকে নির্জনে প্রাপ্ত না হইলে, নাথমুনির উপদেশ অনুসারে কার্য্য করাও সম্ভব নহে। উপায় কি? অবশেষে এক বুদ্ধি স্থির করিলেন। এক প্রকার শাক (সংস্কৃত নাম অলর্কপত্র, দেশীয় নাম তুদ্‌বড়োাই) তাঁহার জানা ছিল। এই শাক, বুদ্ধি মেধা ও সত্ত্বগুণবর্দ্ধক। একদিন ঐ শাক কিছু সংগ্রহ করিয়া রাজবাটীর পশ্চাৎদ্বার দিয়া তিনি পাচকের নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাহাকে বলিলেন, “এই শাক গ্রহণ কর। ইহা বুদ্ধি, মেধা ও সত্ত্বগুণ বর্দ্ধক। আমি প্রতিদিন এই শাক আনিয়া তোমাকে দিব, তুমি রান্না করিয়া মহারাজকে খাইতে দিবে। ইহাতে মহারাজের বিশেষ কল্যাণ হইবে। এইরূপ করিলে ভগবানও তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন।” পাচকের এই শাকের গুণ জানা ছিল। সাধুর অনুরোধ, স্বীয় প্রভুর কল্যাণ তৎসঙ্গে ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হইবে ভাবিয়া পাচক দ্বিরুক্তি না করিয়াই নম্বির কথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকৃত হইল। পাচক প্রতিদিন ঐ শাকের নানাবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মহারাজাকে খাইতে দেয়। মহারাজা পরম তৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করেন। একদিন আহারে বসিয়া মহারাজা দেখিলেন, সেই শাকের ব্যঞ্জন পরিবেষণ করা হয় নাই। পাচককে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পাচক কহিল "মহারাজ! একজন সাধু এতদিন এই শাক দিয়া যাইতেন। আজ তিনি শাক লইয়া আসেন নাই।" সাধুর নাম শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, "আচ্ছা, আর কোনদিন সেই সাধু আসিলে, তাঁহাকে বলিবে, আমি তাঁহার দর্শন পাইতে ইচ্ছা করি।" পরদিন নম্বি শাক নিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্রই পাচক তাঁহাকে মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিল। তিনি ত তাহাই চান। পাচকের সঙ্গে নম্বি মহারাজের নিকট উপনীত হইলে, তাঁহার তপপূতঃ উজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শনে মহারাজ মুগ্ধ হইলেন; পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। কহিলেন, "মহাত্মন্, এ দাস আপনার কি উপকার করিতে পারে? আপনি কেনই বা প্রতিদিন আমার জন্য শাক সংগ্রহ করিয়া আনেন; তাহা জানিতে কৌতূহল হইতেছে।" নম্বি কহিলেন "মহারাজ! নির্জ্জনে আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" তদ্রূপ ব্যবস্থা হইলে নম্বি কহিলেন "মহারাজ! আপনার পিতামহ নাথমুনির কথা অবশ্যই ভুলিয়া যান নাই। বহুদিন হইল তিনি গত হইয়াছেন। আমি তাঁহার একজন নগণ্য শিষ্য। দেহত্যাগের পূর্ব্বে আপনাকে দিবার জন্য তিনি বহুমূল্য রত্ন আমার কাছে গচ্ছিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়া গিয়াছেন। এইবার আমি তাহা আপনাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। দূরবর্ত্তী স্থলে তাহা লুক্কায়িত আছে, অতএব আপনাকে একবার আমার সঙ্গে তথায় যাইতে হইবে।” অপ্রত্যাশিতভাবে ধন প্রাপ্তির কথা শুনিয়া মহারাজা খুবই খুসী হইলেন; বিশেষতঃ সাধুর বাক্যে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই।

নম্বির সহিত যামুনাচার্য্য একাই যাত্রা করিলেন কারণ সঙ্গে লোকজন লইতে নম্বি তাঁহাকে বারণ করিয়াছেন। মাতুরা হইতে তাঁহারা উত্তর দিকে চলিয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম লইবার জন্য তাঁহারা এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। মহারাজ বিশ্রাম করিতেছেন; অদূরে নম্বি ভক্তি গদ্‌গদস্বরে শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠ করিতেছেন। সর্বত্যাগী, পবিত্র হৃদয় সাধু নম্বির মুখনিঃসৃত সেই সুললিত গীতাপাঠ মহারাজের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত এই গীতা। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত সাতশত শ্লোক সমন্বিত ইহা এক অপূর্ব গ্রন্থ। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম এই গ্রন্থ, অপূর্ব রহস্যময়। অধ্যায়ের পর অধ্যায়, নম্বি পাঠ করিয়া যাইতেছেন, মহারাজ স্তব্ধ বিস্ময়ে শ্রবণ করিতেছেন। মহারাজ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ তাঁহার অনধীত নহে। কিন্তু শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত রহস্য সমূহ যেন আজ এক নূতন বার্ত্তা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। দেহ, প্রাণ, মন ভক্তিভাবে আপ্লুত হইল। হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল—বিষয়সুখ অনিত্য বোধ হইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এতদিন বিষয়সুখে মত্ত থাকিয়া বৃথাই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভগবানকে ভুলিয়া জীবনে যথার্থ আনন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। এইবার সাবধান হইতে হইবে। আর বৃথা দিন অতিবাহিত হইতে দিতে পারি না। তিনি অশ্রুজলে বক্ষস্থল সিক্ত করিয়া নম্বির পদতলে পতিত হইলেন, এবং আবেগকম্পিত স্বরে কহিলেন—"মহাত্মন্! আমি নরাধম, শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম এতদিন অনুধাবন করি নাই। তাই জীবনের দীর্ঘদিন ঘৃণ্য বিষয়সুখে মত্ত রহিয়াছি। আমি আপনার শিষ্য, আমাকে কৃপা করুন। গীতামৃত পান করাইয়া আমার জীবন সার্থক করুন।" নম্বি কহিলেন, "মহারাজ! আপনি মহৎ ব্যক্তি। শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আপনার মুখে এইরূপ বাক্যই শোভা পায়। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি। যাহা হউক, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমি যথাসাধ্য গীতা শাস্ত্র আপনার নিকট ব্যাখ্যা করিব।" তাহার পর হইতে দিনের পর দিন গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। পথযাত্রাকালে তিনি আঠার দিনে আঠার অধ্যায় গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিলেন।

শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত এই গীতা। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের ত্রিবেণীসঙ্গম এই গীতা পাঠ করিয়া ইহার ত্রিধারায় অবগাহন করিয়া মানবজীবন ধন্য হয় ও সার্থক হয়। সংসারযাত্রায় আমরা যখন পথহারা দিগ ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরি, গীতাই তখন আমাদিগকে দিয়া থাকে পথ এবং দিকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশ। শোক-মোহ, দুঃখ-কষ্ট, বিরহ-বিচ্ছেদের ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয় যখন আমাদের ক্ষতবিক্ষত, তখন গীতার উপদেশরূপ অমৃত প্রলেপেই আমরা নিরাময় হইতে পারি। বন্ধুর শোকে আত্মীয় বিয়োগে জীবন যখন আমাদের দুর্বিষহ, পুত্রগতপ্রাণা স্নেহময়ী জননী যখন প্রাণপ্রিয় পুত্রকে শ্মশান যাত্রায় বিদায় করিয়া দিয়া পাগলিনীপ্রায়, তখন গীতামৃত পান করিয়াই শান্তি পাওয়া যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই গীতার বক্তা—নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ইহার শ্রোতা। আসন্ন কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যখন মোহগ্রস্ত, বিষাদ-মলিনচিত্ত, কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ, তখন তাঁহার প্রিয় সখা, রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গীতার অপূর্ব উপদেশ প্রদান করেন। যোগস্থ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ। যোগযুক্ত এই বাণী শ্রবণে অর্জ্জুনের মোহ, দূরীভূত হইল, বিষাদমলিন চিত্ত প্রফুল্ল হইল; হৃদয়ের মোহ দেহের অবসাদ অপসারিত হইল; গীতার বাণী অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিল। গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। দেখাইলেন– তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নাই। তিনিই বহুরূপে এই জীবজগৎ—জগতের যাহা কিছু স্থূল সূক্ষ্ম, সবের মধ্যেই তিনি পরিব্যাপ্ত; অতএব সবই তিনি (সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ গীঃ—১১)। তিনিই বহুরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন, আবার সংহার করিতেছেন। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কর্ত্তা এবং কর্ম্ম সবই তিনি। এ এক অপূর্ব লীলা—অদ্ভুত খেলা! আমি তুমি, শত্রু মিত্র--এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভেদজ্ঞান তাহা ভুল—একান্তই ভ্রান্তি। তিনিই যখন জীবে জীবে, ঘটে ঘটে এবং এই মতে আমিও যখন তিনি তখন কে আমার পর, কে আমার শত্রু? দেহের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু প্রতি দেহের অভ্যন্তরে যে অজর অমর আত্মা বিদ্যমান তাহার তো বিনাশ নাই। এই আত্মার সম্পর্কেই সকলেই আমরা পরমাত্মার সহিত এক হইয়া আছি। প্রতি জীবদেহে জীবাত্মার আত্মারূপে অর্থাৎ পরমাত্মারূপে তিনিই বিরাজিত। সৃষ্টির প্রতি অণু পরমাণুতে তিনিই বিদ্যমান। অতএব পর বলিব কাহাকে—দূরে ঠেলিব কাহাকে? দূর বলিয়া পর মনে করিয়া যদি কাহাকেও হিংসা করি, দ্বেষ করি, তবে সে আমার নিজেকেই—তথা প্রতি দেহে বিরাজমান তাঁহাকেই দ্বেষ করা হইবে। গুরুর নিকট গীতা পাঠ করিয়া তাঁহার কৃপায় গীতার এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মানব কৃতার্থ হয়। মৃত্যু আর তখন তাহাকে ভয় দেখাইতে পারেনা। জরা ব্যাধির কুটীল কটাক্ষে সে আর ভীত নহে। মরণেরই কোলে সে তখন লাভ করে অমৃতময় অমর জীবন। গীতার এই শিক্ষা—শিক্ষার এই পরিণাম। মহাপুরুষ নম্বির নিকট গীতার এই অপূর্ব শিক্ষা লাভ করিয়া যামুনাচার্য্যের সংসারমোহ দূর হইল;—আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অতি কাতরভাবে তিনি নম্বির নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ না করিলে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না, কাজেই দীক্ষা চাই। নম্বি কহিলেন, "মহারাজ! আপনার পিতামহ যে রত্নরাজি আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করা হয় নাই। সে সকল রত্নরাজি যথা স্থানে যাইয়া গ্রহণ করুন, তৎপর ভগবৎ-কৃপায় আপনার দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে।” যামুনাচার্য্য আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নম্বির অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অল্পদূর চলিয়াই তাঁহারা পুণ্য-তোয়া কাবেরীতীরে উপনীত হইলেন। তথায় অবগাহন করিয়া তাঁহারা পথশ্রম অপনোদন করিলেন; পূত বারি স্পর্শে নিজদিগকে পবিত্র বোধ করিতে লাগিলেন। অদূরে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের বিশাল মন্দির। মন্দিরের চূড়া অপূর্ব। শ্রীশ্রীনারায়ণের শয়ান মূর্ত্তি মন্দিরে অবস্থিত। অনন্তনাগের সহস্র ফণা তাঁহার মস্তকোপরি পরিশোভিত—সে কি অপূর্ব শোভা! শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার পাদসম্বাহন করিতেছেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার নাভিকমল হইতে উদ্ভূত। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদসেবায় নিয়োজিত, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা কে করিবে?

সপ্ত প্রাকার পরিবেষ্টিত এই মন্দির। একে একে ছয়টি তোরণ তাঁহারা অতিক্রম করিলেন। যতই অগ্রসর হইতেছেন, মহাত্মা নম্বি ততই ভগবদ্ভাবে বিভোর হইতেছেন। তাঁহার এই অপার্থিব ভাববিহ্বলতা দর্শনে যামুনাচার্য্যের হৃদয়েও ভক্তির প্লাবন বহিয়া গেল। তিনিও আত্মহারা হইলেন। সপ্তম তোরণে উপস্থিত হইয়া মহাত্মা নম্বি যখন মন্দিরস্থিত শেষশায়ী লক্ষ্মীনারায়ণকে অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তিগদ্‌গদস্বরে কহিলেন, “এই সেই রত্নরাজি, আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতামহ নাথমুনি যাহা আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। গ্রহণ করিয়া আমাকে দায়মুক্ত করুন।” আর অধিক বলিতে হইল না। সাধুসঙ্গে এবং গীতাপাঠে যামুনাচার্য্য এক্ষণে পবিত্রহৃদয়—তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিভাব জাগ্রত হইয়াছে, কাজেই এই অপূর্বদর্শন বিগ্রহ দর্শন করিয়া এক অপার্থিব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গর্ভমন্দিরের অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন; শ্রীশ্রীরঙ্গনাথকে দর্শন করিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। পিতামহ নাথমুনিরক্ষিত অপূর্ব রত্নরাজি লাভ করিয়া রাজসম্পদ তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গেল—ভোগ-সুখের মোহ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। এক নূতন জীবন লইয়া তিনি মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। রাজ্য—রাজৈশ্বর্য্য; এ জীবন পাইলে কে আর চায়? কাজেই মহাত্মা নম্বির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট জীবন শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের সেবাতেই অতিবাহিত করিবেন স্থির করিলেন। তিনি অবশিষ্ট জীবন সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক শ্রীরঙ্গনাথ ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিলেন। আগমপ্রামাণ্য, সিদ্ধিত্রয়, আলবন্দার স্তোত্র (স্তোত্ররত্ন), বরদবল্লভা স্তোত্র, গীতার্থসংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থরাজি অদ্যাবধি সারা ভারতবর্ষে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই

এই যামুনাচার্য্যেরই অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণ। তাঁহার ভগিনীকেই কেশবাচার্য্য বিবাহ করিয়াছেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিবাহের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের কোন সন্তান লাভ হইল না। সন্তানহীন দম্পতির মনে সুখ নাই; নিতান্ত দুঃখেই তাঁহাদের দিন কাটিতেছে। অবশেষে সর্বক্রতু পুত্রলাভ কামনায় এক যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিলেন। চন্দ্রগ্রহণ সমাগত, তদুপলক্ষে কেশবাচার্য্য কৈরবিণী সাগরসঙ্গমে স্নান করিবার জন্য সস্ত্রীক গমন করিলেন। অদূরেই পার্থসারথির মন্দির। উভয়েই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন। পুত্রার্থে যজ্ঞ করিবার ইহাই উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ সরোবর তীর্থে কেশবাচার্য্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কেশবাচার্য্য আজীবন নিষ্ঠার সহিত যজ্ঞ করিয়া আসিতেছেন, কাজেই তাঁহার যজ্ঞ নিষ্ফল হইতে পারে না। যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ তাঁহার যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইলেন। স্বপ্নে পার্থসারথি তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "হে সর্ব্বক্রতো! তোমার যজ্ঞ সফল হইয়াছে। আমি বা অনন্তদেব তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব"—এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কেশবাচার্য্য মহানন্দে গৃহে ফিরিলেন।

ধর্মভূমি এই ভারতভূমি। ধর্মই এই ভারতের প্রাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূতিকাগৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া চিতাভস্মে পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর প্রতিটি কর্ম ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুধু ব্যক্তিগত জীবন নহে, অতীত ভারতে গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র সমস্ত পরিবেশই ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মকে বাদ দিলে ভারতবাসী নির্জ্জীব প্রাণহীন; তাই কালপ্রবাহে যখনই ধর্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন অবতার রূপে। ধর্ম সংস্থাপন, অধর্মের প্রতিবিধান করাই অবতার রূপ গ্রহণের তাৎপর্য্য। এই সময় সর্বত্রই ধর্মের গ্লানি দেখা দিয়াছিল। কিছুকাল পূর্বে আচার্য্য শঙ্কর ধর্মের যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাও ক্রমশ বিকৃত রূপ ধারণ করিতে লাগিল, একমাত্র জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত আচার্য্যের সেই নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ সর্বসাধারণ যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে না পারায় সর্বত্রই নাস্তিক্যবাদ দেখা দিল। ইহার আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন; ভগবান তাই সর্বক্রতু কেশবাচার্য্যের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত। বনে বাগানে নানা জাতীয় কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া দিকে দিকে সৌরভ বিতরণ করিতেছে। বৃক্ষসকল ফলভারাবনত। কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি সুকণ্ঠ বিহগকুল কুহু কুহু পিউ পিউ রবে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতিদেবী হাস্যোৎফুল্লা — নবশ্রী ধারণ করিয়াছেন। এমনি সময়ে কান্তিমতী এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত শিশুর অপূর্ব রূপ সূতিকাগৃহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোকিত করিল। তাহার দেহে সর্বপ্রকার সুলক্ষণ বিরাজিত। পুত্রমুখ দর্শনে সর্বক্রতু বুঝিলেন, স্বপ্নাদেশ সত্য হইয়াছে—ভগবানই পুত্ররূপে তাহার গৃহে আসিয়াছেন। এই ভুবনমোহন রূপ, এত সব সুলক্ষণ কি সামান্য মানবে সম্ভব? ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে কান্তিমতী তাঁহার নবজাত শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। জগৎ ইতিহাসে উহা এক শুভদিন।

কান্তিমতীর পুত্র হইয়াছে সংবাদ পাইয়া শ্রীশৈলপূর্ণ তাহাকে দেখিবার জন্য ভূতপুরী আসিলেন। এখানে আসিয়া দেখেন, তাঁহার অপর ভগিনীও ভূতপুরীতেই রহিয়াছেন, এবং তাহারও একটি পুত্র হইয়াছে। মহাত্মা শ্রীশৈলপূর্ণ কান্তিমতীর পুত্রের অপরূপ রূপ এবং তাঁহার দেহে অপূর্ব লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া বুঝিলেন,—এ বালক সামান্য বালক নহে। তাঁহার মনে হইল ভগবান অনন্তদেবের অবতার লক্ষ্মণই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি বালকের নামকরণ করিলেন লক্ষ্মণ; এবং অপর ভগিনী মহাদেবীর পুত্রের নাম রাখিলেন গোবিন্দ। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ—গোবিন্দ কনিষ্ঠ।

সময় বসিয়া থাকেনা, কাজেই লক্ষ্মণেরও বয়স বাড়িতে লাগিল। লক্ষ্মণ অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। যথাশাস্ত্র তাঁহার উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইল। এইবার পিতা স্বয়ংই তাঁহাকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অদ্ভুত বালকের সমস্ত কার্য্যই অসাধারণ; পাঠ আরম্ভ করিয়া বালক এত দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল যে তাহাতে তাঁহার পিতা ও আত্মীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বজন সকলেই বিস্মিত হইলেন। বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-বিষয়েও বালকের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। ধর্মলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় সাধুসঙ্গ—সাধুসঙ্গও বালকের বড় প্রিয়।

শ্রেষ্ঠ কুল আর উচ্চ জাতিতেই মানুষকে বড় করেনা—যদি না ভগবদ্ভক্তি আর ভগবদ্দর্শনে মানুষ নিজেকে কৃতার্থ করিতে পারে। শূদ্রকুলে জন্মিয়াও কেহ যদি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারে, তবে কে-না তাঁহার পূজা করে? আর কেই-বা জানিতে চায় তাঁহার কুলশীলের পরিচয়?

পুণামেলি গ্রামের শূদ্রকুলোদ্ভব চতুর্থ বর্ণীয় কাঞ্চীপূর্ণ এইরূপ একজন ভগবদ্ভক্ত সাধুপুরুষ। প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির সৌরভ আপনা হইতেই যেমন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে, ভক্তের যশঃসৌরভও তেমনি আপনা হইতেই দূর দূরান্তে বিস্তার লাভ করে। পরম ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণের নামও তেমনি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শুধু স্বীয় গ্রামবাসীই নহে, বহুদূরবর্ত্তী জনপদবাসীও তাঁহার ভগবদ্ভক্তির কথা জানিত—সকলেই তাঁহাকে চিনিত। ব্রাহ্মণ শূদ্র অনেকেই বিশ্বাস করিত ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার জীবন কৃতার্থ হইয়াছে। তাঁহার ইষ্ট শ্রীবরদরাজ তাঁহাকে দর্শন দিয়া তাঁহার সহিত কথা বলেন, এইরূপ জনশ্রুতি সর্বত্র প্রচারিত ছিল। ইহা কি কেবলই জনশ্রুতি? না,—তাহা নহে; বস্তুতঃই শ্রীবরদরাজ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের ডাকে সাড়া দিতেন—সাড়া না দিয়া পারিতেন না। কেহ কেহ তাহাদের অভীষ্ট পূরণ হইবে কিনা শ্রীবরদ-

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজের নিকট জানিয়া লইবার জন্যও কাঞ্চীপূর্ণকে অনুরোধ করিত। কাঞ্চীপূর্ণ তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, শ্রীবরদরাজের নিকট হইতে তাহা জানিয়া লইয়া, যথাসময়ে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করিতেন। পুণামেলি হইতে কিছু দূরে কাঞ্চীপুরী নামক গ্রামে শ্রীবরদরাজের মন্দির। পুণা-মেলি ও কাঞ্চীপুরীর মধ্যে শ্রীমহাভূতপুরী গ্রাম অবস্থিত। প্রতিদিন কাঞ্চীপূর্ণ মহাভূতপুরী গ্রাম অতিক্রম করিয়া স্বীয় ইষ্ট শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিয়া থাকেন। পথটি আসুরী কেশবাচার্য্যের বাটীর সম্মুখ দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। একদিন কাঞ্চীপূর্ণ শ্রীবরদরাজকে দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন কাঞ্চীপূর্ণের সেই পবিত্র মুখমণ্ডল, তেজঃপূর্ণ কলেবর, উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন—বিস্মিত হইলেন। লক্ষ্মণ আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না;—অপলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অপূর্বদর্শন সেই বালকের চাহনি কাঞ্চীপূর্ণকে আকর্ষণ করিল—চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি আকর্ষণ করিল। কাঞ্চীপূর্ণ বালকের নিকট আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। বালকও পরম সমাদরে তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন—কিছুতেই যাইতে দিলেন না। কেশবাচার্য্য কাঞ্চীপূর্ণকে জানিতেন। তাঁহাকে গৃহে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কাঞ্চীপূর্ণের ন্যায় পরম ভাগবত, লক্ষ্মণের ন্যায় দেবমানব পুত্র, উভয়ের সম্মিলনে সর্বক্রতুর গৃহ আজ মহাতীর্থে পরিণত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার সমাপন করিয়া কাঞ্চীপূর্ণ বিশ্রাম করিতে গেলেন। লক্ষ্মণও তথায় উপস্থিত। কাঞ্চীপূর্ণের পদসেবা করে, ইহাই বালকের ইচ্ছা। বালক তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে কাঞ্চীপূর্ণ অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "সে কি বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, আমি ক্ষুদ্রকুলোদ্ভব শূদ্র, তুমি আমার পদসেবা করিবে? এমন কথা আর কখনো মুখে আনিও না।" লক্ষ্মণ বুঝিলেন, কাঞ্চীপূর্ণ কিছুতেই এ-বিষয়ে সম্মত হইবেন না, মনে দুঃখিত হইলেন; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। লক্ষ্মণ ঈপ্সিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু কহিলেন,—"মহাত্মন্! শাস্ত্রে আছে ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালও ভগবদ্ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবানে ভক্তিই মানবকে সকলের শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত করে, পূজিত করে। আপনি সেই ভগবদ্ভক্ত; আপনার পদসেবা তো দূষ্য হইতে পারে না। শুধু জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়া কোন্ ব্রাহ্মণই বা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ?" বালকের কথা শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ বুঝিলেন, এই ভক্তি ও বিশ্বাস একদিন মহাকার্য্য সাধন করিবে। ভগবৎ-প্রসঙ্গে উভয়ে সেই রাত্রি পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন।

লক্ষ্মণের সহিত কাঞ্চীপূর্ণের এই মিলন শুধু ক্ষণিকের মিলন নহে। ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন যেমন অপূর্ব, তাহার ফলও তেমনি সুদূরপ্রসারী। এক্ষেত্রেও সেই সুদূরপ্রসারী ফল আমরা ভবিষ্যতে দেখিতে পাইব। পরদিন কাঞ্চীপূর্ণ গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু হৃদয়ে বহন করিয়া লইয়া গেলেন বালকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভুবনমোহন রূপ, ভগবানে তাঁহার অপূর্ব ভক্তি এবং সাধু সজ্জনের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের স্মৃতি।

যৌবনে পদার্পণ করিয়া ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রমকালে লক্ষ্মণ বিবাহ করিলেন। পুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহার পিতা আর অধিক দিন সংসারে রহিলেন না। জীবন অনিত্য। এই অনিত্য জীবন লইয়া কেই-বা সংসারে নিত্যকাল স্থায়ী হইতে পারে? ত্বদিন আগে হউক পরে হউক সকলকেই যাইতে হয়—যাইতে হইবে। আসুরী কেশবাচার্য্যকেও যাইতে হইল—স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়াই যাইতে হইল।

এই সময়ে কাঞ্চীপুরে যাদবপ্রকাশ নামক এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি সন্ন্যাসী অদ্বৈতমতাবলম্বী ছিলেন। বহু বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। পিতার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণও তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করিয়া, একদিন তাঁহার নিকট আগমন করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। যাদবপ্রকাশ লক্ষ্মণের সৌম্য শান্তমূর্ত্তি দর্শনে প্রীত হইলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার ধী ও মেধাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। স্থির হইল লক্ষ্মণ তাঁহার আশ্রমে থাকিয়াই অধ্যয়ন করিবেন। লক্ষ্মণ যাদবপ্রকাশের আশ্রমে চলিয়া আসিলে তাঁহার মাতাও পুত্রবধূসহ কাঞ্চীপুরেই চলিয়া আসিলেন, এবং যাদবপ্রকাশের আশ্রমের নিকটেই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের কাঞ্চীপুরে আগমনের সংবাদ পাইয়া মহাদেবীও তাঁহার পুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দকে ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দও যাদবপ্রকাশের নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ গোবিন্দকে সহপাঠীরূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন।

লক্ষ্মণ পিতার নিকট বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। এইবার বেদান্ত পাঠ করিতে মনস্থ করিলেন। বেদান্ত বলিলে কি বুঝা যায় তাহাই দেখা যাউক। বেদের দুই ভাগ—জ্ঞানভাগ ও কর্ম্মভাগ। উপনিষদসমূহ বেদের জ্ঞানভাগ। উপনিষদ্ বহু, তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতেরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই কয়খানা প্রধান। বেদের অন্ত এবং বেদের চরম বা পরম জ্ঞানসম্বলিত এই উপনিষদসকলকে বেদান্ত বলে; আবার ভগবান বেদব্যাস সমস্ত উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া সূত্রাকারে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহারও নাম বেদান্ত বা বেদান্তদর্শন। ইহা ষড়্দর্শনের অন্যতম। এই বেদান্তদর্শনের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর মীমাংসা।

এই যে অনন্ত জীব এবং বিচিত্র জগৎ, অবশ্যই ইহাদের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা কে এবং তাঁহার স্বরূপ কি, জীবজগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি, জীব কোথা হইতে আসে আবার মৃত্যুর পর কোথায় যায়; মুক্ত ও বদ্ধ জীবের স্বরূপ; মুক্ত জীব দেহান্তে এবং দেহে থাকাকালে কি অবস্থা লাভ করে এবং ত্রিতাপে তাপিত বদ্ধ জীব কি করিয়া মুক্ত হইতে পারে,—বেদান্তদর্শনে এ সকল তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানব জীবনের সকল রহস্য এবং সকল প্রয়োজনীয় কথাই এই অপূর্ব গ্রন্থে রহিয়াছে। বেদান্তদর্শন সূত্রাকারে লিখিত, একথা আমরা বলিয়াছি। শুধু বেদান্তদর্শন কেন, সমস্ত দর্শনই তাই। সূত্র অর্থ সংক্ষিপ্ত বাক্য। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে হইলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শিষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য এই বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যাকে ভাষ্য বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা বেদান্তদর্শনের ভাষ্য লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে অদ্বৈতমতাবলম্বী শঙ্কর, বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী আচার্য্য রামানুজ, দ্বৈতাদ্বৈত মতাবলম্বী নিম্বার্কাচার্য্য, দ্বৈতমতাবলম্বী মধ্বাচার্য্য এবং বিশুদ্ধাদ্বৈত মতাবলম্বী শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী প্রধান।

যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতমতাবলম্বী অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্কর যে মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে না হইলেও মূলতঃ তাহাই তিনি অনুসরণ করেন। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হইল—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর কিছুই নাই। ন+দ্বৈত—অদ্বৈত অর্থাৎ দুই নয়, এক। প্রশ্ন হইতে পারে, এই যে জীব-জগৎ দেখিতেছি তাহা তো সত্য বলিয়াই অনুভব করিতেছি, তবে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই—একথা কি করিয়া মানিব? তদুত্তরে আচার্য্য বলিলেন, "হাঁ, দেখিতেছ বটে, কিন্তু তোমার এই দেখা সত্যিকারের দেখা নয়। স্বপ্নে যেমন কত কিছু দেখ, অথচ স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে সে সব আর দেখিতে পাওনা। আলোর স্বল্পতা হেতু অনেক সময় রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, মরুভূমে মরীচিকা দর্শন হয়, জীবজগৎও তেমনি সাময়িকভাবে সত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আসলে সত্য নহে।” আচার্য্য বলেন, সত্য বলিতে তাহাই বুঝায়,—যাহা চিরকালে সত্য—কোনকালেই যাহার ক্ষয় ব্যয় পরিবর্ত্তন নাই। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু স্বপ্নেই সত্য—কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মিথ্যা। এই জীবজগৎ ততক্ষণই সত্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হইলে জীবজগৎ মিথ্যা হইয়া যাইবে। তাহা হইলে জীবজগতের সত্যতা মাত্র সাময়িকভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে,—ত্রিকালের জন্য নহে। জীবজগতের সাময়িকভাবে সত্যতাকে বলা হয় ব্যবহারিক সত্য। ব্যবহারিক সত্য, অর্থাৎ কোন এক সময়ের জন্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আসলে সত্য নহে; অর্থাৎ ব্রহ্মসত্ত্বায় নিত্য-কালের জন্য ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। প্রশ্ন হইতে পারে—যাহার সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব নাই, তাহাকে সত্য বলিয়া ধারণা হয় কেন? উত্তরে আচার্য্য বলিলেন, মায়া বা অবিদ্যাই ইহার কারণ। তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নও, মায়াই তাহা ভুলাইয়া দেয়। এই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেই তুমি স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। জীবরূপে তোমার অস্তিত্বের বিলোপ হইবে। একমাত্র ব্রহ্মরূপেই বিরাজমান হইয়া জন্ম মৃত্যুর ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবে। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার উপায় জ্ঞানযোগ। আত্মানাত্ম বিচারই জ্ঞানযোগ। জাগতিক বস্তুসমূহ অনাত্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম নহে অতএব পরিত্যাজ্য, এইরূপ যে বিচার তাহাকেই আত্মানাত্ম বিচার বলে। যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চ্চনা প্রভৃতি ক্রিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাণ্ড, তাঁহার মতে, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মুখ্য উপায় নহে। এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা কতক পরিমাণে চিত্ত-শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু আসলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। গুরুমুখে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মানাত্ম বিচারই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। এই জ্ঞানযোগেও ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেই ধ্যান ভগবান বা ঈশ্বরের ধ্যান নহে; নেতি নেতি রূপে স্বীয় আত্মস্বরূপের ধ্যান। এই মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তাহাও নিগুর্ণ অর্থাৎ তাঁহার কোনই গুণ নাই। ব্রহ্ম নিগুর্ণ তো বটেই, তাছাড়া ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—কোন কিছুই করেন না। আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদের মূল কথা ইহাই।

এই সম্প্রদায় ছাড়া যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহাদের মতবাদ অদ্বৈত মতবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহাদের মতে ব্রহ্ম নিগুর্ণ নহে, সগুণ। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় তাঁহারই কার্য্য। তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় ভক্তি। শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপায়ে—গুরু-উপদেশে পূজা অর্চ্চনা নিয়মিতভাবে করিলে বিষয়াসক্তি মন্দীভূত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়; তখন হৃদয়ে ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের জপ, ইষ্টের ধ্যান দ্বারা এই ভক্তি ক্রমশঃই প্রগাঢ় হয়। ভক্ত যখন ভগবানকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করে, ভগবান ব্যতিরেকে তাহার আর কিছুই কাম্য থাকে না, জাগতিক সমস্ত ভোগ্য বিষয়ই তাহার কাছে হেয়, বলিয়া জ্ঞান হয়, তখনই কৃপা করিয়া ভগবান দর্শন দিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন—তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন কৃতার্থ করেন। এই পন্থাকে কর্ম তথা ভক্তিযোগ বলা হয়। অতএব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মত ও পথের সহিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত ও পথের গভীর পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

লক্ষ্মণ আবাল্য ভক্তিপথের সাধক। কাঞ্চীপূর্ণের সাহচর্য্য, তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিভাবকে বিশেষভাবে বর্দ্ধিতই করিয়াছে। ভগবান প্রভু, ভক্ত তাঁহার দাস। লক্ষ্মণ ও কাঞ্চী-পূর্ণের সাধনার মূল কথাই হইল দাসরূপে সেবকরূপে ভগবানের সেবা করিতে হইবে; সেবক বা দাস সর্বতোভাবেই প্রভুর অধীন, নিজস্ব বলিয়া তাহার কিছুই নাই; দেহ মন প্রাণ সবই ভগবানে অর্পিত, অতএব সবই তাঁহার। যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত পড়িতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মণ দেখিলেন, তাঁহার আবাল্য এই শিক্ষা সাধনার সহিত, যাদবপ্রকাশের শিক্ষা ও উপদেশ সম্পূর্ণ পৃথক। ভক্তিভাবের একান্ত বিরোধী যাদব-প্রকাশের উপদিষ্ট মত ও পথ। লক্ষ্মণের পক্ষে ইহা এক মর্মান্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। গুরুর সহিত এই দুর্লঙ্ঘ্য মতভেদ সর্বদা তাঁহার হৃদয়ে অশান্তির কারণ হইয়া দেখা দিল; অথচ ইহার প্রতিকারের কোন উপায়ও তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। হৃদয় তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত, চিত্ত তাঁহার সর্বদাই বিষাদমলিন। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই—অথচ মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া বুকের বোঝা দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের সত্যিকারের আদর্শের সহিত যখন মতভেদ দেখা দেয়, আদর্শবাদীর পক্ষে তাহা তখন বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। লক্ষ্মণের বর্ত্তমান অবস্থাও

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্রূপ। দিন তাঁহার কাটিতেছে, কিন্তু একান্ত দুঃখেই কাটিতেছে।

একদিন যাদবপ্রকাশ স্নানে যাইবেন, লক্ষ্মণ তাঁহার অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতেছেন, এমন সময় জনৈক বিদ্যার্থী উপনিষদের একটা মন্ত্রের অর্থ ভালভাবে বুঝিয়া লইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। মন্ত্রটী ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যান্তর্গত (১।৬।৭) 'কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেব অক্ষিণী'। যাদবপ্রকাশ আচার্য্য শঙ্করের মতানুযায়ী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রটীর মূল কথা হইল, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে এক পুরুষ আছেন, তাঁহার চক্ষু দুইটি আরক্তিম অর্থাৎ রক্তবর্ণ। কিরূপ রক্তবর্ণ তাহা বুঝাইবার জন্য একটি উপমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই উপমার শব্দটি হইল 'কপ্যাসং'; কপি শব্দে বানর বুঝায়। 'কপ্যাসং' শব্দে পর অর্থ বানরের পশ্চাদ্‌ভাগ। যাদবপ্রকাশ মন্ত্রটীর অর্থ করিলেন, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত পুরুষের চক্ষু দুইটি বানরের পশ্চাদ্‌ভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ পদ্মসদৃশ উজ্জ্বল। লক্ষ্মণ তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে যে পুরুষ বিদ্যমান, তিনি হইলেন ভগবান নারায়ণ; তাঁহার চক্ষু দুইটিকে কিনা বানরের পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত তুলনা করা হইল! ভক্তের নিকট তাঁহার প্রাণের প্রাণ উপাস্য সম্বন্ধে এই হীন উপমা অসহনীয়। এই ব্যাখ্যা ভক্ত লক্ষ্মণের হৃদয়ে শূলের ন্যায় বিদ্ধ হইল। অথচ মুখে কিছুই বলিবার উপায় ছিল না। হৃদয়ের এহ অসহনীয় ব্যথা চোখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলে প্রকাশ পাইল। তিনি কিছুতেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া একবিন্দু অশ্রু যাদব-প্রকাশের অঙ্গে পতিত হইল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন লক্ষ্মণের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতেছে। তিনি লক্ষ্মণকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ্মণের তখন দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়, আচার্য্যের প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন। উত্তর দিতে গেলেই যে তাঁহার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিতে হয়। আচার্য্যের ব্যাখ্যার কি করিয়া প্রতিবাদ করিবেন ভাবিয়া আকুল। গুরুজনের প্রতি লক্ষ্মণ একান্ত শ্রদ্ধাবান—বিশেষতঃ যাদবপ্রকাশ তাঁহার শিক্ষাদাতা গুরু। কাজেই কিছু বলিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে যাদব-প্রকাশও অশ্রু বিসর্জ্জনের কারণ বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মণ অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিলেন, "প্রভো! ভগবান সকল গুণের আকর। সকল সৌন্দর্য্য নিঃশেষে তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হয়। যত কিছু গুণ যতকিছু সৌন্দর্য্যের সীমা পরিসীমা, সবই তাঁহাতে রহিয়াছে, অথবা সবই তিনি। অথচ আপনি সেই পদ্মপলাশলোচনের সহিত তুলনা করিলেন বানরের পশ্চাৎভাগের সহিত! ইহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি এবং অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারি নাই।" যাদবপ্রকাশ লক্ষ্মণের বাক্যে বিনয় অথচ দৃঢ়তা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। চমকিত হইবারই কথা; দীর্ঘকাল তিনি অধ্যাপনা করিতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ কোনদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন করে নাই। তিনি একটু কঠোর স্বরেই বলিলেন, "ইহা তো শুধু উপমা, বক্তব্য বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্তই উপমার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ইহাতে বক্তব্য বিষয়ের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না, ইহা যদ্রূপ তদ্রূপই থাকে। যাহা হউক, তুমি ইহার কিরূপ অর্থ করিতে চাও? আচার্য্য শঙ্করও তো এইরূপই অর্থ করিয়াছেন।" "হাঁ, ইহার অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। আপনি আদেশ করিলে তাহা বলিতে পারি।"—লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে, যাদবপ্রকাশ কিয়ৎ-কাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বেশ ত, তুমি কি বলিতে চাও বল।" তাঁহার এই বলার মধ্যে একটু ব্যঙ্গের ভাব ছিল। কারণ তাঁহার ধারণা, ঐ 'কপ্যাসং' শব্দের আর অন্য কোনরূপ অর্থ হইতে পারে না; যদি বা কেহ অন্যরূপ অর্থ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহা যুক্তিসহ কিংবা ব্যাকরণসম্মত হইবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লক্ষ্মণ ব্যাকরণের সাহায্যে 'কপ্যাসং' শব্দের এক অনুপম ব্যাখ্যা করিলেন—কং পিবতি—অর্থাৎ জলকে যিনি পান করেন, তিনি সূর্য্য। আসং—পশ্চাদ্‌ভাগ অর্থাৎ অস্তা-চলগামী সূর্য্যের যে বর্ণ, তাহাই ভগবানের নয়নের বর্ণ, অতএব লক্ষ্মণের মতে উপরোক্ত 'কপ্যাসং পুণ্ডরীকং' মন্ত্রটীর অর্থ, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিত পুরুষের চক্ষু দুইটি অস্তগামী সূর্য্যের মতন, অরুণবর্ণ পদ্মের ন্যায় সুন্দর। ব্যাখ্যা শুনিয়া যাদবপ্রকাশ বিস্মিত হইলেন। বাস্তবিকই ইহা অতি সুন্দর ব্যাখ্যা। ব্যাকরণগত কিংবা অর্থগত কোন দিক দিয়াই এই ব্যাখ্যায় কোনরূপ দোষ দৃষ্ট হয় না। যাদবপ্রকাশ লক্ষ্মণের পাণ্ডিত্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীরতা অনুভব করিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া শুধু এই মাত্র বলিলেন—"হাঁ এইরূপ অর্থও করা যায় বটে, কিন্তু ইহাই একমাত্র অর্থ মনে করিবার কোন কারণ নাই।" যাহা হউক এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা হইল না।

বিপদ কখনো একা আসেনা। এই প্রবাদ বাক্য লক্ষ্মণকে নিয়া যাদবপ্রকাশের বেলাও মিথ্যা হইল না। যাদবপ্রকাশ কোন কোন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভূত বা পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি ঐ সিদ্ধ মন্ত্রের সাহায্যে আরোগ্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই মন্ত্রসিদ্ধির কথা সর্বত্র প্রচারিত ছিল। এই সময় কাঞ্চীপুরীর রাজকন্যাকে এক ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করে। রাজা দূত প্রেরণ করিয়া যাদবপ্রকাশকে রাজপুরীতে আনয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ এবং আরো কতিপয় শিষ্যও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। রাজকুমারীকে, যাদবপ্রকাশের সামনে আনা হইল। তিনি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনই ফল হইল না। যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, কারণ তাঁহার মন্ত্র তো কখনো ব্যর্থ হয় না; কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে তিনি একরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াই আসিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার মনে একটু অভিমানও ছিল; কিন্তু আর বুঝি তাঁহার মানরক্ষা হয়না। এইরূপ ভাবনায় তাঁহার মন যখন খুবই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তখন রাজকুমারীকে আশ্রিত ব্রহ্মদৈত্য কহিল, "ওহে পণ্ডিত! তোমার সাধ্য নাই যে আমায় তাড়াইতে পার। তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্ত্রশক্তি আমার নিকট নিষ্ফল। তোমার মন্ত্রশক্তি অপেক্ষা আমি বলবান। তবে আমি যাইতে পারি যদি তোমার শিষ্য লক্ষ্মণ আমার মস্তকে পদার্পণ করেন। তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পরমভাগবত, তাঁহার পাদস্পর্শেই আমি রাজকুমারীকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইব, তাহা ছাড়া আমাকে তাড়াইবার আর কোনই উপায় নাই জানিবে।" ব্রহ্মদৈত্যের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। যাদবপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ?" "আমি কে ? তাহা বলি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলাম, অসাবধানতাবশতঃ যজ্ঞ করিতে যাইয়া ভুল করি, তাহারই ফলে ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি। তুমি পূর্ব জন্মে কি ছিলে শুনিবে ? তুমি গোসাপ ছিলে, বৈষ্ণবের প্রসাদ খাইয়া এই জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়াছ।" বড় অদ্ভুত সব কথা,— কিন্তু কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিল না। যাহা হউক যাদব-প্রকাশের আদেশে লক্ষ্মণ রাজকুমারীর মস্তকে পদার্পণ করিলেন ; ব্রহ্মদৈত্যও সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রাজকুমারী আরোগ্য হইয়াছে ; রাজা ও রাণীর আনন্দের সীমা রহিল না। এজন্য তাঁহাদের অদেয় কিছুই ছিল না, কাজেই লক্ষ্মণ ও যাদবপ্রকাশকে প্রচুর অর্থের দ্বারা ভেট পূজা করিলেন। লক্ষ্মণ কিন্তু সেই সকল অর্থ নিজে গ্রহণ না করিয়া গুরুকেই সমস্ত অর্পণ করিলেন। যাদব-প্রকাশ সশিষ্য আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মনে তাঁহার বড়ই অশান্তি। রাজবাড়ী হইতে তিনি সসম্মানে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্মণের জন্যই সেখানে তাঁহার মুখরক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, এক্ষেত্রে লক্ষ্মণের নিকট তিনি সম্পূর্ণই পরাজিত হইয়াছেন। পাণ্ডিত্যাভিমান এবং অহং অভিমানে অন্ধহৃদয় যাদবপ্রকাশের পক্ষে এই পরাজয় একান্তই দুঃসহ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি এইখানেই শেষ হইল না।

অন্য একদিন তৈত্তিরীয় উপনিষদের পাঠ চলিতেছে। সকল শিষ্যই মুগ্ধ হইয়া যাদবপ্রকাশের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছে। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম", এই মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। যাদবপ্রকাশ বলিলেন, "ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ। সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—ইহারা ব্রহ্মের গুণ বা ধর্ম নহে, স্বরূপতই ব্রহ্ম এরূপ। যাহা স্বরূপ তাহা গুণ বা ধর্ম হইতে পারেনা।" লক্ষ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্ত জানে, অশেষ কল্যাণ গুণের আকর ভগবান। তাঁহার গুণ বা ধর্মের কি ইয়ত্তা আছে? কেহ যদি ভগবানকে গুণহীন বা নির্গুণ বলিয়া শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করে, তবে ভক্তের প্রাণে ইহা সহ্য হইবে কি করিয়া? লক্ষ্মণ কহিলেন, "প্রভো! এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা কিছুতেই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার মনে এই মন্ত্রের যে অর্থ উদয় হইয়াছে, তাহাতে সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত তাঁহার (ব্রহ্মের) কেবল স্বরূপ না বলিয়া তাঁহার ধর্মও অর্থাৎ গুণও বলাই যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে। ভগবান অনন্ত গুণের আকর, সত্য তাঁহার ধর্ম বা গুণ। তিনি সত্যধর্মবিশিষ্ট, অসত্য তাহাতে নাই। জ্ঞানই তাঁহার ধর্ম,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞান তাঁহাতে থাকিতে পারেনা। তিনি অনন্ত অর্থাৎ অসীম, সসীমতা বা ক্ষুদ্রতা তাঁহার ধর্ম নহে। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত— এগুলি তাঁহার স্বরূপ নহে—এগুলি তাঁহার ধর্ম বা গুণ। এই গুণগুলি তাঁহাতে আছে, কিন্তু তিনিই এগুলি নহেন। গুণের সহিত গুণীর যে সম্বন্ধ সত্য, জ্ঞান ও অনন্তের সহিত তাঁহার সেই সম্বন্ধ। সম্বন্ধ আর স্বরূপ এক কথা নহে। এগুলিকে কেবল তাঁহার স্বরূপ বলিলে তিনি একান্ত নির্গুণ হইয়া পড়েন; কিন্তু কখনই তাহা হইতে পারে না।" গুরু-শিষ্যে তর্ক বাধিল। লক্ষ্মণ অত্যন্ত বিনয় অথচ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত যুক্তি তর্ক লক্ষ্মণের বাক্যে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলেই লক্ষ্মণের পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া হতবাক্। যাদবপ্রকাশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও লক্ষ্মণের যুক্তিসকল খণ্ডন করিতে পারিলেন না। পরাজিত হইয়া নিজেকে অপমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। বার বার তিনবারের এই পরাজয়ের গ্লানি তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া, ক্রোধে আত্মহারা হইয়া লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

লক্ষ্মণ মায়ের সহিত স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। যাদব-প্রকাশের নিকট গমনের পর হইতে কাঞ্চীপূর্ণের সহিত তাঁহার আর বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইত না। মনে একান্ত দুঃখভার বহন করিয়াই লক্ষ্মণ ভূতপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া পুনরায় কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার মনের দুঃখ দূর হইয়া গেল। কাঞ্চীপূর্ণের সাহচর্য্যে মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে যাদবপ্রকাশের মনে শান্তি নাই। লক্ষ্মণকে তাড়াইয়া দিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, লক্ষ্মণ যেরূপ ধী ও মেধাশক্তি-সম্পন্ন, ইতিমধ্যেই সে যেরূপ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে সে যে ভবিষ্যতে অদ্বৈত মতের মহাশত্রু হইয়া দাঁড়াইবে-এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। একে লক্ষ্মণের আবাল্য শিক্ষা সংস্কার অদ্বৈতবাদবিরোধী, তাহাতে আবার দাস্যভাবের মূর্ত্ত বিগ্রহ কাঞ্চীপূর্ণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। কাঞ্চীপূর্ণ পরম দ্বৈতবাদী ; ঈশ্বর, ভগবান, ভগবদ্‌সেবা প্রভৃতি বাক্য সর্বদাই তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লক্ষ্মণের পাণ্ডিত্য যখন আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তখন সে অদ্বৈতমত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে এমন কাহাকেও তো দেখিতে পাইতেছি না। এখনই সে শাস্ত্রব্যাখ্যায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে স্পর্দ্ধা রাখে ; শুধু তাই কেন, একাধিকবার আমি তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছি বলিলেই চলে। লক্ষ্মণ বাঁচিয়া থাকিলে, অদ্বৈত মতবাদ সে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিয়া দ্বৈতবাদ সর্বত্র প্রচার করিবে ; এবং আমার যশঃরবিও তাহার শতসূর্য্যপ্রভ পাণ্ডিত্যের নিকট মলিন হইয়া পড়িবে—এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া এখনই ইহার একটা প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হিংসা দ্বেষে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইল—সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য কোথায় ভাসিয়া গেল। দীর্ঘদিন ধরিয়া যাদবপ্রকাশ শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায়ে তিনি তো জীবন গঠনে কখনো সচেষ্ট হন নাই; কাজেই শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্য কখনো মূর্ত্ত হইয়া তাঁহার জীবনে ধরা দেয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার জীবনে শুধু বোঝা স্বরূপ। বলীবর্দ্দ শর্করা পরিপূর্ণ শকট বহন করে, কিন্তু শর্করার স্বাদ তাহার নিকট অনাস্বাদিত। যাদবপ্রকাশের জীবনও শর্করাশকটবাহী বলীবর্দ্দসদৃশ, কারণ শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন নাই,—তাহা তাঁহার নিকট অনাস্বাদিত। তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ প্রতিহিংসা-অনল জ্বলিয়া উঠিল। স্থির করিলেন, যেভাবেই হউক—ছলে বলে কৌশলে—লক্ষ্মণের প্রাণসংহার করিতে হইবে।

পরশ্রীকাতরতা মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা দুর্বলতা, এই দুর্বলতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে একমাত্র আধ্যাত্মিক জীবন যাপনেই তা সম্ভব। কিন্তু সাধারণের মধ্যে কয়জনেই বা এই আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে? কাজেই পরশ্রী-কাতরতারূপ দুর্বলতা হইতে মুক্ত জীবন একান্তই বিরল। যাদব-প্রকাশ যখন শিষ্যদের নিকট লক্ষ্মণ সম্বন্ধে তাঁহার দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করিলেন, এই পরশ্রীকাতরতাই তখন তাহাদিগকে এই ঘৃণ্য কাজে একমত হইতে প্রেরণা যোগাইল। সর্ব বিষয়ে লক্ষ্মণের শ্রেষ্ঠতা তাহাদের হৃদয়ে যে হিংসা জাগাইয়াছিল,—এইবার তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইয়া তাহারা খুসীই হইল।

যাদবপ্রকাশ একদিন লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলে যাদবপ্রকাশের যেন আনন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীমা রহিল না—এইরূপ ভান করিয়া, অত্যন্ত স্নেহ ভালবাসা প্রদর্শনপূর্ব্বক মিষ্ট স্বরে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! গত বিষয় লইয়া অনুশোচনা মূর্খেরাই করিয়া থাকে। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, সে কথা তুমি ভুলিয়া যাও। তোমাকে তাড়াইয়া দিয়া আমিও মনে শান্তি পাইতেছি না, কারণ তোমার মতন শিষ্যকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া কোন্ গুরুই বা হৃদয়ে শান্তি পাইতে পারে? তুমি আসিয়া আবার পাঠ আরম্ভ কর। আমি দেখিতেছি, তুমি কালে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে। শিষ্যের গৌরবেই গুরু নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। অতএব তুমি আর বিলম্ব না করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব আমার কাছে চলিয়া আইস।" দুষ্ট লোকের মুখে মধু অন্তরে গরল। তাহাদের ছলনায় কে না মুগ্ধ হয়! বিশেষতঃ লক্ষ্মণ সরল-স্বভাব, পবিত্র-হৃদয়। যাদবপ্রকাশের মধুর বাক্য শুনিয়া তাঁহার মনে কোন সন্দেহেরই উদয় হইল না; ভাবিলেন, গুরু তাঁহার প্রতি এত স্নেহপ্রবণ, তাহাকে শিক্ষাদানে তাঁহার এত আগ্রহ! গৃহে ফিরিয়া মায়ের নিকট সবিস্তার সকল কথা বর্ণনা করিলেন। সরলস্বভাবা কান্তিমতীও সমস্ত শ্রবণ করিয়া খুশীই হইলেন। লক্ষ্মণ আবার গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন।

কিয়দ্দিবস পর যাদবপ্রকাশ তীর্থদর্শন এবং গঙ্গাস্নান করিবার উপলক্ষ্য করিয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। আসল উদ্দেশ্য গঙ্গাস্নানও নয় তীর্থদর্শন নয়। দূরবর্ত্তী প্রদেশে কোন নির্জ্জন স্থানে যাইয়া লক্ষ্মণের প্রাণ সংহার করিবেন,—ইহাই ছিল এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য। বহুদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া তাঁহারা বিন্ধ্যাচলের পাদদেশে গোণ্ডারণ্যে উপস্থিত হইলেন। স্থানটা বড়ই ভীষণ। কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। একমাত্র হিংস্র পশু সকলের আবাসস্থল এই গোণ্ডারণ্য, সর্ব্বত্র ইহারাই বিচরণ করিতেছে। স্থানের ভীষণতা দর্শনে যাদবপ্রকাশের মনে আনন্দই হইল। ভীষণ কার্য্যের জন্য এই ভীষণ স্থানই উপযুক্ত। মানুষ যখন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়, সে তখন বনের হিংস্র পশু অপেক্ষাও হিংস্র হইয়া উঠে। যাদবপ্রকাশের আজ সেই অবস্থা। কি ভাবে কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে, সকলে মিলিয়া একদিন এবিষয়ে গোপনে পরামর্শ করিল। গোবিন্দ এবং লক্ষ্মণকে কৌশলে দূরে রাখিয়াছিল; কিন্তু দৈবক্রমে গোবিন্দ সমস্তই শুনিতে পাইল। ভয়ে ও আতঙ্কে গোবিন্দ শিহরিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! কি উপায় করা যায় দিবারাত্র কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিল। যাহা হউক তাহার ব্যবহারে কাহারো মনে যাহাতে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়, এইভাবে চলিতে লাগিল।

যাদবপ্রকাশ সুযোগ খুঁজিতেছেন, কি করিয়া লক্ষ্মণকে গোবিন্দের নিকট হইতে দূরে লইয়া কার্য্যোদ্ধার করিবেন; আবার গোবিন্দও সুযোগ খুঁজিতেছে কি করিয়া লক্ষ্মণকে সকল কথা বলিয়া দিয়া, তাঁহার পলায়নের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে।

একদিন অতি প্রত্যূষে লক্ষ্মণ প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিবার জন্য কোন এক ঝরণার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। আর কেহই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগরিত হয় নাই। ঊষার আলো তখনও পূর্ব্বাকাশে দেখা দেয় নাই। অন্ধকার সর্বত্র ছাইয়া রহিয়াছে। গোবিন্দ লক্ষ্মণকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিল। অনেকদূর চলিয়া তাহারা একটি ঝরণার নিকট উপস্থিত হইলে, গোবিন্দ লক্ষণকে সমস্ত কথা বলিল এবং তখনই সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। লক্ষ্মণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়াছেন, অতএব দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করিয়াই অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভীষণ অরণ্য কোথাও কোন পথ ঘাটের চিহ্ন নাই; যাহা হউক অতি কষ্টেই সেই বনভূমি অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

অনেক বেলা হইয়াছে। যাদবপ্রকাশ এবং অন্যান্য শিষ্যেরা দেখিল, লক্ষ্মণ তখনও ফিরিয়া আসেন নাই; গোবিন্দ তাহাদের সঙ্গেই রহিয়াছে। কাজেই কাহারো মনে কোন সন্দেহ জাগিল না। অবশেষে যাদবপ্রকাশের আদেশে সকলেই লক্ষ্মণের অন্বেষণে বহির্গত হইল। সকলেই যথাসাধ্য চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান মিলিল না। কোথায় গেল, কি হইতে পারে, ভাবিতে যাইয়া সকলেই শেষে এই সিদ্ধান্ত করিল যে নিশ্চয়ই কোন হিংস্র পশু তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। যাদবপ্রকাশেরও এইরূপ ধারণাই জন্মিল এবং তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন, ভগবানই তাঁহাকে ভীষণ পাপকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন। গোবিন্দকে কাছে ডাকিয়া নানারূপ শাস্ত্রীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাক্য বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। গোবিন্দও যেন কিছুই জানে না—এই ভাব প্রকাশ করিয়া নীরবে গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল।

বেলা দ্বিপ্রহর। প্রচণ্ড মার্তণ্ডদেব মাথার উপর যেন অনল বর্ষণ করিতেছেন। লক্ষ্মণ এত সময় কোন প্রকারে চলিয়াছেন। আর চলিতে পারিলেন না। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এক বৃক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে কত সময় অতিবাহিত হইল, তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি উঠিয়া বসিলেন, তখন বেলা অবসানপ্রায়। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা তখন পশ্চিম গগন রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছে। অদূরে এক ব্যাধদম্পতি বসিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছিল। জনমানব-শূন্য এই ভীষণ অরণ্যে ব্যাধদম্পতিকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তাহারাও কাছে অসিয়া তাঁহার পরিচয় এবং গন্তব্য স্থল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। তাহাদের স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের মনে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি সংক্ষেপে তাঁহার সকল কথাই তাহাদিগকে বলিলেন। ব্যাধদম্পতি কাঞ্চীপুরী যাইতেছে, বলিয়া লক্ষ্মণকে তাহাদের অনুসরণ করিতে বলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সন্ধ্যার অন্ধকার দিগ্‌দেশ ছাইয়া ফেলিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। তখন তাহারা বিশ্রাম গ্রহণের জন্য এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল। ব্যাধদম্পতির অদূরেই লক্ষ্মণ শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন ব্যাধপত্নী পিপাসার্ত্ত হইয়া তাহার স্বামীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল আনিয়া দিবার জন্য বলিতেছে। ব্যাধ বলিল, "এই অন্ধকার রাত্রিতে জল আনা সম্ভব হইবে না,—সকাল পর্য্যন্ত কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা কর, তখন জল আনিয়া দিব।" লক্ষ্মণ যদিও সমস্ত দিনের পরিশ্রমে এবং অনাহারে খুবই ক্লান্ত, তথাপি পিপাসার্ত্তকে জল দান করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া নিজের দুঃখ কষ্টের কথা ভুলিয়া গেলেন, ব্যাধের কাছে আসিয়া কহিলেন, "কোনদিকে গেলে জল পাওয়া যাইবে যদি বলিয়া দিতে পার, তবে আমি যাইয়া জল আনিতে পারি।" ব্যাধ পুনরায় বলিল—"যদিও নিকটেই একটি কূপ রহিয়াছে, তথাপি এই অন্ধকার রাত্রিতে তুমি তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। এখন যাইয়া বিশ্রাম কর, রাত্রি প্রভাতে জল আনিয়া দিও।" লক্ষ্মণ উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতের আলো সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। অরণ্য অতিক্রম করিয়া তাহারা এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া একটি কূপ দেখিতে পাইল। কূপটি সুন্দরভাবে বাঁধান। বহুলোক কূপ হইতে জল লইবার জন্য আসিয়াছে—কেহ বা জল লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। ব্যাধদম্পতি নিকটেই এক বৃক্ষনিম্নে উপবেশন করিল। লক্ষ্মণ ব্যাধপত্নীর জন্য জল আনিতে গেলেন। সঙ্গে কোন জলপাত্র ছিল না। লক্ষ্মণ সোপান বাহিয়া নীচে নামিয়া গেলেন, এবং অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া জল আনিয়া ব্যাধপত্নীকে পান করিতে দিলেন। এইভাবে তিন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বার জল পান করিয়াও ব্যাধপত্নী বলিল—তাহার পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। লক্ষ্মণ পুনরায় জল আনিবার জন্য নীচে নামিলেন, জল লইয়া আসিয়া দেখেন, কেহই কোথাও নাই,—ব্যাধদম্পতি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। লক্ষ্মণ প্রথমে বড়ই বিস্মিত হইলেন। তারপর তাঁহার মনে হইল, এ নিশ্চয়ই ভগবানের লীলা। তিনিই ব্যাধদম্পতিরূপে আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছেন। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় ভক্তিভাবে পূর্ণ হইল। হৃদয়ের সেই ভাবমন্দাকিনীঅশ্রুরূপে গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবাহিত হইল। মনে প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি! তাঁহার বাহ্যজ্ঞান যেন অনেকটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কোথায় আসিয়াছেন,—এ স্থানের নামই বা কি—কিছুই যেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অথচ স্থানটী যেন তাঁহার পরিচিত এইরূপ বোধ হইতেছে। এইভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এ স্থানের নাম কি? ঐ যে মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে, এ কাহার মন্দির?" লক্ষ্মণের প্রশ্ন শুনিয়া জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বড়ই আশ্চর্য্য হইল, বলিল "সে কি? আপনি এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন কেন? আপনি যাদবপ্রকাশের শিষ্য লক্ষ্মণ তো? এ স্থান তো আপনার কাছে নূতন নহে। এ স্থানের নাম কাঞ্চীপুরী, অদূরে বরদরাজের মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হইতেছে। এই যে কূপ দেখিতেছেন, ইহা সেই সুপ্রসিদ্ধ শাল কূপ যাহার পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা নিজেকে কৃতার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ করে।" সমস্ত শুনিয়া লক্ষ্মণের আর সন্দেহ রহিল না যে, ভগবানই ব্যাধদম্পতিরূপে তাহাকে ছলনা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ দিনের পথ একদিনেই অতিক্রম করিয়াছেন। ভগবৎকৃপাতেই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। বড় অদ্ভুত ব্যাপার। ভগবৎকৃপার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই অপার্থিব ভাবাবেগ—স্বর্গীয় আনন্দের অনুভূতিতে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অনেকেই আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তাহাদের সেবা-শুশ্রূষায় কতকটা সুস্থ হইলে, কয়েকজন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। কান্তিমতী লক্ষ্মণকে এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া খুবই আশ্চর্য্য হইলেন। লক্ষ্মণ যেন এক নূতন মানুষ, নূতন স্থানে আসিয়াছেন, তাঁহার হাব ভাব কথা বার্ত্তা সবই যেন কিরূপ—অন্যমনস্ক! কান্তিমতী পুত্রের এই ভাববিকলতার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক মায়ের সেবা শুশ্রূষায় অল্পকাল মধ্যেই লক্ষ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধির কথা, ব্যাধদম্পতিরূপে কি করিয়া ভগবানই তাঁহাকে দীর্ঘদিনের পথ একদিনে লইয়া আসিয়াছেন, ব্যাধপত্নিরূপে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কি করিয়া তাঁহার হাতে জল পান করিয়াছেন,—একে একে সমস্তই লক্ষ্মণ তাঁহার মায়ের নিকট বর্ণনা করিলেন। শুনিতে শুনিতে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইল। একমাত্র ভগবৎ-

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপাতেই তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে ফিরাইয়া পাইয়াছেন ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল। বরদরাজই তাঁহার পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব তিনি সর্ব্বাগ্রে বরদরাজের পূজা এবং ভোগের ব্যবস্থা করিতে গমন করিলেন। পূজা এবং ভোগের আয়োজন করিতে তিনি খুবই ব্যস্ত—হাতে করিতেছেন আর মনে মনে কেবলই বলিতেছেন, "প্রভো তুমি দয়াময়, তোমার দয়াতেই লক্ষ্মণকে ফিরাইয়া পাইয়াছি, তোমার এই দয়ার কথা যেন কখনো না ভুলি" এমনি সময়ে তাঁহার অপর ভগিনী মহাদেবী আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে লক্ষ্মণের স্ত্রী। লক্ষ্মণ যাদবপ্রকাশের সহিত তীর্থযাত্রা করিলে পর কান্তিমতী তাঁহার পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহাদেবী কান্তিমতীকে দেখিতে আগ্রহান্বিত হইয়া ভাবিলেন, একা না যাইয়া লক্ষ্মণের স্ত্রীকে পিত্রালয় হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই, সকলে মিলিয়া এক-সঙ্গে আনন্দে দিন কাটান যাইবে। অপ্রত্যাশিতভাবে মহাদেবী ও পুত্রবধূকে প্রাপ্ত হইয়া কান্তিমতীর আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল। কান্তিমতী মহাদেবীর নিকট যাদবপ্রকাশের দুরভি-সন্ধির কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। গোবিন্দ যথাসময়ে গুরুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে, লক্ষ্মণ কোন কার্য্যব্যপদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, শুধু এই কথাই বলিলেন।

লক্ষ্মণ বরদরাজের মন্দিরে ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, দেখেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই পরম ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণ। উভয় উভয়কে দর্শন করিয়া আনন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মহারা। কাঞ্চীপূর্ণের নিকট কিছুই অজ্ঞাত ছিল না। বরদরাজের কৃপায় লক্ষ্মণের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই তিনি অবগত ছিলেন, কহিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ! তোমার উপর বরদরাজের অসীম কৃপা! তাঁহার কৃপাতেই তুমি ভীষণ বিপদে পড়িয়াও রক্ষা পাইয়াছ, যাদবপ্রকাশের সকল দুরভিসন্ধিই ব্যর্থ হইয়াছে। তিনিই ব্যাধদম্পতি-রূপে সেই ভীষণ অরণ্যে তোমার পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তোমার হাতে জলপান করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। এমন দিন আসিবে যেদিন শত সহস্র নরনারী সংসার-অরণ্যে ঘুরিয়া দিকহারা—দিশাহারা হইয়া তোমার নিকট আগমন করিবে। সেদিন তুমিও এমনিভাবে তাহাদিগকে সত্যপথের সন্ধান দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে। এখন হইতে তুমি অন্যসকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বরদরাজের সেবাতেই আত্মনিয়োগ কর। প্রতিদিন শালকূপ মহাতীর্থের এক কলসী জল দ্বারা বরদরাজকে স্নান করাইও।" লক্ষ্মণ নতমস্তকে কাঞ্চীপূর্ণের আদেশ পালনে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন এবং পরম সমাদরে কাঞ্চীপূর্ণকে গৃহে লইয়া আসিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। বহুদিন পর আবার কান্তিমতীর গৃহে আনন্দের হাট বসিল। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষার প্রয়োজন, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। দীক্ষা ব্যতিরেকে ভগবৎস্বরূপ দর্শন হয় না—নিত্যকাল স্থায়ী অনন্ত আনন্দের অধিকারী হওয়া যায় না। লক্ষ্মণ অধীত-শাস্ত্র, কাজেই শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশ তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিতেন। লক্ষ্মণ এইবার দীক্ষার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কাঞ্চীপূর্ণই সদ্‌গুরু ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের সহিত অভিন্নহৃদয়—কাঞ্চীপূর্ণের নির্মল প্রেমে বরদরাজ তাঁহার নিকটে বাঁধা পড়িয়াছেন। তাহা অপেক্ষা সদ্‌গুরু আর কে আছে? কাঞ্চীপূর্ণ অব্রাহ্মণ শূদ্রকুলোদ্ভব। কিন্তু ভগবদ্দর্শনে যাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে সেই তো প্রকৃত ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে আছে, যে ব্রহ্মকে জানে সেই ব্রাহ্মণ। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, "বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র, কাজেই আমি তোমাকে দীক্ষা দিতে পারি না। স্থূল দৃষ্টিতে এইরূপ কার্য্য নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।" তাঁহার এই যুক্তি লক্ষ্মণের মনঃপুত হইল না, স্থূলতঃ দীক্ষা পাইলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন

যাদবপ্রকাশ এইবার নিশ্চিন্ত। কারণ তাঁহার বিশ্বাস লক্ষ্মণের মৃত্যু হইয়াছে। ক্ষুদ্র মানুষ—সসীম তার জ্ঞান, তবু এর উপর নির্ভর করিয়াই সে কত কিছু গড়ে—কত কিছু ভাঙ্গে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার এই ভাঙ্গা-গড়া দেখিয়া হাসেন। যাদবপ্রকাশের এই নিশ্চিন্ততায়ও বুঝি ভগবান হাসিলেন।

এইরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া যাদবপ্রকাশ কাশীধামে আসিলেন। অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের এই কাশীধাম। হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থ এই কাশীধাম। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া ইহার মহিমা শাস্ত্র ও মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কত কত মন্দির এখানে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তন্মধ্যে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথের মন্দিরই শ্রেষ্ঠ। প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের মন্দিরে শ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতেছে—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! গঙ্গা সেখানে উত্তরবাহিনী, তীরে কত ঘাট—ঘাটে কত সোপানশ্রেণী। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, উষার আলো পূর্বাকাশে দেখা দিবার পূর্বেই কাতারে কাতারে নরনারী গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। এই পুণ্য মুহূর্ত্তে একবার তথায় গমন কর, দেখিবে ঘাটে ঘাটে নরনারী স্নান সারিয়া পূজা করিতেছে, তর্পণ করিতেছে—দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। সকাল সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে আরতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঁসর ঘণ্টার মধুর তাল তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া, তুমি যত বড় নাস্তিকই হওনা কেন, ক্ষণিকের জন্য হইলেও তোমাকে ভগবানের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। এমনি এই স্থান, এমনি এই স্থানের মাহাত্ম্য। এখানে আসিয়া যাদবপ্রকাশের ন্যায় পাষণ্ডহৃদয় ব্যক্তিও সব ভুলিয়া গঙ্গাস্নানে এবং মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া গোবিন্দ একটি শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হইল। যাদবপ্রকাশ খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া গোবিন্দকে নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। সকলেরই ধারণা গুরুকৃপাতেই গোবিন্দের এই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে—কৈলাসাধিপতি বাণলিঙ্গরূপে তাহার নিকট আসিয়াছেন। যাহা হউক গোবিন্দ খুব নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবাপূজায় মন দিল। কাশী হইতে যাদবপ্রকাশ কাঞ্চীপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আরো দু'একটি তীর্থ দর্শন করিয়া তাহারা কালহস্তী তীর্থের নিকটবর্ত্তী হইল। স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং তীর্থমাহাত্ম্য সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করে। সরল স্বভাব এবং পবিত্র হৃদয় গোবিন্দ স্থানমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া এখানেই সেই বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিল। যাদবপ্রকাশ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদ্রূপ করিতেই আদেশ দিলেন। গোবিন্দ সেখানেই রহিয়া গেল এবং তাহার মাতা মহাদেবীকে এই সংবাদ দিবার জন্য যাদবপ্রকাশকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাদবপ্রকাশ সশিষ্য কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। লক্ষ্মণের এবং গোবিন্দের খবর তিনি নিজে যাইয়া কান্তিমতীকে দিতে মনস্থ করিলেন, ভাবিলেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে আর কাহারো মনে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। একি সর্বনাশ! লক্ষ্মণ যে সশরীরে গৃহেই রহিয়াছে। এ কি করিয়া সম্ভব হইল। মৃত মানুষ কি কখনো ফিরিয়া আসে? এ যে দেখিতেছি তাহাই হইয়াছে। প্রথমটায় যাদবপ্রকাশ কি করিবেন কি বলিবেন কিছুই যেন স্থির করিতে পারিলেন না; যাহা হউক অতি কষ্টে মনের এইভাব গোপন করিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "বৎস লক্ষ্মণ! ভগবান দেখিতেছি আমাদের প্রতি বড়ই সদয়। তোমাকে পাইয়া আমার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল। সেই ভীষণ অরণ্যে আমরা তোমার কত অনুসন্ধান করিয়াছি। কোথাও তোমাকে দেখিতে না পাইয়া আমাদের আশঙ্কা হইয়াছিল, হয়ত কোন হিংস্র পশু তোমার প্রাণ সংহার করিয়াছে। তদবধি তোমার বিরহে আমরা সকলেই বিষণ্ণ হইয়া আছি। একমাত্র পরমমঙ্গলময় ভগবৎ-কৃপাতেই তুমি বাঁচিয়া আছ এবং তাঁহার কৃপাতেই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। তোমার কি হইয়াছিল এবং তুমি কি করিয়া গৃহে আসিলে তাহা শ্রবণ করার জন্য বড়ই আগ্রহ হইতেছে। লক্ষ্মণ কহিলেন—"অতি প্রত্যূষে, স্নান আহ্নিক করিবার জন্য এক ঝরণায় গিয়াছিলাম;—সেখানে পথ হারাইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকি। তখন এক ব্যাধদম্পতির সহিত সাক্ষাৎ হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারাই পথ দেখাইয়া কাঞ্চীপুরী লইয়া আসিয়াছে।” লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া যাদবপ্রকাশের মনে হইল, তাহার দুরভিসন্ধির কথা লক্ষ্মণ কিছু বুঝিতে পারে নাই। আঃ বাঁচা গেল। তাঁহার মনে যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিয়াছিল তাহা দূর হইল। অত্যন্ত মধুর স্বরে স্নেহ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, “আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, সেই ব্যাধদম্পতি আর কেহ নহে, স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ, তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য ঐরূপে আসিয়াছিলেন। তোমার প্রতি ভগবানের অসীম কৃপা। ইহাতে আমিও নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। তুমি আমার শিষ্য; শিষ্যের গৌরবে কোন্ গুরু না নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। তুমি পুনরায় আমার নিকট পাঠ আরম্ভ কর। কাল বিলম্ব করিয়া সময় নষ্ট করিও না।” লক্ষ্মণ তাঁহার সুমধুর বাক্যে সব ভুলিয়া গেলেন, আবার তাঁহার নিকট যাইয়া পাঠ আরম্ভ করিবেন, স্বীকৃত হইলেন। মহাদেবীকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া, যাদবপ্রকাশ তাঁহার পুত্র গোবিন্দের সৌভাগ্যের কথা তাঁহাকে বলিলেন। মহাদেবী গোবিন্দের শুভ সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং স্বয়ং যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিবেন স্থির করিলেন।

সময় চলিয়াছে—আপন মনেই চলিয়াছে। কাহারো মুখ চাহিয়া সময় বসিয়া থাকে না—থাকিবে না। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র কাহারো অনুরোধ উপরোধ সময় শোনে না—শুনিবে না। শ্রীযামুনাচার্য্য শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের সেবায় নিয়োজিত হইবার পর হইতে এমনিভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজের তিনি মুকুটমণি। অসীম পাণ্ডিত্য. আত্মানুভূতি এবং অতুলনীয় ভগবৎভক্তি এই তিনের সম্মিলনে তাঁহার জীবন পূত ত্রিবেণী-সঙ্গম। সংসারতাপদগ্ধ কত নরনারী সেই ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছে ও করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী আবার কেহ বা গৃহে থাকিয়াই সাধন ভজনে মগ্ন হইয়াছেন। সেই পরশমণির পরশে কত লৌহ স্বর্ণ হইয়াছে; কত পাপী সাধু হইয়াছে। এমনি এক অপার্থিব অতুলনীয় জীবন যামুনাচার্য্যের। বার্দ্ধক্যে তাঁহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়াছে। সংসার হইতে বিদায়ের সময় নিকটবর্ত্তী, তিনিও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া আছেন; তবে এক চিন্তা, তাঁহার দেহত্যাগের পর কে এই বিশাল বৈষ্ণব সমাজের ভার গ্রহণ করিবে? তিনি সর্বদাই শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের নিকট প্রার্থনা করেন, যেন অচিরেই কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই ভার গ্রহণ করেন। একদা দুইজন বৈষ্ণব তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কাঞ্চীপুরী হইতে শ্রীরঙ্গমে গমন করেন; তিনি তাঁহাদের মুখে লক্ষ্মণের পাণ্ডিত্য, ভগবৎ-ভক্তি এবং কাঞ্চীপূর্ণের নিকট আনুগত্যের কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল শ্রীরঙ্গনাথের নিকট তাঁহার প্রার্থনা বিফল হয় নাই। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহারই শিষ্য, লক্ষ্মণ যখন কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গলাভ করিয়াছে তখন ভগবান যে তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্যের জন্য যথাযথভাবেই গড়িয়া তুলিতেছেন এ বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। এইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এই লক্ষ্মণই একদিন সমস্ত বৈষ্ণবসমাজের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্মল ভক্তিপথের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। এইবার লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কাঞ্চীপুরী যাইতে মনস্থ করিলেন। সেখানে গমন করিলে বরদরাজেরও দর্শন হইবে এবং লক্ষ্মণকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অবিলম্বে বহু শিষ্য সহ কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন লক্ষ্মণ পুনরায় যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অধিকাংশ সময় যাদবপ্রকাশের সঙ্গেই অতিবাহিত হয়; এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি মনে মনে দুঃখিত হইলেন; কিন্তু বাহিরে কাহাকেও কিছু বলিলেন না। যাঁহাকে দেখিবার জন্য হৃদয়ের আকুল আগ্রহে এতদূর আসিয়াছেন তাঁহাকে দেখিতে তাঁহার গৃহেও গমন করিলেন না এবং নিজের কাছেও ডাকাইয়া আনিলেন না, নীরবে সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একদিন বরদরাজকে দর্শন করিয়া সশিষ্য স্বীয় আবাসস্থলে ফিরিতেছেন এমন সময়ে যাদবপ্রকাশও বহু শিষ্য সঙ্গে করিয়া বিপরীত দিক হইতে আসিতেছেন দেখিতে পাইলেন। যাদব স্বীয় হস্ত লক্ষ্মণের স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়া পথ চলিতেছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ যামুনাচার্য্যের সঙ্গে ছিলেন, ইঙ্গিতে লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। যামুনাচার্য্য লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, বুঝিলেন এ সামান্য মানব নহে—ভগবানই ধর্মসংস্থাপনার্থ নররূপে অবতীর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। মনে মনে কাতরভাবে শ্রীরঙ্গনাথের কাছে প্রার্থনা করলেন, "প্রভো! তোমার কৃপায় সবই সম্ভব। তুমি কৃপা করিয়া লক্ষ্মণকে বৈষ্ণবমার্গে আনয়ন কর, ভক্তিলেশহীন যাদবপ্রকাশের সঙ্গ হইতে তাঁহাকে রক্ষা কর।" তিনি কাঞ্চীপুরীতে আর অধিক বিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। লক্ষ্মণ যাদবপ্রকাশের নিকট পুনরায় অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু যাদবপ্রকাশের ভক্তি-বিরোধী কথাবার্ত্তা, আচারব্যবহার দর্শনে লক্ষ্মণ বড়ই দুঃখ বোধ করিলেন। যামুনাচার্য্যের হৃদ্‌গত ভাব—লক্ষ্মণ যাদব-প্রকাশের সঙ্গ ত্যাগ করেন, সেজন্য তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্রীরঙ্গনাথের নিকট আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন। যামুনাচার্য্যের প্রার্থনা বিফল হইল না। ভগবান কি কখনো ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর না করিয়া থাকিতে পারেন? কিভাবে যাদবপ্রকাশের সঙ্গে পুনরায় লক্ষ্মণের বিচ্ছেদ ঘটিল তাহাই বলিতেছি।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই মন্ত্রাংশ দুইটি একদিন যাদবপ্রকাশ শিষ্যদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রথমটি ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং দ্বিতীয়টি বৃহদারণ্যক উপ-নিষদের। যাদবপ্রকাশের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইল, কিন্তু লক্ষ্মণ মুগ্ধ হওয়া তো দূরের কথা—তাঁহার নিকট এই ব্যাখ্যা নিতান্তই অসমীচীন বলিয়া বোধ হইল। তিনি যাদবপ্রকাশের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কহিলেন—"এ জগৎ ব্রহ্মময় এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ ও ব্রহ্ম একই বস্তু অর্থাৎ সর্বত্র একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আসলে জগৎ নাই, এ কথা সত্য নহে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎও সত্য। কিন্তু জগৎ ও ব্রহ্ম একই বস্তু নহে। উভয়ের মধ্যে শরীর শরীরী সম্বন্ধ। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নির্গুণ নহেন—তিনি অশেষ কল্যাণগুণের আকর; অতএব সগুণ। তিনি শরীরী, জীব জগৎ তাঁহার শরীর। শরীর শরীরী, অঙ্গ অঙ্গী যেমন পৃথক্ হইয়াও এক অন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া এক বলিয়া কথিত হয়, সেই অর্থেই জীব জগৎকে ব্রহ্মের সহিত এক বলা হয়। শ্রুতি যে জীব জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহা এই অর্থেই বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্যেও সৃষ্টির বহুত্ব অস্বীকার করা হয় নাই, তবে এই বহু পৃথক্ পৃথক্ রূপে অর্থাৎ এক হইতে অন্য ভিন্ন রূপে অবস্থিত নহে। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত হইয়া একই হাররূপে বিরাজ করে, সৃষ্টির এই যে বৈচিত্র্য তাহাও তদ্রূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান আছে। অতএব সৃষ্টি বহুরূপ বিশিষ্ট হইলেও এক ব্রহ্মরূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া এক হইয়াই বর্ত্তমান আছে। এই একত্ব এবং বহুত্ব উভয়ই সত্য। একত্বের প্রকাশে বহুত্বের বিনাশ, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" শ্রুতি এই বাক্যে এইরূপ বলিয়াছেন মনে করিবার কোনই কারণ নাই।"

যাদবপ্রকাশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন লক্ষ্মণের যুক্তিসকল খণ্ডন করিতে, কিন্তু সমর্থ হইলেন না। লক্ষ্মণের নিকট পরাজিত হইয়া নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইলেন; আবার লক্ষ্মণের প্রতি কঠোর হইয়া উঠিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহিলেন—"তুমি যখন আমার কোন ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বোধ কর না, —তখন কি করিয়া আমার নিকট তোমার অধ্যয়ন চলিতে পারে? তুমি আর আসিও না; আমি তোমার ন্যায় অবাধ্য শিষ্যকে বিদ্যাদান করিতে ইচ্ছা করি না।" লক্ষ্মণও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বগৃহে চলিয়া আসিলেন। ভাবিলেন পুনঃ পুনঃ এইরূপ মতবিরোধ ঘটিতেছে, অতএব স্বগৃহে থাকিয়াই শাস্ত্রালোচনা করিবেন, আর কোথাও যাইবেন না। যামুনাচার্য্য চাহিয়াছিলেন লক্ষ্মণ যাদবপ্রকাশের সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাঁহার সে ইচ্ছা ভগবৎ-ইচ্ছায় পূর্ণ হইল।

গোণ্ডারণ্য হইতে ফিরিয়া আসিবার পর কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণকে সর্ব্বতোভাবে বরদরাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণও তদ্রূপই করিতেছিলেন। কিন্তু যাদবপ্রকাশের বিশেষ আগ্রহে লক্ষ্মণ পুনরায় তাঁহার নিকট পাঠ আরম্ভ করাতে বরদরাজের সেবা তাঁহাকে বন্ধ করিতে হইয়াছিল। শালকূপের জল দ্বারা স্নান করান সম্ভব হয় নাই। এক্ষণে যাদবপ্রকাশের নিকট হইতে তাড়িত হইয়া গৃহে আসিয়া তাঁহার মনে বড়ই অনুতাপ হইতে লাগিল। কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশানুযায়ী এতদিন কাজ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই, ইহাই অনুতাপের কারণ। নিজেকে মহা অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। মাতা কান্তিমতীও তাঁহাকে বলিলেন— "আর কাহারো কাছে পাঠের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন নাই। কাঞ্চীপূর্ণের নিকটই সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারেই জীবনযাপন কর, তাহাতেই তোমার কল্যাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে।” লক্ষ্মণের মনের ভাবও এইরূপই, কাজেই মায়ের কথা শুনিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ সক সময়েই বরদরাজের সেবার আয়োজনে ব্যস্ত থাকিতেন, কাজেই কোথায় এবং কখন গেলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। যাহা হউক লক্ষ্মণ প্রভাতেই তাঁহার নিকট যাইবেন স্থির করিলেন। কিন্তু প্রভাতেই কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত—লক্ষ্মণকেও আর যাইতে হইল না। কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের মনস্তাপ এবং তাঁহার নিকট গমনের আগ্রহ বরদরাজের কৃপায় অবগত হইয়াছিলেন, লক্ষ্মণের হৃদয়ের নীরব ডাকই তাঁহাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। লক্ষ্মণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন, কাঞ্চীপূর্ণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সে কি অপূর্ব দৃশ্য। এ যে পুণ্যতোয়া গঙ্গা-যমুনার অপূর্ব মিলন। উভয়েরই নয়ন হইতে প্রবাহিত হইতেছে প্রেমাশ্রু—স্বর্গের মন্দাকিনী ধারা। লক্ষ্মণ জোড়হস্তে কহিলেন, “আমি মহা অপরাধে অপরাধী। বিদ্যালাভের একান্ত আগ্রহে যাদব-প্রকাশের নিকট পুনরায় অধ্যয়নে যাইয়া আপনার আদেশ পালন করিতে পারি নাই। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। যাদবপ্রকাশের সঙ্গে পুনরায় শাস্ত্রার্থ নিয়া মতভেদ হওয়াতে তিনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহা আপনার আদেশ অমান্য করারই ফল। আপনি ক্ষমা না করিলে আমার আর কোন উপায়ই নাই। এখন আপনিই আমার একমাত্র গতি। আপনারই শরণ লইলাম, আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্রূপ ব্যবস্থা করুন। মায়েরও আদেশ আপনার নিকট যেন আত্মসমর্পণ করি, এবং তাহাতেই আমার যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস" এই বলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার অশ্রুধারা মার্জ্জনা করিয়া দিয়া সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "বৎস দুঃখ করিও না। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কাহারো কিছু করিবার শক্তি নাই। যাহা হইবার তাঁহার ইচ্ছাতেই হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহাও তাঁহার ইচ্ছাতেই ঘটিবে ; অতএব সকল কর্ম তাঁহার ইচ্ছাতেই সংসাধিত হইতেছে জানিয়া তাঁহার ইচ্ছার নিকটই আমাদের সকল কামনা বাসনা উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে। তিনি পরম মঙ্গলময়—তাঁহার কোন কার্য্যই তো অমঙ্গলকর হইতে পারে না। ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমরা—অহং অভিমানে মলিনচিত্ত আমাদের তাই তাঁহার মহতী ইচ্ছা আমরা বুঝিতে পারি না—বুঝিতে না পারিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হই—তাঁহার মঙ্গল বিধান সম্বন্ধে সন্দিহান হই। অতীতের চিন্তায় মনকে আর দুঃখ-ভারাক্রান্ত করিও না। এখন হইতে পুনরায় শালকূপের জল দ্বারা বরদরাজকে স্নান করাইতে থাক এবং তাঁহার সেবাতেই আত্মনিয়োগ কর। তিনিই কৃপা করিয়া তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবেন।" সকলেই বিশ্বাস করিত কাঞ্চীপূর্ণের মুখ দিয়া বরদরাজই কথা বলিয়া থাকেন, কাজেই তাঁহার আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের হৃদয়ের দুঃখভার অপসারিত হইল ; তাঁহার মুখমণ্ডলে বিশ্বাস, উৎসাহ ও আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে সর্বদাই লক্ষ্মণের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কি করিয়া লক্ষ্মণকে শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করা যায় এবং কি করিয়াই বা তাঁহাকে বৈষ্ণব-মার্গে প্রবেশ করান যায়, ইহাই এখন তাঁহার একমাত্র ভাবনা। বার্দ্ধক্যে তিনি বড়ই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, মাঝে মাঝে খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েন, কি জানি লক্ষ্মণের সহিত স্থূলদেহে যদি আর সাক্ষাৎ না হয়, এইরূপ চিন্তাও সময় সময় তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল। এমতাবস্থায় আর কালবিলম্ব না করিয়া লক্ষ্মণকে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। এই সময় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দুইজন ভক্ত কাঞ্চীপুরী হইতে শ্রীরঙ্গমে আগমন করেন। তাঁহাদের নিকট তিনি অবগত হইলেন যে লক্ষ্মণ যাদবপ্রকাশের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন। কাঞ্চীপূর্ণের নির্দ্দেশে অধিকাংশ সময় বরদরাজের সেবাপূজাতেই অতিবাহিত করেন। অন্য সময় গৃহে থাকিয়াই শাস্ত্রালোচনা করেন এবং কাঞ্চীপূর্ণই এখন সর্ব বিষয়ে তাঁহার পথপ্রদর্শক। সমস্ত শ্রবণ করিয়া তিনি বুঝিলেন, শ্রীভগবৎ সমীপে তাঁহার প্রার্থনা পৌঁছিয়াছে। লক্ষ্মণকে আনয়ন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া তাঁহার এক প্রধান ও প্রবীণ শিষ্য মহাপূর্ণকে কাঞ্চীপুরী প্রেরণ করিলেন।

মহাপূর্ণ কাঞ্চীপুরীতে পৌঁছিয়া প্রথমেই বরদরাজের মন্দিরে যাইয়া তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিলেন; তৎপর বরদরাজের পরমভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের গৃহে ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে অতিবাহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। প্রভাতে কাঞ্চীপূর্ণের সহিত শালকূপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন এক অপূর্বদর্শন যুবক কলসীস্কন্ধে শালকূপের দিকে গমন করিতেছেন। কাঞ্চীপূর্ণ ঐ যুবককেই লক্ষ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সেই অপূর্ব্বদর্শন যুবকই যে লক্ষ্মণ তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন ছিল না। দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মহাপূর্ণ তাহা অনুমান করিয়াছিলেন। সূর্য্য যেমন স্বতঃই প্রকাশমান—তাঁহাকে যেমন কাহাকেও পরিচয় করাইয়া দিতে হয় না, সেইরূপ লক্ষ্মণের সেই অপরূপ রূপই তাঁহাকে লক্ষ্মণ বলিয়া চিনাইয়া দিত—পরিচয় করাইয়া দিবার প্রয়োজন হইত না। মহাপূর্ণ লক্ষ্মণের কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, মহামুনি যামুনাচার্য্য বিরচিত আলবন্দার স্তোত্র সকল ভক্তিগদ্‌গদস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই সুমধুর ভগবৎগুণাবলীসমন্বিত স্তোত্র সকল লক্ষ্মণের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল—প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল হইয়া লক্ষ্মণ তাহা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে ভক্তির অপূর্ব্ব দীপ্তি দেখা দিল। স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ ভক্তিবিনম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! এইসকল অপূর্ব্ব স্তোত্রসকলের রচয়িতা কে এবং আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন জানিতে পারি কী?" নবাগত কহিলেন, "হে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ! আমার ইহ ও পরকালের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব মহামুনি যামুনাচার্য্য বিরচিত এই সকল

৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তোত্র। আমি তাঁহারই নিকট হইতে আসিতেছি।"

যামুনাচার্য্যের নাম শ্রবণ করিবামাত্র লক্ষ্মণ শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই মহাপুরুষ পীড়িত বলিয়া শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তিনি কেমন আছেন?" তৎপরে স্বগতভাবে বলিলেন, "হায়! সেই মহা-পুরুষের দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিবে কিনা জানি না।" তাঁহার সেই স্বগত উক্তি শ্রবণ করিয়া মহাপূর্ণের আনন্দের সীমা রহিল না—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন? আপনাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্যই তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" এই অপ্রত্যাশিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, "আমার প্রতি তাঁহার এত অনুগ্রহ! তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কী? আপনি অনুমতি করুন শালকূপের এক কলসী জল আমি বরদরাজের মন্দিরে দিয়া আসিতেছি—আপনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হউন।"

উভয়ে মিলিয়া শ্রীরঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ আর গৃহে যান নাই কিম্বা তাঁহার দূরদেশ গমনের সংবাদও গৃহে প্রেরণ করেন নাই। সে অবসর তাঁহার কোথায়? জীবন অনিত্য, সময় বসিয়া নাই। কখন কাহার জীবন অবসান হইবে কেহই বলিতে পারে না। এই মুহূর্ত্তে যে হাসিতেছে—যাহার আনন্দকোলাহলে গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত, পরমুহূর্ত্তেই সে শ্মশান-শয্যায় শায়িত, এ দৃশ্য তো অহরহই দৃষ্ট হইতেছে; কাজেই সৎকার্য্যের সুযোগ উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাই করিতে হইবে—ইহাই তো শাস্ত্রে ও সাধুমুখে ভগবান ঘোষণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন ও করিতেছেন। লক্ষ্মণ এই শাস্ত্রবাক্য ও সাধুজন উপদেশ স্মরণ করিয়াই অন্য সব কার্য্য—গৃহসম্পর্ক সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিয়াছেন।

উভয়েরই একমাত্র চিন্তা কতক্ষণে শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিবেন। প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহে তাঁহারা পথ চলিয়াছেন। পথ দীর্ঘ হইলেও তাঁহারা দ্রুত চলিয়া চতুর্থ দিবসে কাবেরীতীরে উপস্থিত হইলেন। দূরে কাবেরীর পরপারে অগণিত নরনারী সমবেত দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যাহা শ্রবণ করিলেন তাহাতে উভয়েরই মস্তকে যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; মহাপূর্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহামুনি যামুনাচার্য্য ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় কার্য্যাবসানে জরাজীর্ণ পাঞ্চভৌতিক দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরমপদে গমন করিয়াছেন। দেহবন্ধনমুক্ত তাঁহার আত্মা এক্ষণে স্বরূপে অবস্থিত হইয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মণের পক্ষে ইহা মর্মান্তিক ব্যাপার। লক্ষ্মণ কত আশা করিয়া সুদীর্ঘ পথ ছুটিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে দর্শন করিবেন বলিয়া, আর তিনি কিনা তাহাকে একটিবারমাত্রও দর্শন না দিয়া চলিয়া গেলেন। এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। কারণ মহাপূর্ণকে তো তিনিই প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাপূর্ণ ফিরিয়া যাওয়ার পূর্ব্বেই তিনি দেহরক্ষা করিবেন এমন কথা তিনি কল্পনাতেও স্থান দিতে পারেন নাই—কাজেই শোকে দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইভাবে কিয়ৎকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিবাহিত হইল। মহাপূর্ণ ভাবিলেন, এখনো সেই বরবপু সমাধিস্থ করা হয় নাই—জনমের শোধ একবার যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং লক্ষ্মণকে জলসেচন এবং শুশ্রূষার দ্বারা কতকটা সুস্থ করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাবেরীর পরপারে শ্মশানভূমিতে উপনীত হইলেন—আশ্চর্য সেই মৃতদেহ। সেই প্রফুল্ল কমল, সেই বরবপু দর্শন করিলে মনে হয় না যে প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আলওয়ান্দার যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত—সুষুপ্তির প্রশান্ত ভাব তাঁহার মুখমণ্ডল ছাইয়া আছে। মৃত্যুর করাল ছায়া পবিত্রাত্মা আলওয়ান্দারের পূত দেহকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দৃশ্য বড় অপরূপ ;—যিনিই দর্শন করিতেছেন তিনিই আশ্চর্য্য হইতেছেন। লক্ষ্মণ অদূরে দাঁড়াইয়া এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিতেছেন আর চোখের জলে বুক ভাসাইতেছেন। মহাপূর্ণ তাঁহার পদতলে পড়িয়া বিলাপ করিতেছেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন, আলওয়ান্দারের তিনটী অঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ ; কিন্তু মৃতদেহের পক্ষে এ-তো স্বাভাবিক অবস্থা নহে, কারণ মৃত ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই শিথিল হইয়া যায়। তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে যামুনাচার্য্যের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে একজন বলিলেন—"অঙ্গুলীত্রয়ের এই অবস্থার একটু ইতিহাস আছে ; দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে, আমরা দেখিতে পাইলাম, অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত হইতেছে। তাঁহার অশ্রুবিসর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি একে একে তাঁহার হৃদয়ের তিনটী বাসনার কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অঙ্গুলীত্রয় মুষ্টিবদ্ধ হয়; তৎপরেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন।"

"সেই বাসনা তিনটী আমি জানিতে পারি কী?"

লক্ষ্মণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে উক্ত শিষ্যটি পুনরায় বলিলেন, "তাঁহার প্রথম বাসনা—বৈষ্ণব-মতানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য রচনা; দ্বিতীয় বাসনা—অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জনগণকে পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত করিয়া বৈষ্ণবমতে আনয়ন এবং তাহাদের মধ্যে দ্রাবিড় বেদ প্রচার; তৃতীয় বাসনা—জীব, ঈশ্বর ও জড়বস্তু—এই তিনটী তত্ত্বের স্বরূপ ও স্বভাব বিশ্লেষণ করিয়া যিনি বিষ্ণুপুরাণ রচনা করিয়াছেন, সেই মহামুনি পরাশরের নামানুসারে কোন এক মহাজ্ঞানী বৈষ্ণবের নামকরণ।" এই কথা শ্রবণের পর লক্ষ্মণের হৃদয়ে কে যেন বলিয়া দিল এই সকল কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইবে। তখন তিনি যামুনাচার্য্যের শবের আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনটী কার্য্যই সম্পন্ন করিবেন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! সঙ্গে সঙ্গে তিনটী অঙ্গুলীই খুলিয়া গেল। সমবেত জনমণ্ডলী এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এই লক্ষ্মণই একদিন সমস্ত বৈষ্ণবসমাজের নেতৃপদ গ্রহণ করিবেন। মহামুনি যামুনাচার্য্যের ইহাই হৃদ্‌গত ইচ্ছা ছিল—এবং কি অপূর্ব্ব কৌশলেই না তিনি তাহা সকলকে অবগত করাইলেন! তৎপর তাঁহার সেই পূত দেহ সমাধিস্থ করা হইল।

শিষ্যবৃন্দ এবং অগণিত নরনারী অশ্রুমার্জ্জন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে গৃহে ফিরিতেছেন এমন সময় বররঙ্গ, মহাপূর্ণ প্রভৃতি যামুনাচার্য্যের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ লক্ষ্মণকে কহিলেন—"মহাত্মন্! এক্ষণে আপনিই আমাদের আশ্রয় ও পালক; কৃপা করিয়া মঠে চলুন, আমাদিগকে বৈষ্ণবমার্গে চালিত করিবার ভার গ্রহণ করুন। আমাদের পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেবেরও তদ্রূপই ইচ্ছা ছিল এবং আপনার প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলিত্রয় খুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারেও সর্ব-সমক্ষে তিনি তাঁহার মনোগত এই বাসনাই প্রকাশিত করিলেন। লক্ষ্মণের শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের উপর বড় অভিমান হইল। তিনি বলিলেন—"আমি এক্ষণে আপনাদের কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আর মন্দিরে যাইব না। সেই শঠচূড়ামণি, নিষ্ঠুর আমাকে মহান্ আচার্য্য দর্শনে বঞ্চিত করিয়াছেন, অতএব আমি এখন মঠাভিমুখে গমন করিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে কাঞ্চীপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যামুনাচার্য্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং ভগবানের প্রতি তাঁহার অসীম আপনবোধে অভিমান দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন, কাহারো মুখে আর কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না। শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে লক্ষ্মণ গৃহে ফিরিলেন। গৃহে তাঁহার স্ত্রী ছাড়া আর কেহই ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার জননী পরলোক গমন করিয়াছেন। গৃহে অধিকক্ষণ অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল, শোকানলে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছিল, শান্তির আশায় তিনি কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ আলওয়ান্দারের মহাপ্রয়াণের কথা অবগত হইয়া মর্ম্মাহত হইলেন—চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দীক্ষা ব্যতিরেকে জীবনের অশান্তি দূর হইবে না—অতএব লক্ষ্মণ যেমন করিয়াই হউক এইবার কাঞ্চীপূর্ণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিন বড় কাতরভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত কাঞ্চীপূর্ণের নিকট তিনি দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন — "বৎস! এই লোকাচারবিরুদ্ধ কাজ আমি কিছুতেই করিতে পারিব না। তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর, বরদরাজ অবশ্যই তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবেন।" লক্ষ্মণ শত চেষ্টা করিয়াও কাঞ্চীপূর্ণকে সম্মত করাইতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মনে এইরূপ বিচার উদয় হইল—আমি ব্রাহ্মণ বলিয়াই তিনি আমাকে দীক্ষা দিতে চাহিতেছেন না, তাহা না হইলে কোন্ ব্রাহ্মণ এই কাঞ্চীপূর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? একমাত্র লোকাচার ও দেশাচারের জন্যই তিনি দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইতেছেন। আচ্ছা—আমি যদি কোন উপায়ে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে পারি তাহা হইলে লোকাচার অনুযায়ী আমি তখন আর ব্রাহ্মণ থাকিব না —পতিত বলিয়া বিবেচিত হইব, তখন তো আর তিনি দীক্ষা দিতে আপত্তি করিতে পারিবেন না। অতএব তাহাই করা যাউক। এইরূপ স্থির করিয়া লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের আশ্রমে উপনীত হইলেন। মনের ভাব গোপন করিয়া পরদিবস কাঞ্চীপূর্ণকে তাঁহার গৃহে নারায়ণের প্রসাদ পাইবার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরোধ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণের নিকট লক্ষ্মণের লুক্কায়িত মনোভাব অজ্ঞাত রহিল না—বরদরাজের কৃপায় সবই তিনি জানিতে পারিতেন। লক্ষ্মণের ন্যায় পূতচরিত্র ভগবদ্ভক্ত তাঁহাকে নারায়ণের প্রসাদ পাইতে আমন্ত্রণ করিতেছেন—তাহাতে অসম্মতই বা হইবেন কি করিয়া? কাঞ্চীপূর্ণ ভাবিলেন—দেখা যাউক বরদরাজের কি ইচ্ছা। অবশ্যই তিনি ইহার কোন না কোন একটা উপায়বিধান করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি প্রসাদগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন।

পরদিবস লক্ষ্মণের স্ত্রী নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নারায়ণকে নিবেদন করিলেন। বেলাও অনেক হইয়াছে—কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ এখনো আসেন নাই। লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের একবার খবর লওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া তাঁহার আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তো এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দূরে থাকিয়াও তিনি সমস্তই দেখিতেছিলেন। ভগবৎকৃপায় ভক্তের দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ প্রভৃতি যোগৈশ্বর্য্যগুলি আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে। এজন্য আর তাঁহাদিগকে পৃথক্ সাধন করিতে হয় না। কাঞ্চীপূর্ণেরও জীবনে এ সকল ঐশ্বর্য্য আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি অন্য পথে ব্যস্তসমস্ত হইয়া লক্ষ্মণের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা জামাম্বা! যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে নারায়ণের প্রসাদ প্রদান কর; আমাকে এখনই মন্দিরে যাইতে হইবে, বিশেষ কাজ রহিয়াছে।" কাঞ্চীপূর্ণের ব্যস্ততা দেখিয়া লক্ষ্মণের স্ত্রীও তাড়াতাড়ি তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একখানা কলাপাতে অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি নারায়ণের প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। গৃহের বাহিরে বসিয়া কাঞ্চীপূর্ণ যথাশীঘ্র সম্ভব সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, উচ্ছিষ্ট পাতাখানা স্বয়ংই ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। শূদ্রকে পরিবেশনান্তর অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন স্বামীকে প্রদান করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া জামাম্বা তৎসমুদয় একটি শূদ্রাকে প্রদান করিলেন। রান্নাগৃহ ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া নিজেও স্নান করিলেন; তৎপরে স্বামীর জন্য পুনরায় রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ গৃহে ফিরিয়া দেখেন তখনও তাঁহার স্ত্রী রন্ধন করিতেছেন, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখনও তোমার রান্না শেষ হয় নাই? কাঞ্চীপূর্ণ কি আসিয়াছিলেন? আমি তো তাঁহাকে তাঁহার গৃহে কিংবা মন্দিরে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।" স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে, জামাম্বা লক্ষ্মণের বাটী হইতে বহির্গমনের পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই তাঁহাকে বলিলেন। সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ বুঝিলেন কাঞ্চীপূর্ণের নিকট তাঁহার অন্তর্নিহিত মনোভাব লুক্কায়িত থাকে নাই—কাজেই তিনি কৌশলে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি তাঁহার স্ত্রীর শূদ্রের ন্যায় ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন। এত দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার স্ত্রীর উচিত অনুচিত জ্ঞান জাগ্রত হইলনা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, স্ত্রীজাতি এমনই বুদ্ধিহীনাই বটে! তাঁহাকে লইয়া সংসারধর্ম পালন করা অতি কঠিন ব্যাপার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষার জন্য লক্ষ্মণের প্রাণের আগ্রহ এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার এজন্য কাকুতি-মিনতিতে কাঞ্চীপূর্ণ নিজেকে বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিরুপতি-তীর্থে যাইয়া বালাজীর সেবায় দিন কাটাইতে মনস্থ করিলেন। একদিন বরদরাজকে কহিলেন, "প্রভো! তোমার লীলা বোঝা ভার। আমি বারবার লক্ষ্মণকে দীক্ষা দিতে অস্বীকৃত হইতেছি, তথাপি সে কিছুতেই নিবৃত্তহ ইতেছে না। তাহার এইরূপ ব্যবহারে আমি বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমি এখানে থাকিলে সে কিছুতেই নিরস্ত হইবে না; অতএব আমাকে তিরুপতি যাইয়া আপনারই অপর মূর্ত্তি বালাজীর সেবা করিতে অনুমতি প্রদান করুন।" বরদরাজ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের প্রার্থনায় তাঁহাকে তিরু-পতি যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরদিবসই কাঞ্চীপূর্ণ তিরুপতি যাত্রা করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ চলিয়া গেলে লক্ষ্মণ বড়ই দুঃখিত হইলেন—তাঁহার বিরহ লক্ষ্মণের নিকট অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় কী? কাঞ্চীপূর্ণের ন্যায় মহাপুরুষ কাহারো আদেশ উপদেশের অধীন নহে; স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ। একমাত্র ভগবৎ-ইচ্ছাতেই ভগবৎ-আদেশেই তাঁহার সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। ভগবান যন্ত্রী—ভক্ত যন্ত্র। যন্ত্রী আপন ইচ্ছা-মত যন্ত্র ব্যবহার করিতেছেন—তাহাতে অন্যথা করিবারই বা মানুষের হাত কোথায়? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণের আদেশ অনুসারে প্রতিদিন শালকূপের জল দ্বারা বরদরাজকে স্নান করাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তাঁহার সেবায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের স্ত্রী জামাম্বা পতির উপযুক্তা সহধর্মিণী ছিলেন না। ভগবৎ-ইচ্ছাতেই লক্ষ্মণের এইরূপ স্ত্রীলাভ হইয়াছে। ভগবৎ-কার্য্য অর্থহীন হইতে পারে না। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য—বিষয়ের প্রতি সর্বপ্রকার আকর্ষণ বিনাশের জন্য লক্ষ্মণের এইরূপ স্ত্রীরই প্রয়োজন ছিল। একদিন এক শূদ্র লক্ষ্মণকে তৈলমর্দ্দন করিতে আসিয়াছে। একান্ত জীর্ণশীর্ণ ঐ লোকটিকে দেখিয়া লক্ষ্মণের বোধ হইল, দীর্ঘকাল এই ব্যক্তি উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত হয় নাই। লক্ষ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "দেখিয়া বোধ হইতেছে এই লোকটি ক্ষুধার্ত্ত, পর্যুষিত অন্নব্যঞ্জন যদি কিছু গৃহে থাকে তবে ইহাকে আহার করিতে দাও।" লক্ষ্মণের স্ত্রী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, লক্ষ্মণের ধর্ম্মপরায়ণতা এবং পরোপকারবৃত্তি তাঁহার ভাল লাগিত না। এই সকল সদ্‌গুণাবলীই লক্ষ্মণকে তাঁহার স্ত্রীর নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। জামাম্বা চাহিত, অপর দশজনের ন্যায় লক্ষ্মণও সংসারের ভোগসুখে মত্ত হইয়া থাকেন। রাতদিন ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম, একে সেবা কর, তা'কে আহার্য্য দাও—এ নিয়া সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিলে স্ত্রী কিংবা সংসারের প্রতি মনই বা থাকিবে কি করিয়া! বস্তুতঃ তাঁহার মন সংসারের প্রতি আসক্ত ছিল না এবং জামাম্বার অসন্তুষ্টির কারণও তাহাই। জামাম্বার মনে মনে বিরক্তি তো ছিলই, তদুপরি সকাল হইতে না হইতেই কোথাকার কে তাহাকে খাইতে দিতে হইবে—তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জামাম্বা উত্তর করিলেন "খাইতে দিবার মত গৃহে কিছুই নাই।" এই কথা বলিয়াই স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণ তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; জামাম্বার স্বভাব তিনি জানিতেন। স্বয়ং পাকশালায় গমন করিয়া দেখিলেন পূর্ব্বদিনের প্রচুর অন্নব্যঞ্জন রহিয়াছে। তখন তিনি নিজেই ঐ লোকটিকে পরিবেশন করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। জামাম্বার এইরূপ ব্যবহারে যদিও তিনি খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে কিছু বলিলেন না। সংসার যে সুখের নহে—দুঃখেরই আগার, ইহাই তাঁহার মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল।

কাঞ্চীপূর্ণের তিরুপতি আসিবার পর প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। বালাজীর সেবায় তিনি আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতেছেন—এখানে বালাজীও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন।

গ্রীষ্মকাল উপস্থিত। কাঞ্চীপূর্ণ একদিন তালবৃন্ত হস্তে বালাজীকে বাতাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন সময় বালাজী কহিলেন, "বৎস! তুমি কাঞ্চীপুরীতে গমন কর"। সেখানে গ্রীষ্মে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। পূর্বের ন্যায় তুমি আমাকে সেখানে পাখার বাতাস করিবে।" ভক্তের সেবা না হইলে ভগবান সন্তুষ্ট হইতে পারেন কী? তাই বরদরাজের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের প্রয়োজন—এই গ্রীষ্মাতিশয্যে তাঁহাকে বাতাস করিবার জন্য।

কাঞ্চীপূর্ণ কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিয়া পূর্বের ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরদরাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। লক্ষ্মণ আবার তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণের সহিত মিলিত হইয়া সাময়িকভাবে লক্ষ্মণ আনন্দিত হইলেও এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার দীক্ষা হয় নাই, দীক্ষার অভাবে তাঁহার মনে সুখ ছিল না। অবশেষে এ-বিষয়ে বরদরাজকেই জিজ্ঞাসা করিবেন স্থির করিলেন। জিজ্ঞাসা তো করিতে হইবে ঠিকই, কিন্তু সে-তো নিজে করিলে হইবে না—কাঞ্চীপূর্ণের দ্বারা করাইতে হইবে। একদিন কাঞ্চীপূর্ণকে বলিলেন, "কয়েকটী প্রশ্নের আমি কোন মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। আপনাকে বরদরাজের নিকট হইতে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর জানিয়া আমাকে দিতে হইবে।" কাঞ্চীপূর্ণ স্বীকৃত হইলেন।

সে-দিন মন্দিরের সকল পূজারীই স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। কেবলমাত্র কাঞ্চীপূর্ণ একা দাঁড়াইয়া বরদরাজকে বাতাস করিতেছেন। ভক্ত-ভগবানের আলাপের ইহাই সুযোগ। বরদরাজ কহিলেন, "কাঞ্চীপূর্ণ! লক্ষ্মণের মনোগত প্রশ্নগুলি আমি অবগত আছি।" তাহাকে বলিও—

১। অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎকারণকারণম্।—আমিই জগতের কারণের কারণ পরব্রহ্ম। অর্থাৎ জগৎকারণ যে প্রকৃতি তাহারও মূল আমিই।

২। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে!—হে মহামতে! জীব ও ঈশ্বরে ভেদ সত্য (স্বতঃসিদ্ধ)।

৩। মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।—মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের ভগবৎ-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তির একমাত্র উপায়।

৪। মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিমস্মৃতিরিষ্যতে।—আমার ভক্ত যদি অন্তিমকালে আমার স্মরণ করিতে না-ও পারে, তথাপি তাহার মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

৫। দেহবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্।—আমার ভক্তগণ দেহত্যাগ করিলেই আমি তাহাদিগকে পরমপদ অর্থাৎ মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকি।

৬। পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয়গুণাশ্রয়ম্।
ইতি রামানুজাচার্য্যায় ময়োক্তং বদ সত্বরম্॥
—সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাপূর্ণকে গুরুপদে বরণ কর। তুমি অতি সত্বর যাইয়া রামানুজাচার্য্যকে আমার সকল বাক্য বল।

বরদরাজ আজ স্বয়ংই লক্ষ্মণের নূতন নামকরণ করিলেন "রামানুজাচার্য্য"। উত্তরকালে এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজপ্রদত্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া রামানুজ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এতদিনে তাঁহার গুরুলাভের উপায় মিলিয়াছে। তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। অবিলম্বে মহাপূর্ণের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের জন্য শ্রীরঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সময় বসিয়া নাই—নিত্য প্রবহমান। মহামুনি যামুনা-চার্য্যের মহাপ্রয়াণের পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে তিরুবররঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ। দেহত্যাগের পুর্বে যামুনাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকেই মঠের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরম ভক্ত, দাস্তভক্তিতে তাঁহার জীবন ভরপুর। সকলেরই তিনি একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার ভগবস্তক্তি, ইষ্টে নিষ্ঠা, সেবা-পূজায় অনলস ভাব, এ সমস্তই অতুলনীয়—সকলের আদর্শ। তাঁহার সুমধুর বাক্যে, অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ; কিন্তু যামুনাচার্য্যের মরলীলা সংবরণের পর হইতে মঠে তেমন করিয়া শাস্ত্রালোচনা হয় না এবং শাস্ত্রোপদেশ হয় না, ইহাই যেন মঠবাসী সকলের মনোগত ভাব। বাস্তবিকপক্ষে ইহা একেবারে মিথ্যাও নহে। তিরুবররঙ্গ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু তাহা হইলেও গুরু সাজিয়া সকলকে শাস্ত্রোপদেশ দেওয়া অপেক্ষা ভগবৎসেবাতে ডুবিয়া থাকিতেই তিনি ভালবাসিতেন। কর্ত্তব্যানুরোধে যেটুকু শাস্ত্রালোচনা এবং শাস্ত্রোপদেশ করিতেন তাহা যে প্রচুর নহে, সকলের সঙ্গে তিনি নিজেও তাহা অনুভব করিতেন। একদিন তিনি মঠের সমস্ত গৃহী এবং সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দকে ডাকাইয়া কহিলেন, "আজ প্রায় এক বৎসর হইল, আমাদের শ্রীগুরুদেব মহামুনি যামুনাচার্য্য আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন. তদবধি যদিও আমি মঠের অধ্যক্ষ তথাপি আমি নিজেকে তাহার উপযুক্ত মনে করিতেছি না। পূর্বের স্থায় মঠে তেমনভাবে শাস্ত্রালোচনা হইতেছে না; কাঞ্চীপুর নিবাসী লক্ষ্মণের প্রতিই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য মহাপূর্ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ লক্ষ্মণ আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলেও লক্ষ্মণই যে ভবিষ্যতে সমস্ত বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবেন এবং এ-বিষয়ে লক্ষ্মণই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র, এ-কথা তাঁহার মুখে অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিবার পর কি করিয়া যামুনাচার্য্যের মৃতদেহের মুষ্টিবদ্ধ অঙ্গুলি তিনটী খুলিয়া গিয়াছিল, সে সব ঘটনা আশা করি সকলেরই স্মরণ আছে। লক্ষ্মণ অধীতশাস্ত্র—মহাপণ্ডিত। তিনি যাদবপ্রকাশের ন্যায় পণ্ডিতবরকেও বাল্যকালেই একাধিকবার পরাজিত করিয়া তাঁহার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। এই লক্ষ্মণই সর্ববিষয়ে আমাদের মঠের অধ্যক্ষ হওয়ার উপযুক্ত। তিনি অধ্যক্ষ হইলে পূর্বের ন্যায় শাস্ত্রের পঠন পাঠনও চলিতে পারিবে। আপনাদের সকলের মত হইলে শীঘ্রই তাঁহাকে এখানে আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করা যাইতে পারে। সমবেত ভক্তবৃন্দ সকলেই তিরুবররঙ্গের সহিত একমত হইলেন। পরামর্শ করিয়া মহাপূর্ণকেই তথায় প্রেরণ করা স্থির হইল। যদি লক্ষ্মণ এখনই আসিতে না পারেন তবে মহাপূর্ণ কাঞ্চীপুরীতে থাকিয়া তাঁহাকে 'তামিল বেদ' শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষা-কার্য্যে দীর্ঘদিনের প্রয়োজন, অতএব মহাপূর্ণ সস্ত্রীক তথায় যাত্রা করিলেন। সকলেই আশা করিলেন মহাপূর্ণের সাহচর্য্যে লক্ষ্মণ অবশ্যই শ্রীরঙ্গম আসিবার প্রেরণা বোধ করিবেন।

সব কিছুরই একটা নির্দিষ্ট কাল আছে। সেইকাল উপস্থিত না হইলে কোন কিছুরই হইবার সম্ভাবনা নাই। রামানুজ গুরুলাভের জন্য এতদিন কত চেষ্টাই না করিয়াছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সময় না হইলে তো তাহা হইতে পারে না ; ফলে তাঁহার সকল চেষ্টাই এতদিন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। আজ সেই সময় হইয়াছে—গুরুলাভের শুভ মুহূর্ত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত। তিনি মহাপূর্ণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এদিকে মহাপূর্ণও তাঁহার খোঁজে চলিয়াছেন। শিষ্যই যে শুধু গুরুর অন্বেষণ করেন, তাহা নহে, সময় উপস্থিত হইলে সেই শুভ মুহূর্ত্ত যাহাতে বহিয়া না যায় সেজন্য গুরুকে ছুটিতে হয় শিষ্যের অন্বেষণে ; দুইদিক হইতে দুইজন ছুটিয়াছেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে দুই জন একই সময়ে মাতুরান্তক নামক স্থানে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে—তাহারই সম্মুখে সুবৃহৎ সরোবর। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মহাপূর্ণ সেখানে বিশ্রাম করিতেছিলেন। ঠিক সেই সময়ে রামানুজ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে মহাপূর্ণকে তথায় দেখিতে পাইয়া প্রথমে ইহা তাঁহার দৃষ্টিশক্তির ভ্রম বলিয়াই মনে করিলেন, কিন্তু আরও নিকট আসিয়া দেখিলেন ইহা তাঁহার দৃষ্টিশক্তির ভ্রম নহে, তিনি যাঁহার জন্য প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহে পথ চলিয়াছেন, সত্য সত্যই তিনি এখানে উপস্থিত। রামানুজ তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "প্রভো ! আমি যে আপনারই খোঁজে চলিয়াছি। দীক্ষাহীন জীবনে কিছুতেই শান্তি নাই। কাহাকে গুরুপদে বরণ করিব জানিতে চাহিলে বরদরাজ আপনাকেই আমার ইহ ও পরকালের আশ্রয় বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন।” “বৎস আমিও তোমারই অন্বেষণে চলিয়াছি। আমাদের মঠাধ্যক্ষ তিরুবররঙ্গ ইচ্ছা করেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তামিলবেদ তুমি পাঠ কর। এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। যাহাহউক, উভয়ের সাক্ষাৎ হইল ভালই হইল। চল কাঞ্চীপুরী যাওয়া যাউক, সেখানে যাইয়া বরদরাজের আদেশানুরূপ তোমার দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবে।” মহাপূর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রামানুজ কহিলেন, “না, প্রভো! এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আগে দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হউক, তৎপর সকলে মিলিয়া কাঞ্চীপুরী গমন করিব। মৃত্যুর নিকট সময় অসময় নাই। কখন যে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে কেহই বলিতে পারে না। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করুন; মহামুনি যামুনাচার্য্যকে দর্শন করিবার জন্য কত ব্যাকুল আগ্রহে শ্রীরঙ্গমে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু মৃত্যুই আমার সেই সাধে বাদ সাধিয়াছিল। অতএব আমি প্রর্থনা করিতেছি আপনি এই মুহূর্ত্তেই আমাকে দীক্ষাদান করিয়া কৃতার্থ করুন।” তাঁহার এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দীক্ষার জন্য তাঁহার প্রাণের এই ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া মহাপূর্ণ তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া স্বয়ং সেই সরোবরে স্নান করিলেন। রামানুজও স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া আসিলে, উভয়ই মন্দিরস্থিত বিষ্ণু-মূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করিলেন। তৎপর মহাপূর্ণ যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া তাহাতে যথাবিধি হোম সমাপন করতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি শঙ্খ এবং আর একটি চক্রচিহ্নিত মুদ্রা উত্তপ্ত করিয়া রামানুজের দক্ষিণ ও বাম বাহু তদ্দ্বারা চিহ্নিত করিলেন। বৈষ্ণবোচিত তিলকাদি ধারণ করিয়া রামানুজের রূপ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তৎপর মহাপূর্ণ স্বীয় গুরু যামুনাচার্য্যকে স্মরণ করিয়া এবং ইষ্টপদে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া রামানুজকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। এতদিনে রামানুজের অভীষ্ট পূর্ণ হইল। তিনি যেন নবজন্ম লাভ করিয়াছেন এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া রামানুজের প্রার্থনায় মহাপূর্ণ তাঁহারই বাটীর এক অংশে সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন; এবং রামানুজের আগ্রহে তাহার স্ত্রী জামাম্বাকেও দীক্ষাদান করিলেন। যথাসময়ে মহাপূর্ণের নিকট রামানুজ তামিলবেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই তামিলবেদ এক বিরাট গ্রন্থ, চারি সহস্র শ্লোক সমন্বিত এই গ্রন্থ। জন্মসিদ্ধ দ্বাদশজন আড়্বারের সাক্ষাৎ অনুভূতিলব্ধ দিব্য জ্ঞান এই দ্রাবিড়বেদে সন্নিবিষ্ট আছে। পাঠ এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে যে, মহাপূর্ণ দেখিলেন পূর্বকল্পিত সময় অপেক্ষা বহু পূর্বেই তাহা সম্পন্ন হইবে; প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। রামানুজ ছয়মাসে পাঠ সমাপ্ত করিলেন। গুরু-শিষ্য উভয়েরই আনন্দ। বিদ্যাদানে এবং গ্রহণে উভয় ক্ষেত্রেই আনন্দ—বিদ্যার ইহা এক অপূর্ব্ব ফল। পাঠ সমাপন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিতে হইবে শাস্ত্রের এই বিধান। রামানুজ শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী গুরুদক্ষিণার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য হাটে গমন করিলেন। মহাপূর্ণও গৃহে ছিলেন না। সেই সময় জামাম্বা ও তাঁহার গুরুপত্নী উভয়ই জল আনিবার জন্য নিকটবর্ত্তী একটি কূপে গমন করেন। উভয়ই রজ্জুবদ্ধ কলসী কূপে নিক্ষেপ করিয়া তাহা জলপূর্ণ হইলে একই সময়ে টানিয়া তুলিতেছিলেন। সেই সময় মহাপূর্ণের স্ত্রীর কলসী হইতে দু-এক বিন্দু জল জামাম্বার কলসীতে পতিত হইল। আর যায় কোথায়? জামাম্বা ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি, ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "এ তোমার কিরূপ ব্যবহার বল দেখি? গুরুপত্নী বলিয়া তুমি তো আর গুরু নও, যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে এবং তাহাই সহিয়া যাইতে হইবে? তোমার পিতৃকুল অপেক্ষা আমার পিতৃকুল কত শ্রেষ্ঠ তাহা কি তুমি অবগত নও? তোমার কলসীর জল আমার কলসীতে পতিত হইলে আমি কি করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে পারি?" এই কঠোর বাক্য বলিয়া জামাম্বা তাঁহার গুরুপত্নীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণের স্ত্রী সুশীলা ও সরল স্বভাবা ছিলেন। তিনি কলহ করিতে পারিতেন না। নীরবেই জামাম্বার কঠোর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। যে অন্যায় কর্মের প্রতিবিধান না করিতে পারিয়া হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হয়, অনেক সময় কাঁদিয়াই হৃদয়ের সেই দুঃখভার দূর করা যায়। মহাপূর্ণের স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীকে ক্রন্দনরতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। মহাপূর্ণের স্ত্রী, জামাম্বার অন্যায় ব্যবহার সম্বন্ধে সকল কথাই স্বামীর নিকট নিবেদন করিলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া মহাপূর্ণ কহিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তুমি দুঃখ করিও না। ভগবৎ-ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না; এবং বিনা প্রয়োজনে তিনি কিছুই করেন না। দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীরঙ্গনাথকে ত্যাগ করিয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। এইভাবে তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আর এখানে থাকা উচিত নহে। জামাম্বাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান তাহাই ইঙ্গিত করিলেন। চল এখনই শ্রীরঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করি। রামানুজ গৃহে ফিরিলে যাওয়া সম্ভব হইবে না; অতএব যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হও।"

রামানুজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিয়া মহানন্দে গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়া তাঁহার হরিষে বিষাদ ঘটিল। মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চীপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। জামাম্বার নিকট শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, তাহার অন্যায় ব্যবহারেই মহাপূর্ণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। গুরুর বিরহ তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল — তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। জামাম্বাকে কহিলেন—"তুমি যা অপরাধ করিয়াছ তাহার ক্ষমা নাই। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র হৃদয় স্ত্রীর জন্য আমিও গুরুর নিকট মহা অপরাধে অপরাধী।" এইরূপ বলিয়া তিনি ঐ সকল দ্রব্য লইয়া বরদরাজের মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন। জামাম্বা স্বামীর কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিল না বটে, কিন্তু ক্রোধে তাহার দেহ মন জর্জ্জরিত হইতে লাগিল।

মন্দিরে যাইয়া রামানুজ সমস্ত দ্রব্য বরদরাজকেই অর্পণ করিলেন। পূজার্চ্চনায় বহু সময় অতিবাহিত হইল। ভগবৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সান্নিধ্যে রামানুজ অনেকটা শান্ত হইলেন। গৃহে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে একজন অতি জীর্ণশীর্ণ ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট কিছু আহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। রামানুজ বলিলেন—"আমার গৃহে চল, সেখানে তোমাকে আহার্য্যবস্তু প্রদান করিব।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আমি আপনার গৃহ হইতেই তাড়িত হইয়া আসিতেছি। আপনার স্ত্রীর নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রামানুজের মনে হইল এইরূপ স্ত্রীর সঙ্গে আর বাস করা উচিত নহে। ক্ষুদ্রচেতা, ধর্ম্মহীনা এই নারী আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম এবং গৃহধর্ম্ম পালনে সর্ব্বদাই বিঘ্ন ঘটাইতেছে; এমতাবস্থায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কোনই অন্যায় হইবে না। রামানুজের কর্ত্তব্য স্থির হইল; ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"দেখুন, আপনি এক কাজ করুন, তাহা হইলে আমার স্ত্রী আপনাকে খুব আদরের সহিত ভোজন করাইবে, তা ছাড়া আমিও আপনাকে অর্থের দ্বারা পুরস্কৃত করিব। আমি একখানা পত্র লিখিয়া দিতেছি—পত্রখানা আমার স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিবেন, আপনি তাহার পিত্রালয়ের লোক, তাহাকে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। তাহার ভ্রাতার বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী, সেই জন্য তাহার পিতা আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ব্রাহ্মণ তদ্রূপ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ক্ষুধার জ্বালায় ন্যায় অন্যায় ভাবিবার তাহার অবসর ছিল না—তদুপরি অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও রহিয়াছে। রামানুজ কিছু মিষ্টান্ন এবং নূতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পত্রবাহকের সঙ্গে অনতিবিলম্বে জামাম্বা যেন পিতৃগৃহে চলিয়া আসে' এই মর্ম্মে একখানা পত্রও লিখিয়া ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন ; পত্রখানা যেন জামাম্বার পিতা লিখিতেছেন এইভাবে লেখা হইল। ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে রামানুজের গৃহে উপস্থিত হইয়া সেই সকল দ্রব্য ও পত্র জামাম্বাকে প্রদান করিলেন। জামাম্বা পত্রের মর্ম্ম ব্রাহ্মণের মুখে অবগত হইয়া পিতৃগৃহে যাইবার আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কতক্ষণে স্বামী গৃহে ফিরিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পিতৃগৃহ হইতে আসিতেছেন, অতএব তাঁহার আদর-যত্নের ত্রুটী হইল না। পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ইতিমধ্যে রামানুজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। জামাম্বা পত্রখানা তাঁহার হাতে দিয়া পিতৃগৃহে গমনের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রামানুজ কহিলেন—"তাহা হইলে তুমি এখনই এই পত্রবাহকের সঙ্গে গমন কর। তোমার মুল্যবান অলঙ্কারগুলি সমস্তই সঙ্গে লইয়া যাও। বিশেষ কাজ রহিয়াছে, এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইবে না ; সুবিধা হইলে আমি পরে যাইতে চেষ্টা করিব—এই কথা তোমার পিতামাতাকে বলিও।"

জামাম্বা ভ্রাতার বিবাহে যোগ দিবার জন্য মনের আনন্দে পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন।

কর্ত্তব্য তো পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছেন। গৃহ সংসার ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই এখন সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য। স্ত্রী বিদায় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বরদরাজের মন্দির অভিমুখে যাত্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। সেখানে উপনীত হইয়া কাঞ্চীপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প, এই কথা কাঞ্চীপূর্ণকে নিবেদন করিয়া এ-বিষয়ে তাঁহার কি অভিমত জানিতে চাহিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ মহা আনন্দে এই বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণের সম্মতি পাইয়া রামানুজ ইহা ভগবৎ-আদেশ বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। বরদরাজ তো কাঞ্চীপূর্ণের মুখ দিয়াই কথা বলিয়া থাকেন। অতএব সন্ন্যাসগ্রহণে রামানুজের মনে আর কোন দ্বিধাই রহিল না। মন্দিরের সম্মুখেই অনন্ত সরোবর। রামানুজ মস্তক মুণ্ডন করিয়া অনন্ত সরোবরে অবগাহন করিলেন। তৎপরে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বরদরাজকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই সন্ন্যাসের গুরুপদে বরণ করিলেন। দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, এই সময় কাঞ্চীপূর্ণ ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে "যতিরাজ" বলিয়া সম্বোধন করেন। তদবধি রামানুজ "যতিরাজ" বলিয়াও অভিহিত হইতেন।

ভগবানই তাঁহার এক্ষণে একমাত্র আশ্রয়। সাংসারিক-সূত্রে যাহাদের সহিত আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এক্ষণে সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হইল, বিশেষ করিয়া কেহই আর তাঁহার আপন কিম্বা পর রহিল না। একমাত্র ভগবদ্‌সম্বন্ধে আব্রাহ্মস্তম্ব সকলের সঙ্গে এক নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ভিক্ষা কিংবা আকাশবৃত্তিই এক্ষণে তাঁহার উপজীবিকা; তাঁহার নিজের বলিয়া আর কোন বিষয়সম্পত্তিই তাঁহার অধিকারে রহিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার সন্ন্যাসের সংবাদ দেখিতে দেখিতে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে নরনারী আসিয়া সেই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইল। সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবিধ এষণা জলাঞ্জলি দিয়াছেন; আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সর্ব্বতোভাবে নিজেকে ভগবৎচরণে সমর্পণ করাতে নিজের বলিয়া আর কিছুই রহিল না—দেহ গেহ সবই এখন ভগবানের। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সবে নিজের বলিয়া অভিমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃত সন্ন্যাস হয় না। কাজেই প্রকৃত সন্ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই স্থূল জগতের দিক দিয়া স্থূল দৃষ্টিতে একেবারে রিক্ত—একান্তই নিঃস্ব। একমাত্র ভগবান ছাড়া তাঁহার আর কোন আশ্রয় থাকে না। কোথায় বিশ্রাম করিবে, কি আহার করিবে—সন্ন্যাসীর পক্ষে এসব বিষয়েও ভাবিবার অধিকার নাই। ভগবৎবিধানে যখন যেরূপ ব্যবস্থা হয় তাহা ভাল অথবা মন্দ বিচার না করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কাজেই এ এক নূতন জীবন। স্থূল দৃষ্টিতে এ জীবন রিক্ত নিঃস্ব বলিয়া মনে হইলেও ভগবানই তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হওয়াতে তিনি রিক্তও নহেন, নিঃস্বও নহেন; অধিকন্তু তাঁহার জীবন পূর্ণাৎ পূর্ণতর। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী—"অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমায় স্মরণ করে তাহার অপ্রাপ্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু আমি প্রদান করিয়া থাকি এবং সমস্ত প্রাপ্ত বস্তুরও পরিরক্ষণ করিয়া থাকি (যোগক্ষেমং বহাম্যহম্)।" কাজেই ভগবানে উৎসর্গীকৃত যে সন্ন্যাসজীবন, সে-জীবনে অভাবের কোন কথাই আসিতে পারে না। সন্ন্যাসজীবন পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন। এ জীবনে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার আপন—সকলেই তাঁহার ইষ্টের বিভূতিস্বরূপ। সন্ন্যাসজীবনে এই অভূতপূর্ব অনুভূতি—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অনুভূতি। এই অভূতপূর্ব আনন্দানুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামানুজের বাহির এবং ভিতরের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া দর্শনকারীমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়। শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মস্তক অবনমিত হয়।

মঠবাসীদের আগ্রহে রামানুজ নিকটবর্ত্তী এক মঠে বাস করিতে লাগিলেন; এখন হইতে ভগবানের মন্দিরই তাঁহার আশ্রয় হইল। তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার ত্যাগ বৈরাগ্যের খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া কেহ কেহ আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। প্রথম শিষ্য তাঁহার আপন ভাগিনেয় দাশরথি (অপর নাম অণ্ডান্) শুধু দীক্ষাই গ্রহণ করিলেন না—সন্ন্যাস গ্রহণও করিলেন। অণ্ডান্ মহাপণ্ডিত — বেদবেদান্তে পারদর্শী। তারপর আসিলেন কুরেশ। তিনি ছিলেন মহাধনী; দাতা কর্ণের ন্যায় তিনি দাতা ছিলেন। তাঁহার দানের কথা দেশ-বিদেশে প্রচারিত ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ; তদুপরি তিনি ছিলেন শ্রুতিধর, এক্‌বার যাহা শ্রবণ করিতেন বা পাঠ করিতেন তাহা আর কখনও বিস্মৃত হইতেন না।

রামানুজ প্রত্যহ শিষ্যদ্বয়কে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিতেন। শাস্ত্রের এই অপূর্ব ব্যাখ্যায় ভক্তির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইত। প্রত্যেক শ্রোতা—কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, তাঁহার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত। পাণ্ডিত্যবিহীন জনসাধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ বুঝিত না বটে, কিন্তু যথাসর্বস্ব দানে ভগবানের সেবা করিতে হইবে, তাঁহাকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিতে হইবে—ভক্তিতত্ত্বের এই মূল কথা তাহাদের বুঝিতে অসুবিধা হইত না। অসংখ্য নরনারী প্রতিদিন তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য মঠপ্রাঙ্গণে সমবেত হইত। দূর-দূরান্তর হইতেও বহুলোক আগমন করিত।

একদিন রামানুজ শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছেন, শিষ্যদ্বয় সম্মুখে উপবিষ্ট। তা ছাড়া অগণিত নরনারী আকুল আগ্রহে সেই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হৃদয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। সকলেরই চোখেমুখে শ্রদ্ধাভক্তির অপ-রূপ দীপ্তি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। যে না দেখিয়াছে, সে তাহা বুঝিবে না। ইহা বুঝাইবার নহে, বুঝিবার—হৃদয়ে অনু-ভব করিবার। এমন সময় যাদবপ্রকাশের মাতা বরদরাজকে দর্শন করিতে আসিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে রামানুজকে উপবিষ্ট দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। রামানুজের সেই সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি, বদনমণ্ডলে ভক্তি ও পবিত্রতার অপূর্ব দীপ্তি। শাস্ত্রব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে আত্মানুভূতির মধুর পীযূষধারা, সব মিলিয়া এক অমৃতময় অমরলোক সৃজন করিয়াছে। এই পবিত্র আবে-ষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত হইয়া যাদবপ্রকাশের মাতা আত্মহারা হইলেন—ভুলিয়া গেলেন জীবনের সকল অশান্তি, সকল দুঃখ-দুর্দ্দশা—রোগশোকের তিক্ত অভিজ্ঞতা। তাঁহার ক্ষুদ্র আমিত্ব যেন কোন্ অতলে তঁলাইয়া গেল—তিনি জীবনে এক অননুভূত অমৃতময় মধুর স্বাদ অনুভব করিলেন। যেদিকে তাকাইতেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশেপাশে চতুর্দ্দিকে সর্বত্রই আনন্দের এক নূতন জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে। বুঝিলেন রামানুজ সামান্য মানব নহে। তাঁহারই কৃপায় আজ তাঁহার এই অভিনব অনুভূতি! সেই অনুভূতি অপার্থিব অনুভূতি—আনন্দের অনুভূতি; দুঃখকষ্টের লেশমাত্র তাহাতে নাই। তাঁহার আজ এক নূতন জীবন লাভ হইল। গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু সেই আর পুরান মানুষটী নহে—নূতন জীবন লইয়া নূতন মানুষ।

যাদবপ্রকাশ বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছেন; রাতদিন শাস্ত্রালোচনাও করিতেছেন; কিন্তু জীবন তাঁহার বড়ই দুঃখময়—শান্তির লেশমাত্র কোথাও নাই। শাস্ত্র তাঁহার জীবনের যথার্থ প্রয়োজনে আসে নাই, কারণ শাস্ত্রার্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। অনুভূতিহীন শাস্ত্রজ্ঞান জীবনে শুধু ভারস্বরূপ। রামানুজের প্রাণসংহারের যে ভীষণ সংকল্প তিনি করিয়াছিলেন সেই স্মৃতি কিছুতেই তিনি হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। সর্বদা সেই স্মৃতির দংশন তাঁহার জীবনকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। শান্তির উপায় কোথাও দেখিতে পাইতেছেন না। এক উপায় রামানুজের নিকট সকল কথা অকপটে স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা! তাহাই বা সম্ভব কি করিয়া? রামানুজ যে তাঁহারই শিষ্য! এক সময় রামানুজ তাঁহারই নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়াছে সে কথা ভুলেন কি করিয়া? শিষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, তা কি সম্ভব? যাদবপ্রকাশ উপায়হীন। মনের কথা মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিবার উপায় নাই। অশান্তির ভীষণ দাবানল তাঁহাকে পুড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মারিতেছে। ফলে বার্দ্ধক্যপীড়িত দেহ আরও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

যাদবপ্রকাশের মাতা সবই বুঝিতেছেন। সন্তানের কোন্ গোপনীয় ব্যথা মায়ের নিকট লুক্কায়িত থাকে ? তিনিও উপায় খুঁজিতেছিলেন কি করিয়া যাদবপ্রকাশের জীবনে শান্তি আসে। সেইদিন মঠ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার কেবলই মনে হইতেছে, যাদবপ্রকাশ যদি রামানুজের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে তবেই তাহার জীবনের সকল অশান্তি দূর হইবে। সন্তানের কল্যাণ কামনায় মাতৃহৃদয় সত্যদ্রষ্টা— কাজেই তাঁহার এ সিদ্ধান্ত —সৎসিদ্ধান্ত। একদিন কথায় কথায় তিনি যাদবপ্রকাশকে তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। মায়ের সকল কথা তিনি মন দিয়া শ্রবণ করিলেন। কথাগুলি তাঁহার নিকট ভালই লাগিল, যুক্তিযুক্তও মনে হইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, লক্ষ্মণ যে তাঁহার শিষ্য ; এই আত্মাভিমানই মায়ের উপদেশ পালনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, “সে কি করিয়া হয় মা ? সে যে আমার শিষ্য।” মাতা আর কিছু বলিলেন না, মনে মনে বরদরাজের নিকট তাঁহার সুমতির জন্য প্রার্থনা করিলেন। বড় দুঃখেই যাদবপ্রকাশের দিন কাটিতেছে। একদিন তিনি তাঁহার আশ্রমপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিতে পাইলেন সম্মুখের পথ ধরিয়া কাঞ্চীপূর্ণ দ্রুত পদবিক্ষেপে কোথায় চলিয়াছেন। কাঞ্চীপূর্ণের উপর তাঁহার মন কখনো প্রসন্ন ছিলনা। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাঞ্চীপূর্ণকে শ্রদ্ধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিত—সকলেই বলিত কাঞ্চীপূর্ণের সহিত বরদরাজ কথা কহেন, এ সমস্তই যাদবপ্রকাশের নিকট অসহ্য বোধ হইত। নীচকুলোদ্ভব কাঞ্চীপূর্ণ, পাণ্ডিত্যবিহীন কাঞ্চীপূর্ণ, সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির কুসুমাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবে—ইহা পাণ্ডিত্যাভিমানী বর্ণ-শ্রেষ্ঠ যাদবপ্রকাশ কি করিয়া সহ্য করিতে পারে? অথচ সহ্য না করিয়াও উপায় ছিল না, কারণ ইহার কোন প্রতিবিধান করাও তাঁহার শক্তির বাহিরে ছিল। মনের এই অবস্থায় তিনি কখনো কাঞ্চীপূর্ণের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে পারেন নাই, সর্ব্বদা তাঁহাকে এড়াইয়াই চলিয়াছেন। আজ কি জানি কেন তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ডাকিবার ইচ্ছা হইল, তাঁহার প্রতি মনের সেই বিরূপতা তেমন করিয়া অনুভব করিলেন না। কাঞ্চীপূর্ণকে ডাকিয়া বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন, বলিলেন, "শুনিতে পাই বরদরাজ আপনার সঙ্গে কথা বলিয়া থাকেন। দেখুন, আমার জীবন বড় অশান্তিময়। কি করিয়া জীবনে শান্তি পাইতে পারি বরদরাজকে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন?" কাঞ্চীপূর্ণের কিছুই অজ্ঞাত ছিলনা। তাঁহার জীবনের অশান্তির সকল কারণই তিনি জানিতেন। অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আচ্ছা! বরদরাজকে আমি আপনার কথা বলিব, তিনি যেরূপ আদেশ করেন, যথা সময়ে আমি তাহা আপনাকে জ্ঞাপন করিব।" এই বলিয়া তিনি যাদব-প্রকাশের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। গভীর রাত্রে যাদব-প্রকাশ স্বপ্ন দেখিলেন; দেখিলেন কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, "যাদব! তুমি রামানুজের শরণ লও, তাহা হইলেই তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের সকল অশান্তি দূর হইবে—তুমি সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।” স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, একি আশ্চর্য্য! মাও যে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন—এ যে মায়েরই কথার প্রতিধ্বনি। যাহাহউক দেখি, কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের নিকট হইতে কি আদেশ লইয়া আসেন। যাদব-প্রকাশ কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের আদেশ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

প্রভাত হইতে না হইতেই কাঞ্চীপূর্ণ যাদবপ্রকাশের আশ্রমে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই যাদবপ্রকাশ ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করিলেন, “কি হইল? বরদরাজ আমার জন্য কি আদেশ করিয়াছেন?” কাঞ্চীপূর্ণ কহিলেন, “রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই আপনার সকল অশান্তি দূর হইবে, জীবন ধন্য হইবে—ইহাই বরদরাজের আদেশ।” এই বলিয়া কাঞ্চীপূর্ণ চলিয়া গেলেন। প্রথমে মা, দ্বিতীয়তঃ স্বপ্ন, সর্ব্বশেষে বরদরাজও তাঁহাকে রামানুজের নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। এ ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু রামানুজ যে তাঁহার শিষ্য! কি করিয়া তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়—তাহার পায় মাথা নত করা যায়! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আরও দু-চার দিন গত হইল। কিন্তু হৃদয়ের অশান্তি যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবশেষে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া একদিন রামানুজের মঠে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় রামানুজ শিষ্যগণকে শাস্ত্রোপদেশ করিতেছিলেন। আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ তাঁহার নিকট অপার্থিব সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া প্রতিভাত হইল। তাঁহার সেই মনোহর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর যেন রামানুজ আর এক নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছেন। যাদবপ্রকাশের মনে হইল রামানুজ মানুষ নহে, দেবতা। আর বাস্তবিকই তো তাই। যাদবপ্রকাশকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া রামানুজ ব্যস্ত সমস্তভাবে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং সশ্রদ্ধভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। রামানুজের ব্যবহার বিনীত, সশ্রদ্ধ। সেই ব্যবহার শিষ্যজনোচিত। তাঁহার ব্যবহারে যাদবপ্রকাশ খুবই প্রীত হইলেন। ভাবিলেন, আমি বার বার তাহাকে অপমানিত করিয়া আশ্রম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি, শুধু তাহাই নহে, তাহার প্রাণনাশেরও চেষ্টা করিয়াছিলাম, তবুও তাহার কিনা আমার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুর ব্যবহার। রামানুজ সামান্য মানব হইলে তাহা সম্ভব হইত কি? না, আর বিলম্ব করা উচিত নহে,—তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়; তাহাতে আমার পরম কল্যাণই যে সাধিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে, তুমি তাহার উত্তর প্রদান কর। তোমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রহ্ম নির্গুণ নহে সগুণ। এই সিদ্ধান্তের মূল শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং যুক্তি কি আছে আমি তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।" রামানুজ বিনীতভাবে কহিলেন "প্রভো! আমার বক্তব্য আমি নিবেদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন। শ্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন, ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন, তিনি বহু হইবেন। সঙ্কল্প অনুযায়ী তিনি বহু হইলেন, অর্থাৎ অনন্ত জীব এবং অনন্ত বৈচিত্র্যবিশিষ্ট জগৎরূপ ধারণ করিলেন। সর্ব্বকারণের কারণ পরব্রহ্মে যদি এই বৈচিত্র্যের বীজ নিহিত না থাকিত তবে সৃষ্টিতে ইহা কোথা হইতে আসিল? যাহা একদা নাই; তাহার প্রকাশ সম্ভব কী? মুলে ছিল বলিয়াই তাহার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য মূলে ইহা সূক্ষ্মাকারে ছিল, প্রকাশে স্থূল রূপ ধারণ করিয়াছে। বীজের মধ্যে বৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত আছে বলিয়াই বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব হয়। যদি ব্রহ্মকে একান্ত নির্গুণ নির্বিশেষ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টির উপাদান কারণরূপে কি করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করা যায়? অথচ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই তাহাকে জগৎসৃষ্টির শুধু নিমিত্ত কারণই বলেন নাই, উপাদান কারণরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রুতি ইহা বুঝাইতে যাইয়া উর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মাকড়সা যেমন বাহিরের কোন উপাদান ব্যতিরেকে নিজের মধ্য হইতেই তন্তুসকল নির্মাণ করে, ব্রহ্মাও তদ্রূপ নিজ হইতেই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মই যখন একমাত্র সদ্‌বস্তু তখন সৃষ্টির উপাদান তাঁহার মধ্যেই থাকা চাই, তাহা না হইলে তাহা আসিবে কোথা হইতে? জীব জগৎকে একদা মিথ্যাও বলা যায় না। কারণ, আমরা সকলেই ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। যাহা নাই তাহার প্রত্যক্ষানুভবও সম্ভব নহে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি তাহা তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। অতএব ব্রহ্মে সবিশেষ জগৎ অবশ্যই নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কাজেই ব্রহ্মকে একান্ত নির্বিশেষ বলি কি করিয়া? জগতের নিমিত্ত কারণও তিনি অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির কর্ত্তাও ব্রহ্মই। শুধু সৃষ্টি নহে, পালন সংহারও তিনিই করিতেছেন। কাজেই তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলিতে পারি না। অতএব ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন—সগুণ; নিষ্ক্রিয় নহেন, —সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তিনিই করিতেছেন। সেদিন বরদরাজ স্বয়ংই এ-কথা কাঞ্চীপূর্ণের দ্বারা আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন।”

যাদবপ্রকাশ মহা ভাবনায় পড়িলেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্মকে একমাত্র নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় বলা হয় নাই—তাহার সগুণত্ব এবং সবিশেষত্বের কথাও সর্ব্বত্র রহিয়াছে, কাজেই রামানুজের এই সকল যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় কি করিয়া? তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, “আচ্ছা এই সিদ্ধান্তানুযায়ী মুক্তিতে জীব কিরূপ অবস্থা লাভ করে?” রামানুজ বলিলেন, “মুক্তিতে জীবের অস্তিত্ব বিলোপ হয় না। মুক্তিতে জীব যে ব্রহ্মে বিলীন হইয়া নাস্তি হইয়া যায় তাহা নহে। জীব নিত্য এবং ভগবানের নিত্যদাস। বদ্ধাবস্থায় জীবের এই দাস্যাবস্থার অনুভূতি থাকে না; মুক্তিতে সে নিজেকে সর্ব্বদাই ভগবানের দাসরূপে অনুভব করে। ইহাই তাহার স্বরূপ। স্বরূপে চিদানন্দময়। স্বরূপের বিচ্যুতি-তেই দুঃখ। জীব যখন নিজেকে ভগবানের দাসরূপে অনুভব করে না, তখনই তাহার স্বরূপের বিচ্যুতি এবং স্বরূপের এই বিচ্যুতিতেই সে দুঃখভাগী হয়। স্বরূপে স্থিতি অর্থাৎ ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যদাসরূপে স্থিতিই মুক্তি বা মোক্ষ।" যাদবপ্রকাশ দেখিতেছিলেন রামানুজের প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে শুধু যুক্তিতর্ক আর শাস্ত্রীয় প্রমাণই আছে, তাহা নহে, তাহার সঙ্গে রহিয়াছে রামানুজের অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান—তাই তাঁহার প্রত্যেকটি বাক্য এমন হৃদয়গ্রাহী। রামানুজ যাহা বলিতেছেন, তাহা যেন তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তু। এতটুকু দ্বিধা সঙ্কোচ তাঁহার বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে না। তা পাইবেই বা কেন? এ সমস্তই যে তাঁহার বরদরাজের কৃপায় অনুভবলব্ধ জ্ঞান। যাদবপ্রকাশ পুনরায় কহিলেন—"বৎস লক্ষ্মণ! এতদিনে আমার সকল সংশয় দূর হইয়াছে মনে হইতেছে। তবে তুমি যাহা বলিলে, সে-সম্বন্ধে আমি আরও কিছু শাস্ত্রীয় প্রমাণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।" রামানুজ কুরেশের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ইনি নিখিল শাস্ত্রে পারদর্শী। আমি যাহা যাহা বলিলাম, সে সম্বন্ধে ইনি এক্ষণে শত শত শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আপনার সংশয় অপনোদন করিবেন।" তারপর কুরেশকে বলিলেন—"আচার্য্য যাদবপ্রকাশের সন্তোষবিধানার্থ আপনি আমার বক্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল বিশেষভাবে ব্যক্ত করুন।" গুরুর আদেশে কুরেশ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস হইতে সহস্র সহস্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়া রামানুজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে লাগিলেন। যাদবপ্রকাশ চমৎকৃত হইলেন। যদিও এই সকল বাক্য তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তথাপি যথাস্থানে যথাযথরূপে সেই সকল বাক্যের ব্যবহার করিতে না পারিয়াই তিনি এতদ্দিন ঐ সকল বাক্যের যথার্থ অর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রবাক্য সকল আজ এক নূতন রূপ লইয়া তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইল। একে দীর্ঘ সময় ধরিয়া সৎসঙ্গ, তদুপরি রামানুজের অনুভবসিদ্ধ বাক্যসকল তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বহুল পরিমাণে তাঁহার চিত্তমল বিদূরিত হইল। মরুসম নিরস হৃদয় তাঁহার সরস হইল। দুই চোখ বাহিয়া অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি রামানুজের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন—"আপনি আমায় ক্ষমা করুন; আপনি মানুষ নহেন—দেবতা। আমার ন্যায় পাষণ্ডকে উদ্ধার করিবার জন্যই আপনি নরলোকে আগমন করিয়াছেন। আপনি ছাড়া আমাকে উদ্ধার করিবার আর কেহই নাই।" রামানুজ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কহিলেন—"হে পণ্ডিতপ্রবর! ভগবৎ-ইচ্ছায় আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, আপনি আশ্বস্ত হউন।" তৎপরে যথাবিধানে পঞ্চসংস্কারে — (১) দুই বাহুতে তপ্ত শঙ্খ ও চক্রের চিহ্ন অঙ্কন, (২) ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি তিলক ধারণ, (৩) ভগবানের দাসত্বসূচক নাম গ্রহণ, (৪) ইষ্টমন্ত্র দান এবং (৫) ভগবানের শরণাগতি সংস্কৃত করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবমতে সন্ন্যাস প্রদান করিলেন। তাঁহার নূতন নাম হইল গোবিন্দদাস। অদ্বৈতকেশরী যাদবপ্রকাশ আজ রামানুজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মত ত্যাগ করিলেন। বিষ্ণুমন্ত্রে ভক্তিমার্গে বিচরণ করিবার দীক্ষা লইয়া নিজেকে কৃতার্থবোধ করিতেছেন।

যাদবপ্রকাশ অদ্বৈত মত ত্যাগ করিয়া রামানুজের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন! অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, কাজেই এ-কথা মুখে মুখে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। প্রথমে অনেকেই বিশ্বাস করিল, আবার অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। কেহ কেহ এমন কথাও বলিল—সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত না হইয়া পশ্চিমাকাশে উদিত হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে যাদব-প্রকাশেরও অদ্বৈত মত ত্যাগ করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে সকলেই দেখিল অসম্ভবই সম্ভব হইয়াছে, পূর্ব্বাকাশের সূর্য্য পশ্চিমাকাশেই উদিত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস এক্ষণে রামানুজের সঙ্গে মঠেই বাস করিতে লাগিলেন। সাধনভজন এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাস্ত্রা-লোচনা করিয়া পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার হৃদয়ের সকল অশান্তি দূর হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান এখন আর তাঁহার নিকট ভারস্বরূপ নহে—অনুভূতিতে তাহা এক্ষণে প্রাণ-স্বরূপ। শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি "যতিধর্মসমুচ্চয়" নামে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে এমন সুন্দরভাবে আলোচনা করিলেন, যাহা পাঠ করিয়া আচার্য্য রামানুজ এবং অন্যান্য মঠবাসী বৈষ্ণবগণ যারপর নাই প্রীত হইলেন। সকলেই বুঝিলেন, অদ্বৈতকেশরী এক্ষণে যথার্থ বৈষ্ণবপদে উন্নীত হইয়াছেন। ক্রমে তিনি অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিলেন। আরো কিছুকাল জীবিত থাকিয়া একদা ভগবৎ-নাম স্মরণ করিতে করিতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ভগবানের নিত্যদাসরূপ স্বরূপে স্থিত হইয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার

অদ্বৈতকেশরী যাদবপ্রকাশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত ছিল। সে সময়ে এমন কোন পণ্ডিত প্রায় ছিল না বলিলেই চলে, যাহার নিকট যাদবপ্রকাশের নাম অজ্ঞাত ছিল। আজ আবার তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের, বৈষ্ণবমতে দীক্ষাগ্রহণের সংবাদও দূর দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীরঙ্গমেও এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে। যামুনাচার্য্যের শিষ্যবর্গ এই সংবাদ অবগত হইয়া আনন্দকোলাহলে মঠপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া তুলিল। সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল; এইবার বৈষ্ণবধর্মের বিজয়পতাকা সর্ব্বত্র উত্তোলিত হইবে—রামানুজই তাহা করিবেন। মহাপূর্ণের আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—কারণ রামানুজ যে তাঁহার বড় আদরের শিষ্য।

আবার সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন কি করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করা যায়। এজন্য সকলেই কাতরপ্রাণে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন। এক-দিন মহাপূর্ণ শ্রাশ্রীরঙ্গনাথের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলিয়াছেন, "যদি রামানুজকে এখানে আনয়ন করিতে হয় তবে বররঙ্গকে কাঞ্চীপুরী পাঠাইতে হইবে। বররঙ্গ সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী, সে যেন প্রতিদিন বরদরাজকে সঙ্গীত শ্রবণ করায়। বরদরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, রামানুজকে প্রার্থনা করিবে; তাহা ছাড়া তাহাকে এখানে আনয়ন করার আর অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন উপায় নাই।" বররঙ্গ অনতিবিলম্বে কাঞ্চীপুরী গমন করিলেন এবং প্রতিদিন বরদরাজকে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে অপূর্ব ভজন শ্রবণ করাইতে লাগিলেন।

বররঙ্গ যেমন সুকণ্ঠ ও সুগায়ক, তেমনি মহাভক্ত। তাঁহার কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বরদরাজ প্রীত হইলেন, বলিলেন—"বররঙ্গ! তুমি বর প্রার্থনা কর।" বররঙ্গ তো সেই প্রতীক্ষাতেই আছেন, কহিলেন—"প্রভু! কৃপা করিয়া রামানুজ যাহাতে শ্রীরঙ্গমে গমন করেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন।" বরদরাজ রামানুজের ন্যায় ভক্ত ছাড়িয়া থাকিবেন কি করিয়া? কিন্তু না ছাড়িয়াই বা উপায় কী? তিনি যে বরদানে প্রতিশ্রুত। অতএব বররঙ্গের প্রার্থনানুযায়ী তাঁহাকে বর দিতেই হইল। বররঙ্গের মুখে বরদরাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া রামানুজের শ্রীরঙ্গমে যাইবার আগ্রহ জন্মিল। আগ্রহ তো হইবেই, কারণ এ যে ভগবৎপ্রেরণা! যথাসময়ে বররঙ্গ রামানুজকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। রামানুজের সঙ্গে তাঁহার বহু শিষ্যও আগমন করিলেন। মঠবাসীর দীর্ঘকালের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ায় সকলেরই মহা আনন্দ। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে মঠের অধ্যক্ষপদে বরণ করিলেন।

মঠবাসী সকলের প্রীতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া রামানুজও সন্তুষ্ট হইলেন। প্রয়োজনবোধে রামানুজ মঠের নানাবিধ সংস্কারসাধন করিলেন, তাহাতে মঠের কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হওয়াতে সকলেই প্রীত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুদিন গত হইয়াছে, রামানুজ গোবিন্দের আর কোন সংবাদ জানেন না। গোবিন্দ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল;— এইবার রামানুজ মঠে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই ভাবিতেছেন গোবিন্দের খবর লইতে হইবে এবং গোবিন্দ যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে বৈষ্ণবমার্গে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজে পরম আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার আত্মীয় — প্রাণদাতা গোবিন্দকেও সেই আনন্দের সমভাগী করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহার মাতুল শৈলপূর্ণকেই এই কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া এক পত্র লিখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পত্র প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশৈলপূর্ণ কালহস্তী তীর্থে গমন করিলেন। যে স্থানে গোবিন্দের শিবমন্দির অবস্থিত তাহারই নিকটে একটী সরোবর। সরোবরের তীরে মনোহর পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানেরই পার্শ্বে এক বৃক্ষতলে শ্রীশৈলপূর্ণ আশ্রয় লইলেন। গোবিন্দ প্রতিদিন তাঁহার ইষ্ট দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার জন্য ঐ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতে আসেন। সেদিন পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব সরোবরতীরে বৃক্ষতলে বসিয়া কতিপয় ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। তিনি দূর হইতে তাঁহাকে আপন মাতুল বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। বৈষ্ণবের অপরূপ রূপ —বৃদ্ধ হইয়াছেন তথাপি তাঁহার দেহকান্তি অতুলনীয়। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপনা হইতেই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মস্তক অবনমিত হয়। গোবিন্দও দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুগ্ধ হইলেন। যাহা হউক তিনি পুষ্পচয়নে মনোযোগী হইলেন।

গোবিন্দ নানাজাতীয় সুগন্ধ ও মনোহর পুষ্পের দ্বারা সাজি ভর্ত্তি করিয়া ফিরিবার উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন সময় সেই সুদর্শন বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে মহাত্মন্! আপনি কাহার জন্য এই পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, জানিতে পারি কী?" গোবিন্দ সহাস্য বদনে কহিলেন—"আমার ইষ্ট দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার জন্য এই সকল পুষ্প আহরণ করিয়াছি।"

"সে কি কথা? দেবাদিদেব মহাদেব তো শ্মশানবিহারী; বিভূতিই তো তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, তাঁহার পূজার জন্য এত মনোহর পুষ্পের প্রয়োজন কী?" বৃদ্ধ বৈষ্ণব কিঞ্চিৎ হাস্য-সহকারে এই কথা বলিলে, গোবিন্দ কহিল—"হাঁ, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন। তিনি নীলকণ্ঠ, মহাযোগীশ্বর, তাঁহার নিকট চিতাভস্ম আর সুগন্ধ সুন্দর কুসুমদাম উভয়ই সমান। তথাপি ভক্ত তাঁহার আপন প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই তাঁহার ইষ্টের সেবা করিয়া থাকেন। ভক্ত ভালবাসেন তাঁহার ইষ্টকে ফুল দিয়া সাজাইতে — তাই তাঁহার পুষ্প আহরণের প্রয়োজন। ইষ্টদেবের গলায় মালা পরাইয়া তাঁহার তৃপ্তি, তাই তাঁহাকে মালা গাঁথিতে হয়, ভক্তের নিকট যাহা সুস্বাদু সুমধুর, তাই তিনি তাঁহার ইষ্টদেবকে নিবেদন করেন, তাতেই তাঁর আনন্দ। আর তাই বা বলি কেন? ভক্তের আনন্দেই ভগবানের আনন্দ; তিনি যে ভক্তবৎসল। অতএব ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার জন্য যাহা কিছু করেন, তাঁহাকে যাহা কিছু নিবেদন করেন, সব কিছুতেই ভগবানের প্রয়োজন যদি বলি, তাহাতেই বা দোষ কী?"

শ্রীশৈলপূর্ণ উত্তর করিলেন—"আপনি যাহা যাহা বলিলেন তাহা যুক্তি হিসাবে সমীচীন বোধ হইলেও আমার মনে হয়, সকল সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের আধার নারায়ণের পায়েই কুসুম-দাম ও গলে পুষ্পহার অধিকতর শোভা পায়। যিনি শ্মশান-বিহারী, ভস্ম যাঁহার অঙ্গের ভূষণ, বাঘাম্বর যাঁহার পরিধেয়, পুষ্পচয়ন তাঁহার জন্য নিষ্প্রয়োজন। ভাং, ধুতুরা আর ডমরু-ধ্বনিই তাঁহার ভক্তের আহরণীয়।" উভয়ের মধ্যে তর্ক বাধিল। সে-তর্কের আর মীমাংসা হইল না; কিন্তু গোবিন্দ আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, তাঁহার ইষ্টপূজার সময় বহিয়া যাইতেছে। "পরদিবস আবার এই বিষয়ে আলোচনা হইবে",—এই বলিয়া গোবিন্দ বিদায় লইল।

পরদিবস আবার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। আলোচনায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইল, কিন্তু সেদিনও কোন মীমাংসা হইল না। এমনি করিয়া দিনের পর দিন উভয়ের মধ্যে বিচার চলিয়াছে। নারায়ণের পূজাই শ্রেষ্ঠ, প্রত্যেক মুক্তিকামী ব্যক্তির নারায়ণকেই ইষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা উচিত, কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'মুক্তির জন্য নারায়ণকেই পূজা করিবে', শ্রীশৈলপূর্ণ যুক্তি-তর্ক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই কথাই গোবিন্দকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাদবপ্রকাশের অদ্বৈত মত ত্যাগ, বৈষ্ণব মত গ্রহণ, রামানুজকে গুরুপদে বরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্তই গোবিন্দ শ্রবণ করিয়াছিল। ক্রমশঃই যে বৈষ্ণব মত প্রাধান্য লাভ করিতেছে, শৈব এবং অদ্বৈতবাদীগণ তাঁহাদের মত ত্যাগ করিতেছেন, প্রতিদিনই এই সকল সংবাদ নানাভাবে অতিরঞ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছিল। গোবিন্দও এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া পূর্ব্বেই এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল। এক্ষণে শ্রীশৈলপূর্ণের মুখে নারায়ণ পূজার শ্রেষ্ঠতা দিনের পর দিন শ্রবণ করিয়া তাহার মন ক্রমশঃই এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। শৈলপূর্ণের সঙ্গে বিচারে এ-বিষয়ে একটা মীমাংসা হইয়া যায়, ইহাই গোবিন্দের ইচ্ছা। গোবিন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রহ্মেরই তো বিভূতি সাকার রূপ শিব এবং বিষ্ণু। অরূপের সাধনা বড়ই দুরূহ, সাধকের সাধনার সুবিধার জন্যই তিনি রূপ পরিগ্রহ করেন—বিষ্ণু এবং শিবরূপ গ্রহণের তাৎপর্য্যও তাহাই। মূলতঃ উভয়েরই আশ্রয় ব্রহ্ম এবং উভয়ই ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যদি আপনি এ কথা স্বীকার করেন, তবে বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে আপনি এত পার্থক্য করিতেছেন কেন?"

শ্রীশৈলপূর্ণ উত্তরে কহিলেন—"আপনি যাহা বলিলেন স্থূল দৃষ্টিতে তদ্রূপই মনে হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নারায়ণই পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরঃজ্যোতি, নারায়ণই বিষ্ণু এবং বিষ্ণু হইতে সমগ্র জগৎ উদ্ভূত (বিষ্ণুঃ সকাশাৎ উদ্ভূতং জগৎ)। জগতে যা কিছু পরিদৃশ্যমান বস্তু তাহার অন্তরে এবং বাহিরে নারায়ণই পরিব্যাপ্ত (অন্তর্বহিশ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততঃ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ)। শুধু তত্ত্ব নহে, রূপে এবং গুণে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মহাদেবের জ্ঞান ও বৈরাগ্যই প্রধান, আবার আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে বিষ্ণুই প্রধান। শাস্ত্রেও আছে, জ্ঞানের জন্য শঙ্করের কাছে এবং মুক্তির জন্য জনার্দ্দন অর্থাৎ নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করিবে। ত্রিতাপে তাপিত সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ মানব আমরা — আমরা কি চাই? মুক্তি এবং আনন্দই আমরা চাহি না কী? যদি তাহাই হয় তবে নারায়ণ-উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, এ-বিষয়ে আর সন্দেহ কী?"

এইরূপ দীর্ঘ বিচারে গোবিন্দের মত পরিবর্ত্তন হইল। গোবিন্দ বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিল। এই সকল বিচার যুক্তির সঙ্গে, বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সহাস্য বদন, মধুর বাক্যালাপ, অপূর্ব্ব ভক্তিভাব এবং প্রত্যেকটি বাক্যের পিছনে অনুভূতির দৃঢ় বিশ্বাস তাহাকে বিশেষ করিয়া মুগ্ধ করিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া মানুষ এমন সুন্দর—এমন দেবমানবে পরিণত হয় সেই বৈষ্ণবধর্ম নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক কার্য্যেই হৃদয়ের পরিবর্ত্তনেরই অপেক্ষা—হৃদয় যখন পরিবর্ত্তিত হয় তখন কার্য্য হইতে আর বিলম্ব হয় না। গোবিন্দেরও হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এইবার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শ্রীশৈল-পূর্ণ গোবিন্দের হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, বুঝিলেন এইবার তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য সফল হইতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না। গোবিন্দকে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং রামানুজই যে তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাও বলিলেন। গোবিন্দ মাতুলের পদতলে পতিত হইয়া বৈষ্ণব-মার্গে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিলেন। গোবিন্দ শ্রীরঙ্গমে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে সেখানকার অধিবাসিবৃন্দ যারপর নাই ক্ষুব্ধ হইল। তাঁহার বৈষ্ণব মত গ্রহণও তাহাদের পছন্দ হইল না। ঐ বৃদ্ধ বৈষ্ণবই যত নষ্টের গোড়া, এই ভাবিয়া সকলে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইল। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল গোবিন্দকে কিছুতেই যাইতে দিবে না—ঐ সাধুকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু ভগবৎ-ইচ্ছা অন্যরূপ। তাঁহার ইচ্ছা আর তাঁহারই মূর্ত্তরূপ রামানুজের ইচ্ছা অভিন্ন। রামানুজের আগ্রহে যে গোবিন্দের মত পরিবর্ত্তন—তাহাতো ভগবৎ-ইচ্ছাতেই সাধিত হইয়াছে। কেহ যদি ভগবৎ-ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হইতে চায়, তবে ভগবানই তাহার প্রতিবিধান করেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ষড়যন্ত্রকারী-দের একজন স্বপ্নে দেখিল, কালহস্তীশ্বর বলিতেছেন—"সাবধান! গোবিন্দের শ্রীরঙ্গম যাত্রায় তোমরা বিঘ্ন ঘটাইও না, তাহা হইলে তোমাদের ভাল হইবে না। আমার ইচ্ছাতেই সে বৈষ্ণব-আচার গ্রহণ করিয়াছে; এখন এই বৈষ্ণবধর্ম প্রচারেই জগতের মঙ্গল হইবে।" পরদিবস স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তি সকলের নিকট এই ভগবৎ-আদেশ প্রচার করিল। উপায়হীন হইয়া ষড়যন্ত্র-কারী ব্যক্তিগণ নিরস্ত হইল। যথাসময়ে গোবিন্দ মাতুলের সহিত শ্রীরঙ্গমে আগমন করিয়া রামানুজের সহিত মিলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। রামানুজের আজ অপার আনন্দ। তাঁহার প্রাণরক্ষা-কর্ত্তা গোবিন্দ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করিয়াছে। কিছুকাল শ্রীরঙ্গমে বাস করিয়া গোবিন্দ তাহার গুরু শ্রীশৈলপূর্ণের সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিল।

রামানুজ সাম্প্রদায়িক অন্যান্য গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে মনস্থ করিলেন। সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তামিলবেদ তিনি পূর্ব্বেই অধ্যয়ন করিয়াছেন। এইবার গীতার্থ-সংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাসসূত্র এবং পঞ্চরাত্র আগম প্রভৃতি গ্রন্থ মহাপূর্ণের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণ ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্রে পারদর্শী। রামানুজের ন্যায় বিদ্যার্থী জগতে বিরল, কারণ তিনি তো আর সাধারণ মানুষ নহেন। পাঠ আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব হইবে কেন? তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই ঐসকল গ্রন্থের পাঠ সমাপন করিলেন। মহাপূর্ণ রামানুজের অলৌকিক শক্তির সহিত তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং বিনয়নম্র ব্যবহার দর্শন করিয়া স্বীয় পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষকে তাঁহার শিষ্য করিয়া দিলেন। এই সময় মহাপূর্ণ একদিন রামানুজকে বলিলেন—"বৎস! গোষ্ঠীপুর গ্রামে গোষ্ঠীপূর্ণ নামে এক শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বাস করেন। তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পণ্ডিত ব্যক্তি আর নাই বলিলেও চলে। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমন অনুভূতিসম্পন্ন মহাভাগবত। তুমি যদি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবমন্ত্র, তাহার রহস্য ও অর্থ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। আমি মনে করি সাম্প্রদায়িক মন্ত্রের রহস্য ও অর্থ তাঁহার নিকট হইতে যদি জানিয়া লও তবে ভাল হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ তদ্রূপ করিতেই ইচ্ছা করিলেন। গোষ্ঠীপুর শ্রীরঙ্গম হইতে বেশী দূর নহে। একদিন রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া একটু তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "আজ নহে, অন্য দিন আসিও।" রামানুজ পুনরায় দণ্ডবৎ করিয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন পুনরায় গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে পূর্ব্ব প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

"আজ নয়, আর একদিন আসিও।"

রামানুজ ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন আবার গেলেন, কিন্তু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট হইতে একই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন। দিনের পর দিন রামানুজ এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি বিরক্ত হইলেন না; ভাবিলেন এমন কোন অপরাধ আমার মধ্যে রহিয়াছে যাহার জন্য গোষ্ঠীপূর্ণ এখনই আমাকে মন্ত্ররহস্য প্রদান করা উপযুক্ত বিবেচনা করিতেছেন না; গোষ্ঠীপূর্ণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হ্রাস হইল না।

এই সময় শ্রীরঙ্গনাথের কোন এক বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে গোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে আসিলেন। উৎসবের মহাসমারোহ। সকলেই শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্য ভগবৎভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন—'গোষ্ঠীপূর্ণ! তুমি রামানুজকে অর্থের সহিত মন্ত্রের উপদেশ করিও।' গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন — "প্রভো! আপনারই তো শ্রীমুখের বাণী —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'গুরুশুশ্রূষাবিহীন, অভক্ত এবং তপস্যাহীন' ব্যক্তিকে বিদ্যাদান করিতে নাই।" ভাবাবিষ্ট শিষ্যের কথাতেও গোষ্ঠীপূর্ণের মতের পরিবর্ত্তন হইল না।

ইহার পরও আর একদিন গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে ফিরাইয়া দিলেন। এইবার রামানুজের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্যের সহিত তাঁহার দেখা হইল, তিনি মনের দুঃখ সবিস্তার তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। শিষ্যটি ফিরিয়া আসিয়া একরূপ তিরস্কারের ভাষাতেই গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন—"আপনি কেন বারবার রামানুজকে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, বুঝিতেছি না। আপনার এইরূপ ব্যবহারে তাঁহার জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে; কোন দিন হয় তো মনের দুঃখে তিনি দেহই বিসর্জ্জন করিবেন।" তাঁহার কথা শুনিয়া গোষ্ঠীপূর্ণ মৃদু হাস্যে কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে একা আসিতে বলিও। মন্ত্রলাভ করিবে, সঙ্গে আবার শিষ্য আনার প্রয়োজন কী? শুধু দণ্ড কমণ্ডলু সঙ্গে আনিবে।" খবর পাইয়া রামানুজ পুনরায় আসিলেন, সঙ্গে এবারও দুইজন শিষ্য।

গোষ্ঠীপূর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুধু দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া আসিতে বলিয়াছিলাম, শিষ্যসহ আসিলে কেন?"

রামানুজ বিনীতভাবে কহিলেন — "প্রভো! ইহারা আমার দণ্ড ও কমণ্ডলু স্বরূপ, ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিব কি করিয়া?" গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহার শিষ্যপ্রীতি দেখিয়া খুশীই হইলেন। মন্ত্রার্থ সহ সেই মহামন্ত্র রামানুজকে প্রদান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"দেখ বৎস, এই মন্ত্র অতি গুহ্য, কাহাকেও বলিও না। এই মন্ত্রের অধিকারী বড় বিরল। যে কেহ এই মন্ত্র শ্রবণ করিবে, সেই দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিবে, এমনই ইহার মাহাত্ম্য।"

মন্ত্র লাভ করিয়া রামানুজের জীবন যেন পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার জীবনে প্রাপ্তব্য বলিয়া আর কিছুই বাকী রহিল না। আনন্দে তাঁহার দেহ মন ভরপুর। মন্ত্রের মাহাত্ম্যের কথা গুরুমুখে তো শ্রবণ করিয়াই ছিলেন, এখন নিজে অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

মন্ত্রার্থ অনুভব করিতে করিতে মহানন্দভরে রামানুজ ফিরিতেছেন। পথে প্রায় মধ্য রাত্র হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন এক নৃসিংহজীর মন্দিরে মহোৎসব চলিতেছে এবং সেখানে নানা দিক হইতে বহু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমবেত হইয়াছেন দেখিয়া তিনি হর্ষবিহ্বল হইয়া ৭৪ সংখ্যক বৈষ্ণবোত্তমকে সম্বোধন করিয়া সেই মন্দিরের গোপুর (দ্বারশিখর) হইতে উচ্চৈঃস্বরে মহামহিম মন্ত্র প্রদান করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। যদিও এই মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ প্রদানে তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরুদেবের নিষেধ ছিল, তথাপি তিনি এই মন্ত্রোত্তমকে উত্তারক জানিয়া পরম কল্যাণসাধনার্থে ইহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের ফলে গুরুর অভিশাপে নরকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে জানিয়াও, লোকহিতকল্পে তিনি অবশ হইয়া এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহার পরহিতৈষণা! মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তত্রত্য সকলেরই জীবন পবিত্র হইল—আনন্দে দেহ মন পূর্ণ হইল। সকলেরই জীবনে এ এক অপূর্ব্ব অনুভূতি।

রামানুজের এই অভাবনীয় আচরণের কথা গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি তো হতবুদ্ধি! মন্ত্র-মাত্রই গোপনীয়—বিশেষতঃ এই মহামন্ত্র এমনি করিয়া হাটে বাজারে চীৎকার করিয়া বলিতে আছে? তিনি রামানুজকে এই মহামন্ত্র গোপনে রক্ষা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম কিনা এই! সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে চীৎকার করিয়া এই মন্ত্র বলিয়া দিল! তাঁহার ক্রোধের অবধি রহিল না। ভাবিতেছেন একবার রামানুজকে পাইলে হয়।

এ-দিকে রামানুজ ভাবিলেন, যাঁহার কৃপায় এই মহামন্ত্র লাভ করিয়া অসংখ্য নরনারীর ভববন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলাম—শ্রীরঙ্গমে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার দণ্ডবৎ করিয়া যাওয়া উচিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোষ্ঠীপূর্ণের আশ্রমের দিকে চলিলেন। দূর হইতে রামানুজকে দর্শন করিয়াই গোষ্ঠীপূর্ণের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"তুমি মহাপাপিষ্ঠ! আমি তোমার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। আমি না বুঝিয়া তোমাকে এই মহামন্ত্র দান করিয়া মহা অন্যায় করিয়াছি। অনন্ত নরক ছাড়া তোমার আর কোন গতি নাই, তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।" রামানুজ কিন্তু নির্ভীক। তাঁহার প্রফুল্ল বদন তেমনি উজ্জ্বল—তেমনি অমলিনই আছে। স্বীয় গুরুদেবের এই ভীষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিশাপেও তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। হৃদয়ে ভয় ভীতির কোন চাঞ্চল্যই নাই। নরকের ভয় তিনি করেন না। সহস্র সহস্র নরনারী ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করিবে, তাহার বিনিময়ে নরকবাস, সে তো তুচ্ছ কথা। তিনি গোষ্ঠী-পূর্ণের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন—"প্রভো! আপনারই শ্রীমুখের বাণী—'যাহারা এই মহামন্ত্র লাভ করিবে তাহাদের বৈকুণ্ঠবাস হইবে'। আপনার বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, এই বিশ্বাসেই আমি সহস্র সহস্র নরনারীকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছি। তাহার ফলে যদি আমার নরকবাস হয় তাহাতে আমি ভীত নহি। কিন্তু সকলেরই যে বৈকুণ্ঠধাম লাভ হইবে, এ তো দৃঢ় নিশ্চয়। আপনার শ্রীমুখের বাণী যেন অন্যথা না হয়। প্রভো! ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

রামানুজের এই জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাক্য এবং পরোপকারের আগ্রহে স্বীয় নরকবাসে ভয়হীনতা দর্শন করিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহার চিত্তাকাশে ক্রোধের যে মহাঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহার হৃদয়াকাশ মেঘমুক্ত সুনির্ম্মল আকার ধারণ করিল। তিনি স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে রামানুজকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। কহিলেন—"হে রামানুজ! সত্যই তুমি পূর্ণব্রহ্ম রামের অনুজ। তুমি মানুষ নহ,—দেবতা। জীব উদ্ধারের জন্যই তোমার নরলোকে আগমন। তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি আজ ধন্য হইলাম।" রামানুজ পুনরায় তাঁহার পদতলে মস্তক অবনত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া কহিলেন—"আপনার কৃপাতেই আমার জীবন ধন্য। আপনার কৃপালাভ করিয়াই আমি সিদ্ধকাম—এই সকল নর-নারীর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায় করিতে পারিয়াছি। আপনার কৃপালাভে আমি যেন কখনো বঞ্চিত না হই, এই আশীর্ব্বাদ আমাকে করুন।"

গুরু-শিষ্য উভয়েরই হৃদয়ের ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী ভাঙিয়া গিয়াছে। মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত দিব্যভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোষ্ঠীপূর্ণ ভাবিলেন, যে কেহ এই মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাঁহারই জীবন ধন্য হইবে—কৃতার্থ হইবে। এইরূপ ভাবিয়া তিনি তাঁহার পুত্র সৌম্যনারায়ণকে রামানুজের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। সৌম্যনারায়ণও মহানন্দে পিতার আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ হইল। তৎপর রামানুজ শিষ্য দুইজনকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

রামানুজের অপর নাম যতিরাজ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। একদিন তাঁহার শিষ্য কুরেশ বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন—"যতিরাজ! আমি গীতার চরম শ্লোকের রহস্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে প্রদান করুন।" গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকটিকে চরম শ্লোক বলা হয়। এই শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুরূপ জীবনযাপন করিতে পারিলে ইহকালে ও পরকালে জীবনে যাহা কিছু প্রাপ্তব্য সমস্তই লাভ হইয়া থাকে। যত কিছু ত্যাগ, ব্রত, তপস্যা সকলেরই ইতি হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে চাই চিত্তশুদ্ধি। শুদ্ধ চিত্তেই শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রতিভাত হয়। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য্য এবং সুদীর্ঘকালের তপস্যা। কামক্রোধাদি ষড়রিপুকে বশীভূত করিতে না পারিলে, অহং অভিমানকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিতে না পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। তাই ব্রহ্মচর্য্যহীন এবং তপস্যাবিহীন ব্যক্তিকে শাস্ত্রোপদেশ করিতে নাই, শাস্ত্রই তাহা নিষেধ করিয়াছেন। যতিরাজ কুরেশের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া গুরুশুশ্রূষু হও, তৎপরে ঐ শ্লোকের অর্থ উপদেশ করিব।" তদুত্তরে কুরেশ বলিলেন, "যতিরাজ, এক বৎসরকাল অল্প সময় নহে। এই দীর্ঘকাল যে বাঁচিয়া থাকিব তাহার নিশ্চয়তা কি; যে কোন মুহূর্ত্তে তো জীবন অবসান হইতে পারে। আপনি কৃপা করিয়া এমন কোন ব্যবস্থা করুন, যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ফল প্রাপ্ত হই।"

যতিরাজ তাহার আগ্রহ দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "বেশ কথা। তুমি একমাসকাল ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবনধারণ কর, তাহা হইলেই তোমার এক বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ হইবে।" গুরুদেবের আদেশে কুরেশ তাহাই করিলেন। মাসান্তে যতিরাজ তাহাকে চরম শ্লোকের রহস্য ও অর্থ উপদেশ করিলেন। শুদ্ধচিত্ত কুরেশ গুরু-উপদেশে মন্ত্রার্থ হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

এইবার দাশরথিও ঐ শ্লোকের অর্থ অবগত হইবার জন্য যতিরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন। যতিরাজ কহিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দাশরথি ! তুমি আমার পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়, তোমার গুণাগুণ বিচারে আমার ভুল হইতে পারে। আত্মীয়তা নিবন্ধন এখনই তুমি ঐ শ্লোকের অর্থ গ্রহণে সমর্থ কিনা বিচার করিতে যাইয়া ভুল করিতে পারি। পক্ষপাতিত্ব দোষ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে ; তুমি গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট হইতে তাহা অবগত হও। তিনি সর্ব্ববিষয়েই আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" গুরুদেবের আদেশে দাশরথি গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গমন করিয়া গীতার চরম শ্লোকের অর্থ উপদেশ করিতে প্রার্থনা করিলেন।

গোষ্ঠীপূর্ণ কহিলেন, "আজ নয় অন্য দিন আসিও।" তৎপরদিবস পুনরায় দাশরথি তাঁহার নিকট গমন করিলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় "আজ নয়, অন্য দিন আসিও।" উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইভাবে দিনের পর দিন, ছয় মাসকাল তাঁহার নিকট গমন করেন এবং প্রতিদিন "আজ নয়, অন্য দিন আসিও।" একই উত্তর লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন। অবশেষে একদিন গোষ্ঠীপূর্ণ কহিলেন, "বৎস দাশরথি ! তুমি রামানুজকে ভুল বুঝিয়াছ। আত্মীয়তানিবন্ধন তিনি তোমার সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ে ভুল করিবেন, তাহা হইতে পারে না। তুমি তাঁহার নিকট হইতেই ঐ শ্লোকের অর্থ অবগত হও।"

দাশরথি যতিরাজের নিকট গমন করিয়া, গোষ্ঠীপূর্ণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিবেদন করিলেন। যতিরাজ এখনো তাহাকে ঐ শ্লোকের অর্থ গ্রহণে উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। দাশরথি ছিলেন মহাপণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের অভিমান কি সহজে যায় ! যতিরাজ দেখিলেন, দাশরথি এখনো পাণ্ডিত্যাভিমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারে নাই। ঐ শ্লোকের মূল কথাই হইল সর্ব্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ। কিন্তু লোকৈষণা অর্থাৎ পাণ্ডিত্যাভিমান সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ভগবানে আত্মসমর্পণ সম্ভব কী? তাই যতিরাজ তাহাকে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

কিছু দিন গত হইল। একদিন যতিরাজ শিষ্যসহ উপবিষ্ট আছেন ; এমন সময় মহাপূর্ণের কন্যা অত্তুলা সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! শ্বশুরালয়ে আমাকে প্রতিদিন বহুদূর হইতে জল বহন করিয়া আনিয়া রান্না করিতে হয়, ইহাতে আমি বড়ই ক্লেশ বোধ করি। শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে ক্লেশের কথা বলিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'আমার এত অর্থ নাই যে তোমার রান্নার জন্য কিংবা জল বহনের জন্য লোক রাখিয়া দিতে পারি। যদি জল বহন করিয়া আনিয়া রান্না না করিতে পার, তবে পিত্রালয়ে যাইয়া এ জন্য লোক লইয়া আইস।' পিতৃগৃহে আসিয়া পিতাকে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সকল কথা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, রামানুজ তোমার ধর্ম্মভ্রাতা, তাঁহাকে সমস্ত কথা বল, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।"

রামানুজ কহিলেন, "ভগিনি! তুমি এজন্য চিন্তিত হইও না। আমি এখনই তোমাকে একটী লোক দিতেছি। সে জল বহন করিয়া আনিবে এবং পাচকের কার্য্যও করিবে"—এই বলিয়া দাশরথির দিকে তাকাইলেন। দাশরথি গুরুদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হৃষ্টচিত্তে অত্তুলার সঙ্গে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছয় মাস হইল দাশরথি অত্তুলার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। জল বহন করা এবং পাচকের কার্য্য দাশরথি নিয়মিতভাবে করিয়া যাইতেছেন ; এজন্য তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ নাই। গুরুদেবের আদেশ পালন আর তাঁহার সেবা একই জানিয়া, দাশরথি প্রফুল্লচিত্তে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন।

একদিন এক বৈষ্ণব সাধু ঐ বাড়ীতে আগমন করেন। সকলেই উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। সাধু বহু সৎ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, অবশেষে শাস্ত্রের একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যাহা বলিলেন, দাশরথি দূর হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ব্যাখ্যা ঠিক হইতেছে না। শুধু তাহাই নহে, শ্লোকের যেরূপ বিপরীত অর্থ করা হইতেছে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনি শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিতেছেন তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না।"

সমবেত শ্রোতৃবর্গ বাড়ীর পাচককে শাস্ত্রার্থ ভুল প্রদর্শন করিতে উদ্যত দেখিয়া বিস্মিত হইল। সাধু নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া রুষ্টস্বরে কহিলেন—"ওহে পাচক! শাস্ত্রার্থ-করা তোমার কার্য্য নহে। রন্ধনই তোমার কার্য্য এবং পাক-শালাই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র। তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভুলিয়া অনধিকার চর্চ্চায় সাহসী হইতেছ দেখিয়া আমি যারপর নাই বিস্মিত হইতেছি ; যাহা হউক তুমি এখান হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাকশালায় গমন কর।" এই রূঢ় বাক্য দাশরথির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারিল না। তাঁহার সদা প্রফুল্ল বদন প্রফুল্লই রহিল। কোন কিছু ব্যতিক্রম হইল না। তিনি বিনয়নম্র বচনে আপন বক্তব্যই বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সুমধুর বাক্যবিন্যাসে, ব্যাকরণের সাহায্যে এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ যুক্তিতর্কের দ্বারা শ্লোকটির এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিলেন যে তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সাধুরও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বুঝিলেন, পাচক ছদ্মবেশধারী কোন মহাপুরুষ। ব্যাখ্যায় যে শুধু পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে রহিয়াছে গুরুকৃপালব্ধ অপূর্ব্ব অনুভূতি। তাহা না হইলে শ্লোকের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা কখনই সম্ভব হইত না। সাধু তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া রূঢ় কথা বলিয়া মহা অন্যায় করিয়াছি। আপনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ, পাচকের ছদ্মবেশে এখানে রহিয়াছেন। আপনার যথার্থ পরিচয়দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।"

পাচক বলিল—"আমি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামানুজের শিষ্য। আমার নাম দাশরথি। তাঁহারই আদেশে আমি এখানে পাচকের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি।" পাচকের পরিচয় পাইয়া সকলেই বুঝিলেন রামানুজের শিষ্য মহাপণ্ডিত দাশরথির পক্ষেই এইরূপ ব্যাখ্যা সম্ভব। দাশরথির পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দূর দূরান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে তাঁহার দাস্যবৃত্তির কথা অবগত হইয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। রামানুজের এইরূপ আদেশের কারণ তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া একদিন কয়েকজন মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। কারণ জানিতে চাহিলে, রামানুজ বলিলেন — "দাশরথির অভিমানবৃত্তি নষ্ট করিবার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহাতে তাহার কল্যাণ হইবে। এজন্য আপনারা দুঃখিত হইবেন না।" তখন সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, "প্রভো! আপনি অন্তর্য্যামী, আমরা আপনাকে কি বলিতে পারি! তবে আপনি যে অভি-প্রায়ে তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের মনে হইতেছে তিনি একজন মহাপুরুষ। তাঁহার সকল অভিমানই দূর হইয়াছে। আপনার আদেশে তিনি যে ভাবে হাস্যমুখে পাচকের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে অভিমানের লেশমাত্র থাকিলে তিনি ঐরূপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে; আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে আপনার পদপ্রান্তে লইয়া আসুন। তাঁহাকে ঐভাবে পাচকের কার্য্য করিতে দেখিয়া আমরা সকলেই বড় ক্লেশভোগ করিতেছি।"

রামানুজ তাহাদের কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, দাশ-রথির বিদ্যাভিমান দূর হইয়াছে, তাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে। তিনি তাহাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। দাশরথি শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীগুরু-চরণে প্রণত হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ কহিলেন—"দাশরথি! এইবার তোমার গীতার চরম শ্লোকের অর্থ লাভ করিবার সময় হইয়াছে। তুমি কোন এক সময় আসিয়া আমার নিকট শ্রবণ করিও।" যথাসময়ে শ্রীগুরুমুখে দাশরথি ঈপ্সিত অর্থ অবগত হইয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঁচ

যামুনাচার্য্যের অপর এক শিষ্যের নাম মালাধর। ইনি যামুনাচার্য্যকৃত শঠারিসূক্ত বা সহস্রগীতি প্রবন্ধের একজন শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা। এই সকল গ্রন্থে যামুনাচার্য্যের মতবাদ এবং সাম্প্রদায়িক তত্ত্বসমূহ নিহিত রহিয়াছে। রামানুজ এক্ষণে যামুনাচার্য্যের স্থলাভিসিক্ত। তাঁহার পক্ষে সাম্প্রদায়িক মতবাদ এবং যামুনাচার্য্যের প্রচারিত তত্ত্বসমূহ অবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য মহাপূর্ণ তাঁহাকে মালাধরের নিকট শঠারিসূক্ত অধ্যয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অধ্যয়ন চলিতে লাগিল। একদিন অধ্যয়নকালে মালাধরের ব্যাখ্যা রামানুজের মনঃপূত হইল না। তখন তিনি বিনীতভাবে অর্থ নিবেদন করিলেন। মালাধরের নিকট তাহা ধৃষ্টতা মনে হইল। তিনি অধ্যাপনা বন্ধ করিলেন। এই সংবাদ যামুনাচার্য্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণ অবগত হইয়া মালাধরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি যতিরাজকে চিনিতে পার নাই, তাই তাঁহার এইরূপ ব্যবহার তোমার নিকট অন্যায় বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমাকে অসম্মান ও অপমানিত করিবার ইচ্ছায় রামানুজ শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন এইরূপ মনে করিও না। তাহার হৃদয়ে যামুনাচার্য্যের প্রেরণাতেই যে অর্থের উদয় হয় তাহাই সে তোমাকে বলিয়াছে। তুমি একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, রামানুজ শ্লোকসমূহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অর্থ করিতে চাহিতেছে তাহাই শ্লোকের গূঢ় অর্থ। তুমি এজন্য দুঃখিত হইও না। আরও তুমি স্মরণ করিয়া দেখ, যেদিন আমাদের গুরুদেব এইস্থানের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তুমি সেই দিন সেই গোষ্ঠীতে অনুপস্থিত ছিলে। অতএব রামানুজের প্রতি তোমার বিরূপ হওয়া উচিত নহে। পুনরায় তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ কর। তাহাতে গুরুদেবের ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছে এবং তাঁহারই সেবা হইতেছে জানিবে।”

রামানুজ পুনরায় মালাধরের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিন গত হইতে না হইতেই একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা লইয়া আবার উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। এইবার মালাধর বিরক্ত না হইয়া, রামানুজ কি অর্থ করেন তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, মহাপূর্ণ রামানুজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। এই সকল শ্লোকের যে এইরূপ গূঢ় অর্থ রহিয়াছে, এতদিন তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। রামানুজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহই রহিল না। তাঁহার মধ্যে গুরুশক্তিরই অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া গুরুর ন্যায় তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শিত করিতে লাগিলেন। স্বীয় পুত্র সুন্দরবাহুকে রামানুজের শিষ্য হইতে আদেশ করিলেন। রামানুজের প্রতি সকলেরই হৃদয় শ্রদ্ধায় পূর্ণ ছিল। সুন্দরবাহু পিতার আদেশে মহা আনন্দের সহিত রামানুজের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিল।

মালাধরের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মহাপূর্ণ পুনরায় রামানুজকে বররঙ্গের নিকট “পরমপুরুষার্থ” তত্ত্ব শিক্ষা করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য বলিলেন। বররঙ্গ যামুনাচার্য্যের একজন প্রিয় শিষ্য। নৃত্য-গীতে তিনি পারদর্শী। প্রতিদিন নৃত্যগীত দ্বারা তিনি শ্রীরঙ্গনাথের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

বিদ্যালাভ করিতে হইলে গুরুশুশ্রূষু হইতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। রামানুজ অনুগত শিষ্যের ন্যায় বররঙ্গের সেবায় মন দিলেন। নৃত্য-গীতে ক্লান্ত দেহ লইয়া বররঙ্গ যখন প্রতিদিন মন্দির হইতে আগমন করেন, রামানুজ তখন তাঁহার দৈহিক সেবায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পাদসম্বাহন করেন, সর্ব্বাঙ্গে তৈল এবং হরিদ্রা চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া দেন। স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া আচার্য্যকে খাওয়ান, তাঁহার সেবার জন্য যাহা কিছু করণীয় সবই তিনি আনন্দের সহিত করিয়া থাকেন। এইভাবে ছয় মাসকাল অতি পরিপাটীর সহিত রামানুজ তাঁহার সেবা করিলেন। বররঙ্গ যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া একদিন রামানুজকে বলিলেন—"বৎস! তুমি যেরূপ আচার্যশুশ্রূষু ও আচার্য্য-ভক্তিপরায়ণ, তাহাতে সকল বিদ্যাই তোমার করায়ত্ব। পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, বলিতেছি শ্রবণ কর। আচার্য্য আর ইষ্টমূর্ত্তি অভিন্ন। ব্রহ্মেরই মূর্ত্তরূপ ইষ্টমূর্ত্তি। অতএব আচার্য্য আর ব্রহ্ম একই। সকল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আচার্য্যতত্ত্ব। আচার্য্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে সকল তত্ত্বই হৃদয়ঙ্গম হয়। সৃষ্টজগতে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের পক্ষে আচার্য্যতত্ত্ব অবগত হওয়া ভিন্ন আর কোন কাম্য নাই। আচার্য্যই জীবের একমাত্র আশ্রয়, ভবসাগর পার করিবার একমাত্র কাণ্ডারী। গুরুতত্ত্ব আর ব্রহ্মবিদ্যা এক। ভগবান অর্থাৎ ইষ্ট লাভের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায় গুরু, আবার ভগবানই গুরু। ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া মানব পূর্ণকাম হয়। তখন তাঁহার প্রাপ্তব্য বলিয়া আর কিছুই বাকী থাকে না। ইহাই সর্ব্বার্থ-কাম; এই আত্মতৃপ্তিই মুক্তি বা মোক্ষ। এই অবস্থা লাভ করিয়া মানব নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হয়। জীব অণু হইয়াও গুণে বিভু; কাজেই জীব যখন এই স্তরে উন্নীত হইয়া এই বিভুত্ব লাভ করে তখন তাহার জীবন অনন্ত. অনন্ত জীবনে অনন্ত আনন্দ, সে অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।" রামানুজ আচার্য্যমুখে এই তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহা আত্মগত করিলেন। তিনি আচার্য্যতত্ত্বে তথা পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময় তিনি 'শরণাগতি গন্থ', 'রঙ্গগন্থ' এবং 'বৈকুণ্ঠগন্থ' নামক তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ গন্থত্রয় গ্রন্থ রচনা করেন।

যামুনাচার্য্যের অগণিত শিষ্য। তন্মধ্যে কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর এবং বররঙ্গ এই পাঁচজন প্রধান। যামুনাচার্য্য যে নিখিল তত্ত্বের অধিকারী ছিলেন, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে একা কেহই তাহা ধারণ করিতে সক্ষম ছিলেন না। তাই তিনি প্রধান পাঁচ জনের মধ্যে যিনি যতটুকু ধারণ করিতে সমর্থ তাঁহাকে সেই পরিমাণ শক্তিই প্রদান করিলেন। রামানুজ পাঁচ জনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, তাঁহাদের নিকট যাহা কিছু রক্ষিত ছিল, সমস্তই তিনি লাভ করিলেন। পাঁচ জনে মিলিয়া যাহা পূর্ণ ছিল—এখন এক রামানুজেই তাহা পূর্ণ হইল। কারণ পাঁচ জনের প্রত্যেকেই, তাঁহাদের যাহা কিছু দেয়, সবই তাঁহাকে দান করিয়াছেন। যামুনাচার্য্য যে পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বের অধিকারী ছিলেন এবং রামানুজের জন্য যাহা প্রধান পাঁচ জন শিষ্যের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাহা লাভ করিয়া রামানুজও পূর্ণ তত্ত্বের অধিকারী হইলেন; তাঁহারও জীবন এক্ষণে পূর্ণাৎ পূর্ণতর।

পরশ্রীকাতরতা মানবজীবনে এক দুর্জ্জয় শত্রু। এই দুর্জ্জয় শত্রুকে দমন করা বড় সহজ নহে। সাধনায় সিদ্ধ হইলে সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধি স্থাপিত হইলে এই দুর্জ্জয় শত্রুকে জয় করা যায়। তাহা না হইলে অন্যের সুখ-সুবিধা, মান-সম্মান, ধন-সম্পদ, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ-প্রতিপত্তি দর্শন করিয়া সাধারণ মানুষ এমন কে আছে, যাহার মনে হিংসা বিদ্বেষের ছায়াপাত না হয়?

রামানুজ আজ সমস্ত বৈষ্ণবসমাজের নেতা। ভিক্ষান্নে তিনি জীবনধারণ করেন — যতির ইহাই ধর্ম্ম। কিন্তু তাহা হইলেও কত রাজা মহারাজা তাঁহার নিকট ভূলুণ্ঠিত। রাজার রাজসম্পদ আজ তাঁহার নিকট তুচ্ছ। "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি।" তাঁহার আজ সেই অবস্থা। পার্থিব জগতে যাহা কিছু আমাদের একান্ত কাম্য, তাহার সমস্তই আজ তাঁহার পায়ে লুটাইতেছে। অপার্থিব জগতের আমরা কি বুঝিব? তবুও শুধু এইটুকুই বলিতে পারা যায় সেখানেও তিনি রাজরাজেশ্বর।

মন্দিরের বহু পূজারী, তন্মধ্যে একজন প্রধান। যিনি প্রধান তাঁহারই আদেশে এবং নির্দ্দেশে পূজা এবং ভোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এত বড় মন্দিরের পূজারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া তাঁহাদের মান সম্মানও বড় কম নহে; তাহা ছাড়া মন্দিরের ভেটস্বরূপ প্রচুর অর্থ তাঁহারা প্রাপ্ত হন। প্রধান পূজারীর প্রাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কাজেই তিনি প্রভূত সম্পদের অধিকারী। তাঁহার জীবন ত্যাগের জীবন নহে, ভোগের জীবন। সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সুখভোগে তিনি ডুবিয়া আছেন। ত্যাগ, ব্রত, তপস্যা তাঁহার জীবনে দুঃস্বপ্নেরই মত দুঃসহ। শ্রুতি বলিয়াছেন—ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়—ভোগের দ্বারা নহে। তাহা হইলে প্রধান পূজারীর এই ত্যাগহীন ভোগের জীবনে অমৃতত্ব লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে রঙ্গনাথের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতিদিন কত পাপী তাপী উদ্ধার হইয়া যাইতেছে, সেই রঙ্গনাথের প্রধান পূজারীই কিন্তু তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত। দোষ কাহার? তাঁহার কৃপাধারা তো সততই প্রবাহিত। কিন্তু ধারণ করিবার শক্তি থাকা চাই তো! ঐশ্বর্য্যমদমত্ত হৃদয়ে ভগবৎ-কৃপা সিঞ্চিত হয় না—হইতে পারে না। সেজন্য চাই রিক্ত নিঃস্ব জীবন—সর্ব্বতোভাবে উৎসর্গীকৃত জীবন যাঁহার, তাঁহারই হৃদয় ভগবৎ-কৃপালাভের উপযুক্ত ক্ষেত্র। প্রধান পূজারী দেখিলেন, মঠাধ্যক্ষ রামানুজের উচ্চাদর্শের সম্মুখে তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী এমনই মসীমলিন, দুইএর পার্থক্য এতই অধিক, এইভাবে জীবনযাপন করিলে তাহার আর সম্মান রক্ষা হইবে না। ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না; কিন্তু রামানুজ যে তাহার বর্ত্তমান জীবন—ভোগসুখের পথের অন্তরায় তাহা ভাল করিয়াই বুঝিলেন। একদিকে এই অবস্থা, অন্যদিকে রামানুজের সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার মনে প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত করিল। যেভাবেই হউক রামানুজকে দূর করিতে হইবে। রামানুজ বাঁচিয়া থাকিলে তাহার সুখশান্তি কিছুরই আশা নাই; প্রতিহিংসা মানুষকে বনের পশু অপেক্ষাও হিংস্র করিয়া তোলে। প্রধান পূজারীর আজ সেই অবস্থা! তিনি স্থির করিলেন রামানুজের প্রাণ-সংহার করিয়া সকল আপদের শান্তি করিতে হইবে। অন্যান্য পূজারিগণ তাহার সঙ্গে এই ভীষণ ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে দ্বিধা করিল না; সকলেই যে একই পথের পথিক। রামানুজের প্রাণসংহার করিতে হইবে, সবাই মিলিয়া স্থির করিল। কিন্তু সে তো সহজ কথা নয়। শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে রামানুজ সর্ব্বত্র পূজিত ও সম্মানিত—তাঁহার প্রাণসংহার করিতে হইলে কোন গোপনীয়তাই পর্য্যাপ্ত নহে। একমাত্র কৌশলেই যদি তা সম্পন্ন করা যায় তবেই সম্ভব; তাহা না হইলে এ একরকম অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুষ্ট লোকের কৌশলেরই বা অভাব কী?

রামানুজ ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতেন। যাহাদের বাড়ী হইতে রামানুজ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন এবং যাহাদের বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা ছিল, সকলকেই প্রধান পূজারী অর্থের দ্বারা বশীভূত করিল। হায় অর্থ! তুমি না পার এমন কোন কর্ম্মই নাই, তোমার মোহিনী মায়ায় মোহিত হয় না এমন লোক সংসারে বড়ই বিরল। এই অর্থের লোভে মানুষ না করিতে পারে এমন কোন ঘৃণ্য কার্য্যই নাই। পুত্র পিতার বুকে, ভাই ভাইএর বুকে অর্থের লোভে ছুরী বসাইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ঠিত হয় না ; এমনই দুর্ব্বার এই অর্থের আসক্তি ! আচার্য্য শঙ্কর যথার্থই বলিয়াছেন—'অর্থই সকল অনর্থের মূল, ইহাতে এতটুকুও সুখ নাই, একথা সর্ব্বদা স্মরণ কর।"

"নমো নারায়ণায়" বলিয়া রামানুজ একদিন এক গৃহস্থের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসীর অন্নভিক্ষা করিবার ইহাই রীতি। গৃহস্বামী স্ত্রীর হস্তে বিষের কৌটা দিয়া বলিলেন, "এই বিষ অন্নে মিশ্রিত করিয়া রামানুজকে দিতে হইবে।" স্ত্রী স্বামীর কথা শুনিয়া ভয়ে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল ; বলিল—"এই ভীষণ কার্য্য আমি করিতে পারিব না। রামানুজ মানুষ নহেন—দেবতা ; তাঁহার প্রাণসংহার করিলে নরকেও স্থান হইবে না। বিশেষতঃ তিনি তো আমাদের কোনই অনিষ্ট করেন নাই।" গৃহস্বামী বলিলেন — "এ কাজ তোমাকে করিতেই হইবে, এজন্য প্রধান পূজারীর নিকট হইতে আমি প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এ কাজ করিতে না পারিলে আমাদেরও বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিবে।"

স্ত্রী স্বামীর কথার আর প্রত্যুত্তর না করিয়া তখনই বিষের কৌটা হইতে বিষ লইয়া অন্নে মিশ্রিত করিল। স্বামী নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। রামানুজ অনেকক্ষণ ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন—আর দেরী করা চলে না। রমণী বিষ মিশ্রিত অন্নের থালি হস্তে কম্পিত-কলেবরে রামানুজের নিকট উপস্থিত হইল ; রামানুজের পাত্রে ঐ ভিক্ষান্ন ঢালিয়া দিল। রমণী ! তুমি না মাতৃজাতি ! তুমি একি করিলে ? ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল দেওয়াই না মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ—মাতৃধর্ম্ম। ক্ষুধার্ত্ত রামানুজকে তুমি কিনা স্বহস্তে বিষ প্রদান করিলে! না—না, এ হইতে পারে না। রমণীর দোদুল্যমান চিত্ত এইবার শান্ত হইয়াছে, তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। রামানুজকে ইঙ্গিতে এই অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। ইঙ্গিতের অর্থ রামানুজ বুঝিলেন। অন্ন লইয়া তিনি কাবেরীতীরে উপনীত হইলেন, সমস্ত অন্ন কাবেরীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া কাবেরীর উত্তপ্ত বালুকাতটে পড়িয়া রহিলেন। দ্বিতীয়বার অন্ন সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন না। গৃহস্বামীর এইরূপ ব্যবহারের কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাহা হইলেও গৃহস্বামীর প্রতি তাঁহার মন বিরূপ হইল না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের নিকট নিশ্চয়ই তিনি কোন অপরাধ করিয়াছেন, তাহা না হইলে এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটিবে কেন? তিনি তো কাহারো কোন অনিষ্টের কথা কল্পনাও করেন নাই, তবুও তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহার কেন?

তাঁহাকে এইভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কোন এক ব্যক্তি যাইয়া তাঁহার শিষ্যগণকে এই সংবাদ প্রদান করিল। দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। অগণিত নরনারী দলে দলে সেখানে সমবেত হইতেছে। রামানুজের ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; রামানুজ কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না। সমবেত নরনারী সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, কি যে হইয়াছে এবং কি যে করিতে হইবে কিছুই বুঝিতেছে না। এমন সময় গোষ্ঠীপূর্ণ সেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইয়া রামানুজকে বুকে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কহিলেন, "বৎস! ভগবৎ-ইচ্ছা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। তিনি মঙ্গলময় এই কথাই শাস্ত্র ও গুরু-মুখে অবগত হইয়াছি। তাঁহার কোন কার্য্যই অমঙ্গলের হইতে পারে না। তাঁহার মঙ্গলবিধান কোন্ কার্য্যের দ্বারা কিভাবে সম্পন্ন হইবে একমাত্র তিনিই জানেন। তবুও শাস্ত্র এবং গুরু-বাক্যের প্রতি আমরা বিশ্বাসহারা হইলে চলিবে না; এই আপাত-দৃষ্ট অমঙ্গলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। অতএব এজন্য কোন দুঃখ করিও না—তবে আজ হইতে তোমাকে আর ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে হইবে না। এই জন্য তোমার যতিধর্মের হানি ঘটিবে না; গুরুর আদেশ সকলের উপর। ইহা আমারই আদেশ জানিয়া তোমার কোন শিষ্যের দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইবে। নিকটেই দাঁড়াইয়ছিলেন রামানুজের প্রিয় শিষ্য আন্ধ্রপূর্ণ। তাঁহার গুরুভক্তি ছিল অননুকরণীয়, গোষ্ঠীপূর্ণ তাহা জানিতেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহাকেই রামানুজের জন্য প্রত্যহ রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন।

প্রধান পূজারী যখন দেখিল কার্য্য উদ্ধার হইল না, তখন নিজেকেই এ-কার্য্য করিতে হইবে স্থির করিল। কখন সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হয়, প্রধান পূজারী তাহারই অপেক্ষায় আছে। অজিতেন্দ্রিয়, ভোগপরায়ণ মানুষ পশুতুল্য। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের বিচার পশু করে না—করিতে পারে না। তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যেদিকে চালিত করে সে সেই দিকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চালিত হয়। প্রধান পূজারীও পশুবৎ প্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হইতেছে। নিজেই রামানুজকে বিষ প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প।

সেদিন মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতি শেষ হইয়াছে। সন্ধ্যারতির পর সমবেত জনমণ্ডলীকে চরণামৃত ও চরণতুলসী বিতরণ করা হয়। কোন না কোন পূজারী একার্য করিয়া থাকে; সেদিন প্রধান পূজারী স্বয়ংই একার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। রামানুজ হাত পাতিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিলেন। বিন্দুমাত্র চরণামৃত কণ্ঠ-দেশে পৌঁছিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। বুঝিলেন ভীষণ হলাহল চরণামৃতে মিশ্রিত রহিয়াছে। কাহা-কেও কিছু না বলিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে রামানুজ ঘরে ফিরিলেন। তাঁহার অবস্থা দর্শনে কাহারও কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না; তিনি সকলকেই এ-বিষয়ে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"তোমরা চিন্তিত হইও না, ভগবানই রক্ষক, তাঁহার যদ্রূপ ইচ্ছা তদ্রূপই হইবে। তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার মঙ্গলবিধানই পূর্ণ হইবে।"

রামানুজের মৃত্যু সম্বন্ধে পূজারিগণ এইবার নিঃসন্দেহ। প্রধান পূজারী স্বয়ং তাঁহাকে ভীষণ কালকূট প্রদান করিয়াছে, এ-বিষয়ে কোন ভুলভ্রান্তি নাই—কাজেই মৃত্যু যে অবধারিত সে-বিষয়েই বা সন্দেহের অবকাশ কোথায়? রাত্রি প্রভাতে রামানুজের মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে, এই স্থির বিশ্বাস লইয়া তাহারা শয্যা আশ্রয় করিল।

ঊষার আলো পূর্ব্বাকাশে দেখা দিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গলারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে; পূজারিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিতেছে রামানুজের মৃত্যুসংবাদ এইবার শুনিতে পাওয়া যাইবে, আর বিলম্ব নাই। কিন্তু একি! আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া কাহার জয়ধ্বনি সহস্র কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইতেছে? এ-যে রামানুজেরই জয়ধ্বনি! শবযাত্রার ধ্বনি তো এ নয়! মঠে মন্দিরে সর্ব্বত্র মহোৎসবের আনন্দ কোলাহল। পূজারিগণ বুঝিলেন, শ্রীরঙ্গনাথের কৃপায় ভীষণ কালকূটও রামানুজ জীর্ণ করিয়াছেন। এখন উপায়? ভয়ে ভাবনায় তাহাদের মুখ শুখাইয়া গেল। প্রধান পূজারী ভাবিল, এইবার তাহার আর রক্ষা নাই। ভয়ে হতবাক্—সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। একমাত্র উপায় যদি তিনি ক্ষমা করেন। অন্তরের অন্তস্থল হইতে কে যেন বলিয়া দিল, "পূজারী, ভয় নাই! তুমি রামানুজের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি ক্ষমা করিবেন। তিনি মানুষ নহেন—দেবতা; পাপীতাপী উদ্ধারের জন্যই তাঁহার ধরাধামে আগমন। তাঁহার নিকট শত্রু বলিয়া কেহ নাই—মিত্র বলিয়াও কেহ নাই, সকলেই সমান। বিষ এবং অমৃত উভয়ই তিনি সমভাবে গ্রহণ করেন।"

উপায়হীন পূজারী শঙ্কাকুলিত হৃদয় লইয়া কম্পিত-কলেবরে রামানুজের পদতলে পতিত হইল। কহিল—"প্রভো! আমি মহাপাষণ্ড। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া এ পাষণ্ডকে উদ্ধার করিবার আর কেহই নাই।"

পাপীতাপী উদ্ধারের জন্যই যিনি ধরাধামে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার নিকট ক্ষমার অযোগ্য আর কে আছে? তিনি পূজারীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "যাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরঙ্গনাথের নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। এইরূপ অন্যায় কার্য্যে আর কখনও লিপ্ত হইও না। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।” পূজারীর পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল। এ-কি সামান্য মানুষের ব্যবহার! এত বড় পাষণ্ড—নরহত্যায় ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তিকে হাসিমুখে ক্ষমা করিলেন। সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার মনের দুঃখ-কালিমা মুছাইয়া দিলেন। অনুতাপের অশ্রু পূজারীর হৃদয় ধুইয়া মুছিয়া নির্ম্মল করিয়া দিল। পূজারী এখন রামানুজের একান্ত অনুগত — প্রধান ভক্তদের মধ্যে অন্যতম।

ভগবানের লীলার অন্ত নাই। কতভাবে যে তিনি কত খেলা খেলিতেছেন তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কিন্তু সকল লীলা সকল খেলার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার মঙ্গলবিধানই সম্পন্ন করিতেছেন। ক্ষুদ্র মানুষ আমরা তাহা বুঝি না—বুঝিতে চাহি না। তাই আমাদের ন্যায়, অন্যায়, ভালমন্দ বিচার—বিচারের ফল দুঃখভোগ।

ফুল ফুটিলে তাহার সৌরভ আপনা হইতে যেমন আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়, পুণ্যকীর্ত্তি মহামানবের যশঃসৌরভও তেমনি সর্ব্বত্র বিঘোষিত হয়। রামানুজের কীর্ত্তিকাহিনীও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছে। সে সময় ৺কাশীধামে যজ্ঞমূর্ত্তি নামক এক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। বহু গ্রন্থপরিপূর্ণ এক শকট তাঁহার পিছন পিছন চলিত। যেখানে গমন করেন সেখানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার জয়জয়কার। রামানুজের পাণ্ডিত্যের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। রামানুজ দেখিলেন যজ্ঞমূর্ত্তি সত্য প্রচার অপেক্ষা পাণ্ডিত্যাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়াই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা ভাবিয়া তিনি যজ্ঞমূর্ত্তির আহ্বানে নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু যজ্ঞমূর্ত্তি কিছুতেই নিরস্ত হইতেছেন না, তখন রামানুজ বলিলেন, "বেশ তো! বিচারের প্রয়োজন কি? আমি বিচার না করিয়াই আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছি বলিয়া লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি।" রামানুজ আপ্তকাম, কাজেই তাঁহার পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে বাধিবে কেন? কিন্তু যজ্ঞমূর্ত্তির ন্যায় পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে জিগীষাবৃত্তি চরিতার্থ না হইলে শান্তি কোথায়? তিনি এ-কথায় রাজী হইতে পারিলেন না এবং রামানুজকে বিশেষ করিয়া পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। রামানুজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

যজ্ঞমূর্ত্তি শঙ্কর মতাবলম্বী। নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদই তাঁহার সিদ্ধান্ত। ইহাই শাস্ত্রের চরম শিক্ষা—বেদান্তের একমাত্র সিদ্ধান্ত। এই মতবাদই তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিতেন। দিগ্বি-জয়ে বহির্গত হইয়া কোথাও তিনি পরাজিত হন নাই; যেখানে গমন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতবর্গের খ্যাতি প্রতিপত্তি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে। বিনশ্বর জগতে কিছুই নিত্য স্থায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। সব কিছুই পরিবর্ত্তনশীল। যজ্ঞমূর্ত্তির পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও বিনাশ হইবার সময় আসিয়াছে।

বিস্তৃত সভাগৃহ, লোকে লোকারণ্য। বিচার আরম্ভ হইয়াছে। পাণ্ডিত্যে কেহই কম নহেন। প্রথমে যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের মতবাদ জানিতে চাহিলেন। রামানুজ কহিলেন— "আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। আমাদের মতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সগুণ। ঈশ্বর শুধু সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, সৃষ্টির উপাদানকারণও তিনিই। পালন সংহার ইহাও তাঁহারই কার্য্য। জীব জগৎ মিথ্যা নহে। জীব জগতের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা শরীর শরীরী সম্বন্ধ। ঈশ্বর শরীরী, জীব জগৎ তাঁহার শরীর। শরীর শরীরীর আশ্রিত। যেমন অঙ্গ অঙ্গীর আশ্রিত। কাজেই ইহাকে সম্পূর্ণ ভেদ বলা যায় না। শ্রুতির যেসকল স্থানে জীবকে ব্রহ্মের সহিত অভেদ এবং জীবই ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ আছে সেখানে শরীরের সঙ্গে শরীরীর যে অভেদ সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই মতবাদের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।"

যজ্ঞমূর্ত্তি মনোযোগপূর্ব্বক রামানুজের মতবাদ শ্রবণ করিলেন; তৎপরে পুনরায় কহিলেন—"আচ্ছা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদে আপনারা কি কি দোষ লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এইবার তাহা বলুন।"

রামানুজ যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ অদ্বৈতবাদের বহু দোষ একে একে বর্ণনা করিলেন। রামানুজের প্রদর্শিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোষগুলি যে বাস্তবিকই দোষ নহে, বিরুদ্ধবাদীরা ভুল বুঝিয়াই যে তদ্রূপ মনে করেন, যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে ভীষণ তর্ক বাধিল। একবার রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তির যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন, আবার যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন; কোনই মীমাংসা হইতেছে না। উভয়পক্ষই ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতেছেন। দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া উভয়েরই বাক্য শ্রবণ করিতেছে, শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেছে। এইভাবে সাত দিন অতীত হইয়া গেল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী এখনো কাহারও কণ্ঠে জয়মাল্য অর্পণ করিলেন না। রামানুজ মহাভাবনায় পড়িলেন। তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য, বক্তব্য সমর্থনে যত কিছু যুক্তি, তর্ক, শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন সবই যজ্ঞমূর্ত্তির সামনে উপস্থাপিত করিয়াও তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিলেন না। যজ্ঞমূর্ত্তি অপরাজিতই রহিয়াছেন। নূতন কথা আর কি বলিবেন? সবই তো বলা হইয়াছে; তবে জয়ের আশা কোথায়? অন্যদিকে তিনি যে পরাজিত হইয়াছেন তাহাও মনে করিতে পারিতেছেন না, কারণ তাঁহার সিদ্ধান্ত যে বরদরাজেরই উপদিষ্ট সিদ্ধান্ত। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। জয়লাভ করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত হইলেন তাহা নহে; যাহা সত্য, যাহা স্বৎসিদ্ধান্ত, যাহা ভগবানের শ্রীমুখের বাণী তাহা যজ্ঞমূর্ত্তিকে বুঝাইতে পারিলেন না বলিয়াই দুঃখিত হইলেন। জয়পরাজয় সে তো তুচ্ছ কথা। সেদিন মঠে ফিরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বরদরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো! তোমার আদেশে তোমার উপদিষ্ট সত্যই প্রচারে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু তোমার কৃপা ব্যতীত শুধু যুক্তি-তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধপক্ষকে এই মত গ্রহণ করান সম্ভব নহে। তোমার ইচ্ছা হইলে সবই সম্ভব। যজ্ঞমূর্ত্তির পাণ্ডিত্যাভিমান যথার্থ সত্যউপলব্ধির পথে ভীষণ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাঁহাকে কৃপা না করিলে তাঁহার হৃদয়ের মালিন্য দূর হইবে না, ফলে এই সত্য মতও গ্রহণ করিবেন না। অতএব কৃপা করিয়া তাঁহাকে সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি প্রদান কর।"

শ্রীবরদরাজ ভক্তের প্রার্থনায় প্রীত হইয়া গভীর রাত্রে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন—"রামানুজ! তুমি চিন্তিত হইও না, যজ্ঞমূর্ত্তি তোমার এই মতবাদ অবশ্যই গ্রহণ করিবে। পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার মনে যে অভিমান ছিল তাহা চূর্ণ হইয়াছে। সে মনে করিয়াছিল তাহার পাণ্ডিত্যের নিকট তুমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, পাণ্ডিত্যের ঝটিকায় তোমাকে তৃণবৎ উড়াইয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু সে তাহা করিতে পারে নাই। এতদিন সর্ব্বত্রই সে জয়পতাকা উত্তোলন করিয়াছে, কিন্তু তোমার কাছে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বাধা অপসারণের শক্তিও যে তাহার নাই, সে নিজেও তাহা অনুভব করিয়া মহাচিন্তায় পতিত হইয়াছে। এইবার তাহার স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া তোমার মত গ্রহণ করিবে।" রামানুজ বরদরাজের শ্রীমুখের বাণী অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এদিকে যজ্ঞমূর্ত্তিরও ভাবনার অন্ত নাই। তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডিত্যের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মস্তক অবনত করে নাই। এমন ঘটনা আজ পর্য্যন্ত আর কোথাও ঘটে নাই, কিন্তু রামানুজ ইহার ব্যতিক্রম। রামানুজ তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই সত্য, তিনিও যে রামানুজকে পরাভূত করিতে পারেন নাই তাহাও তেমনই সত্য। যে পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠে তিনি রামানুজকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন, রামানুজের উন্নত শির অবনমিত করিতে না পারিলে সে-পৌরুষ রক্ষা হয় কি করিয়া? কিন্তু তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? তর্কে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে এমন কেহ আছে বলিয়া তো মনে হয় না; অধিকন্তু তাঁহার মধ্যে এমন অনেক কিছু রহিয়াছে যাহাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। তাঁহার সুমধুর বাক্যাবলী, বিনয়নম্র ব্যবহার, শাস্ত্রে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, সবই যেন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত। তাঁহার প্রত্যেকটি বাক্যই যে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের আলোকে আলোকিত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। অনুভূতিহীন শাস্ত্রজ্ঞান জীবনকে বড়ই নীরস করিয়া তোলে। রামানুজের জীবন তদ্রূপ নহে। ভক্তিরসে তাঁহার জীবনতরু সঞ্জীবিত, মুকুলিত এবং ফলফুলে সুশোভিত হইয়া অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। দর্শক মাত্রেরই হৃদয়ানন্দদায়ক এ দৃশ্য। এমন সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি, প্রসন্ন বদন, কেবলমাত্র শাস্ত্রের আক্ষরিক জ্ঞানেই লাভ হইতে পারে না। শাস্ত্রের শিক্ষা—শাস্ত্রনিহিত তত্ত্ব যাঁহার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিয়াছে একমাত্র তাঁহারই জীবন এমন সুন্দর ও মধুর হইতে পারে। রামানুজের জীবন যেন এক আনন্দের খনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞমূর্ত্তি এইবার নিজের জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ভাবিতেছেন, আর আমার জীবন? সুখশান্তির লেশমাত্র কোথাও নাই। ছায়া-পাদপহীন মরুভূমি সদৃশ এ জীবন— যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ-ধূ করিতেছে অনন্ত বালুকারাশি। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, কিন্তু একবিন্দু জল কোথাও দৃষ্ট হইতেছে না। যে শাস্ত্রজ্ঞান রামানুজের জীবনকে এমন সরস সঞ্জীবীত করিয়াছে সেই শাস্ত্রাভ্যাসই আমার জীবনে বিপরীত ফল বহন করিয়া আনিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন— অহংকারে বিমূঢ় ব্যক্তিই নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। শাস্ত্রাভ্যাস আমার জীবনে অভিমানের বোঝাই ভারী করিয়াছে—তাহা লাঘব করিতে পারে নাই। এই বোঝা এখন ফেলিতেও পারিতেছি না, বহন করিতেও প্রাণান্ত। না, আর নয়। এইবার ইহার প্রতিবিধান চাই। এই দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান ঘটাইতে হইবে। উপায়? উপায় আছে। রামানুজের আশ্রয়ই সেই উপায়। ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার জীবন সিদ্ধজীবন। শাস্ত্র বলিয়াছেন— মহাপুরুষ অর্থাৎ সিদ্ধজীবনের আশ্রয় ব্যতিরেকে জীবনে শান্তি লাভের আর অন্য উপায় নাই। মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ। রামানুজের ন্যায় মহাপুরুষ আমার সম্মুখে রহিয়াছেন, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আমার জীবনের সকল জ্বালা দূর করি না কেন? আর বিলম্বেরই বা প্রয়োজন কি? শুভস্য শীঘ্রং—রাত্রি প্রভাতেই তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিয়া তাঁহার অশান্ত মন অনেক পরিমাণে শান্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন আবার বিচার-সভা বসিয়াছে। দর্শকবৃন্দের সমাগমে সভাগৃহ পরিপূর্ণ। যজ্ঞমূর্ত্তি আসন গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রামানুজ তখনও আসিয়া পৌঁছান নাই। যজ্ঞমূর্ত্তির হৃদয়ের ভার অনেক পরিমাণে হালকা হইয়াছে। আজ তিনি তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সভাগৃহে প্রবেশ করেন নাই;—কাজেই জয়-পরাজয়ের দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয়সাগর উদ্বেলিত নহে; শান্ত মনে রামানুজের অপেক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সহাস্যবদন, সদাপ্রফুল্লচিত্ত রামানুজ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তির মনে হইল আজ যেন রামানুজ আরও সুন্দর—আরও কোন এক স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন। ইনি মানুষ নহেন—ভগবানই নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন পাপীতাপী উদ্ধারের জন্য। কর্ত্তব্য তো পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছেন, কাজেই রামানুজ সভাগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। কহিলেন—"মহাত্মন্! আমায় কৃপা করুন। বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমানে জীবন আমার জর্জ্জরিত। সুখ এতটুকুও নাই—অশান্তির দাবানল আমাকে পুড়াইতেছে। আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী শিষ্য, কৃপা করিয়া ভবরোগের ঔষধ প্রদান করুন।" রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তির ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইলেন না। স্বপ্নে বরদরাজের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিবার পর, এইরূপই কিছু ঘটিবে তিনি মনে করিয়াছিলেন। তবে সেই লীলাময়ের লীলা স্মরণ করিয়া তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। প্রেমভরে যজ্ঞমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া ভূমি হইতে উত্তোলন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামানুজ তাঁহাকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করিলেন। সন্ন্যাসী যজ্ঞমূর্ত্তি আজ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি দ্বাদশ তিলক দ্বাদশ অঙ্গে ধারণ করিয়া নবসাজে সজ্জিত হইলেন। দুই বাহুমূলে শঙ্খচক্রাদির চিহ্ন অঙ্কিত হইল। তাঁহার এই বৈষ্ণব-বেশ দর্শন করিয়া বৈষ্ণবমাত্রেরই হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইল। শ্রীবরদরাজের কৃপায় তাঁহার এই পরিবর্ত্তন। তাই রামানুজ তাঁহার নূতন নামকরণ করিলেন—'দেবরাজমুনি'। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ যজ্ঞমূর্ত্তি অদ্বৈত মত ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের জয়জয়কারে চতুর্দ্দিক আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। রামানুজ তাঁহার বাসের জন্য একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এইবার 'দেবরাজমুনি' বৈষ্ণবধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে 'জ্ঞানসার' ও 'প্রমেয়সার' নামক দুইখানি গ্রন্থ রচিত হইল। গ্রন্থ দুইখানি রামানুজ-মতেরই পরিপোষক—অমূল্য রত্নস্বরূপ।

একদিন চারজন যুবক দীক্ষার্থী হইয়া রামানুজের পদপ্রান্তে প্রণতঃ হইলে তিনি কহিলেন—"বৎসগণ! তোমরা দেবরাজমুনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য কর—এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তিনি যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তেমনি ভগবদ্ভক্তিতেও অতুলনীয়। তাঁহাকে গুরুরূপে লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নয় জানিবে। যুবক চতুষ্টয় দেবরাজমুনির নিকট উপনীত হইয়া রামানুজের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। গুরু সাজিবার সকল সাধ তাঁহার মিটিয়াছে, কাজেই দীক্ষা দিতে তাঁহার মন উঠিল না—কিন্তু উপায় কি? এ-যে শ্রীগুরুদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ—গুরুদেবের আদেশ পালনই গুরুদেবের সেবা। গুরুর-দেবের সেবা করিতেছেন মনে করিয়াই অবশেষে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা বিদায় লইল; কিন্তু দেবরাজমুনি ভাবিতে লাগিলেন, গুরুদেবের এ আবার কোন্ পরীক্ষা! যদিও বা তাঁহার কৃপায় অভিমানের বোঝা জীবন হইতে কতকটা দূর হইয়াছে, গুরু সাজিয়া আবার তাহা বর্দ্ধিত করা কেন? তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রামা-নুজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! আবার এ পরীক্ষা কেন? আমি গুরু হইতে চাহি না, আমি আপনার দাস। দাসরূপে আপনার সেবা করিবার অধিকার আমায় প্রদান করুন।" রামানুজ মৃদু হাস্যে কহিলেন, "আপনার ভয় অমূলক. আপনি যথার্থই গুরুপদে উন্নীত হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন। যাহা হউক আপনি এই মঠে আসিয়া বাস করুন।"

রামানুজ প্রতিদিন শিষ্যদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকেন। একদিন 'সহস্র-গীতি' পড়াইতেছেন, দেখিতে পাইলেন ঐ গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে, শ্রীশৈল বা তিরুপতিতীর্থ বৈকুণ্ঠস্বরূপ। ইহা ভূ-বৈকুণ্ঠ। এখানে বাস আর বৈকুণ্ঠে বাস সমফলপ্রদ। ইহলোকে যাঁহারা এখানে বাস করিবেন, দেহান্তেও তাঁহারা বৈকুণ্ঠলাভ করিবেন। তিরুপতিতীর্থের এই অশেষ মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। শিষ্যদিগকে তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধা শিক্ষা দিবার মানসে রামানুজ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে ভূ-বৈকুণ্ঠ তিরুপতিতীর্থে যাইয়া আজীবন বাস

১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে প্রস্তুত ?” অনন্তাচার্য্য নামক এক শিষ্য তদুত্তরে বলিল—“আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইলে, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এ দাস তথায় বাস করিতে প্রস্তুত আছে।” অনন্তাচার্য্যের বাক্য রামানুজকে আনন্দিত করিল। তিনি কহিলেন, “বৎস! তুমি আনন্দের সহিত তথায় গমন কর। শ্রীভগবৎকৃপায় তুমি অশেষ কল্যাণ লাভ করিবে।” গুরুদেবের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া অনন্তাচার্য্য তিরুপতি যাত্রা করিলেন।

কিয়দ্দিবস পর ‘সহস্র-গীতি’ পাঠ সমাপ্ত হইল। এইবার রামানুজেরও তিরুপতিতীর্থ দর্শন করিবার আগ্রহ হইল। বহু শিষ্যসহ তিনি তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ‘অষ্টসহস্র’ নামক গ্রাম। এই গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্য বাস করে। একজন মহাধনী পণ্ডিত ব্যক্তি, তাহার নাম যজ্ঞেশ। অপর শিষ্যের নাম বরদাচার্য্য। বরদাচার্য্য অত্যন্ত দরিদ্র। ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে রামানুজ তাঁহার দুইজন শিষ্যকে যজ্ঞেশের নিকট তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। যজ্ঞেশের গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, ইহাই রামানুজের ইচ্ছা। শিষ্যদ্বয় যজ্ঞেশের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহাকে রামানুজের আতিথ্যগ্রহণের সংবাদ প্রদান করিলে যজ্ঞেশ আনন্দে আত্মহারা হইল। গৃহিণীকে এই শুভ সংবাদ দিয়া উভয়ে মিলিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এদিকে কিন্তু সে তাহার গুরুভ্রাতা দুইজনের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের কোনরূপ আদর-আপ্যায়ন কিংবা সেবার বন্দোবস্ত কিছুই করে নাই। শিষ্যদ্বয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকক্ষণ বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিল, কিন্তু যজ্ঞেশের দেখা নাই। একে তাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত, তদুপরি এইভাবে অপেক্ষা তাহাদের ভাল লাগিল না, বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

রামানুজ শিষ্যদ্বয়ের মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"ধনমদে মত্ত হইলে এইরূপই হয়। চল আমরা বরদাচার্য্যের গৃহেই গমন করি।"

ভিক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে—বরদাচার্য্য ভিক্ষার্থে বাহির হইলেন। তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী স্নানান্তে একখানি শত-ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া আছেন। পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা তাহার লজ্জা নিবারণ হইতেছে না, কাজেই গৃহের বাহিরে আসিবার উপায় নাই। এমনি সময়ে রামানুজ সশিষ্য তথায় উপনীত হইলেন। গৃহাভ্যন্তর হইতে লক্ষ্মীদেবী গুরু-দেবের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু বাহিরে আসিবেন কি করিয়া? দ্বারের অন্তরাল হইতে সকল কথা গুরুদেবকে নিবেদন করিলেন। রামানুজ তৎক্ষণাৎ স্বীয় উত্তরীয়খানি দূর হইতে তাহার নিকট নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী সেই উত্তরীয়খানি পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপদে প্রণতা হইলেন, তৎপরে অন্য সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। আসন প্রদান করিয়া সকলের পাদপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা করিলেন। ভবসাগরের কর্ণধার শ্রীগুরুদেব আজ তাহার গৃহে উপস্থিত। ইহা কতবড় সৌভাগ্যের কথা; কিন্তু তাঁহার গৃহে একমুষ্টি চাউলও নাই। কি করিয়া শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবেন, এই ভাবিয়া আকুল হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ তাঁহার মনে এক চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলেন তাহাই হউক। গুরুদেবের সেবার জন্য অকরণীয় কিছুই নাই। পাপ-পুণ্য, ভালমন্দের বিধানকর্ত্তা গুরুদেবই ; এক্ষেত্রে সেসব আমার ভাবিবার প্রয়োজন কি ? যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও যদি একদিন গুরু-দেবের সেবা করিতে পারি তবে তাহাই আমার সৌভাগ্য। কর্ত্তব্য স্থির হইল। মনের সকল প্রকার দ্বিধা সঙ্কোচ ত্যাগ করিলেন।

নিকটেই এক বণিকের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বণিক মহা ধনী। লক্ষ্মীদেবী ধীর পাদবিক্ষেপে অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বণিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আপনি আমার রূপে মুগ্ধ, আমার রক্তমাংসের ঘৃণ্য দেহটার জন্য লোলুপ। বহুদিন যাবৎ আপনি আমাকে পাইবার জন্য কত চেষ্টাই করিয়াছেন, কত প্রকার প্রলোভনে আমাকে প্রলোভিত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আমি এতদিন আপনার এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মত হই নাই। আজ আমার গৃহে, আমার ইহকাল ও পরকালের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুদেব সশিষ্য উপ-স্থিত ; তাঁহার সেবার জন্য কোন আয়োজনই আমার গৃহে নাই। আমরা এতই দরিদ্র যে, ভাণ্ডারে একমুষ্টি চাউলও সঞ্চিত নাই। কিন্তু যেপ্রকারেই হউক তাঁহার সেবা আমাকে করিতেই হইবে। সেবার দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য আমার অদেয় কিছুই নাই। আমার যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে আমি প্রস্তুত আছি —আপনি যদি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমাকে প্রদান করেন, তা আপনার প্রস্তাব যতবড় ঘৃণ্যই হউক না কেন তাহাতেই আমি প্রস্তুত আছি জানিবেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মীদেবীর মুখে বণিকের প্রস্তাবে স্বীকৃতি এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। বণিকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ভাবিল, এই কি সেই লক্ষ্মীদেবী—সুন্দরী সেই নারী! যাহাকে পাইবার জন্য আমি পাগল হইয়া আছি? তিনি স্বেচ্ছায় আজ আমার নিকট উপস্থিত। আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন। কিসে এ সম্ভব হইল? আমার কোন প্রলোভনেই তো এতদিন তিনি স্বীকৃত হন নাই। সকল প্রলোভনই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সেই নারীই আজ গুরুসেবার ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া আমার প্রস্তাবে সম্মত। অনাহারে অর্দ্ধাহারে কতদিন তাঁহাদের অতিবাহিত হইয়াছে, আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাঁহাদের সে-দুঃখ ঘুচিয়া যাইত, কিন্তু সম্মত হন নাই! আজ বলিতেছেন, গুরু-সেবার জন্য তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। এই গুরু কে? গুরু এমন কী বস্তু যাহার জন্য লক্ষ্মীদেবী জীবনের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। মুহূর্ত্তের মধ্যে বণিকের মনে এই সকল চিন্তার লহরী একের পর আর এক করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি চিন্তা করিয়া ইহার কিছুই কূল-কিনারা করিতে পারিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল—গুরু কি এমনই বস্তু যাহার জন্য মানবজীবনের সব কিছু বিলাইয়া দেওয়া চলে? যাহা হউক সম্মুখে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীদেবী, আর বিলম্ব করা চলে না। কহিলেন—"আপনি গৃহে গমন করুন, আমি এখনই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাঠাইয়া দিতেছি।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, গুরুসেবার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলে, রাত্রিবেলা আমি আপনার নিকট উপনীত হইব, আমার কথা মিথ্যা হইবে না।" এই বলিয়া লক্ষ্মীদেবী দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

ভারে ভারে নানাবিধ দ্রব্য বণিক প্রেরণ করিয়াছেন। প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় কোন কিছুরই অভাব নাই। গুরু-দেবের সেবার জন্য সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মী-দেবীর আর আনন্দ ধরে না। তিনি বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নারায়ণকে নিবেদন করিলেন। তৎপরে সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এমনি সময়ে বরদাচার্য্য গৃহে ফিরিলেন। দেখিলেন তাঁহার গৃহে মহাসমারোহ। কিসে কি হইল, তিনি কিছুই বুঝিতেছেন না! সশিষ্য গুরুদেব বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি গুরুদেবের পায় প্রণত হইলেন; তৎপরে স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্যাপার কী? গুরুদেবের সেবার জন্য এই সমস্ত মহামূল্যবান সামগ্রী তুমি কোথায় পাইলে?' লক্ষ্মী-দেবী এতক্ষণ গুরুদেবের সেবার আনন্দেই বিভোর ছিলেন; কিন্তু স্বামীর প্রশ্নে এইবার তাঁহার ভয়ের সঞ্চার হইল। ভাবিলেন সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া না জানি স্বামী কি বলিবেন। যাহা হউক পতি পরম গুরু, তাঁহার নিকট কিছুই গোপন করা চলে না। তিনি রামানুজের আসার পর হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্তই অকপটে স্বামীর নিকট নিবেদন করিলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া বরদাচার্য্য কহিলেন, "তুমি কিছুই অন্যায় কর নাই, যথার্থ কার্য্যই করিয়াছ। গুরুদেবের সেবার জন্য অকরণীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই নাই। আজ তোমার জন্যই আমার পর্ণকুটীরে রাজ-সমারোহে আচার্য্যের সেবা সম্ভব হইয়াছে। তুমিই যথার্থ সহধর্মিণী। তোমার ন্যায় স্ত্রী লাভ করিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আচার্য্য-দেবই তোমাকে রক্ষা করিবেন। বণিকের সাধ্য কি যে তোমাকে স্পর্শ করে।

সন্ধ্যার পর সমস্ত গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লক্ষ্মীদেবী স্বামী-সহ বণিকের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কিছু প্রসাদ তাঁহারা লইয়া গেলেন। বণিকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মী-দেবী গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বরদাচার্য্য গৃহের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বণিক এক সুসজ্জিত কক্ষে উপবিষ্ট। লক্ষ্মীদেবী আসি-বেন, নিশ্চয়ই আসিবেন। তাঁহার ন্যায় সতীসাধ্বীর কথা মিথ্যা—কখনো মিথা হইতে পারে না —কিন্তু তারপর ? তার-পরের কথা ভাবিতে যাইয়া বণিক যেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাহার এতদিনের যত সব সাধ, আশা, সঙ্কল্প, বিকল্প সবই যেন উলটপালট হইয়া যাইতেছে। বণিকের হৃদয়বৃত্তি বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। একবার ভাবিতেছেন লক্ষ্মীদেবী না আসিলে ভাল হয় ; আবার ভাবিতেছেন আমার এতদিনের সাধ-আশা বিফল হইয়া যাইবে ? এমনি সময়ে লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সেই পবিত্র দেবীমূর্ত্তি লইয়া বণিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"আপনার জন্য নারায়ণের প্রসাদ আনিয়াছি, গ্রহণ করুন।" বণিক হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। সেই প্রসাদ মুখে প্রদান করিবামাত্র বণিকের সর্ব্বাঙ্গে সহস্র বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা উপস্থিত হইল। তিনি চীৎকার করিয়া লক্ষ্মীদেবীর পদপ্রান্তে পতিত হইলেন, বলিতে লাগিলেন —"মা! আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি আপনার নিকট মহা অপরাধে অপরাধী। আপনি ক্ষমা না করিলে আর আমার উপায় নাই।"

লক্ষ্মীদেবী বণিকের অবস্থা দর্শনে হতবুদ্ধি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রসাদ গ্রহণ করিবামাত্র এই জ্বালা—এই অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এইরূপ হইবার তো কথা নহে। প্রসাদ ভক্ষণে সকল জ্বালা দূর হইবারই তো কথা। তিনি কি বলিবেন কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বণিকের চীৎকার বরদাচার্য্যের কানে পৌঁছিয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মীদেবীর মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ইহা শ্রীগুরুদেবেরই লীলা—তিনিই তাহার স্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য এই খেলা খেলিয়াছেন। বণিককে কহিলেন, "বণিক! আমার পরম দয়াল শ্রীগুরুদেবের নিকট তুমি চল, তাঁহার কৃপায় তুমি শান্তিলাভ করিবে।" বণিক তাহাদের সঙ্গে বরদাচার্য্যের গৃহে গমন করিয়া রামানুজের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামানুজ বরদাচার্য্যের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী! তুমি ধন্য। গুরুসেবার জন্য যাহা করিয়াছ তাহার তুলনা মিলে না! জগতে চিরদিন তোমার এই কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। ভগবানই তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য বণিকের এই শাস্তিবিধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। তিনি পরম দয়াল—লীলাময়, তাঁহার লীলার কি অন্ত আছে? সতীসাধ্বীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কি অপূর্ব্ব লীলা করিয়াছেন, জগৎবাসী আজ তাহা প্রত্যক্ষ করুক, করিয়া ধন্য হউক।"

কিছুই গোপন থাকে না ;—এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া অগণিত নরনারী বরদাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত—সেই ধন-মদমত্ত বণিককে ভূলুণ্ঠিত দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ; পরস্পর এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল, "এতদিনে মহাপাপিষ্ঠ বণিকের যথোপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। লক্ষ্মীদেবী ধন্য, তাঁহার গুরুভক্তি অতুলনীয়,—গুরুকৃপায় তিনি আজ মহতো মহীয়ান ; তাঁহার পদরেণু স্পর্শে আমরা ধন্য হইব—কৃতার্থ হইব।" বণিকের দুঃখ দর্শনে লক্ষ্মীদেবীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। নারীজাতি মাতৃজাতি। মা সন্তানের দুঃখ দেখিয়া কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? তিনি জোড় করে রামানুজকে কহিলেন, "প্রভো! কৃপা করিয়া বণিককে শাস্তি দান করুন। আপনার কৃপা ব্যতীত তাহার উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই।" তদুত্তরে রামানুজ বলিলেন, "মা! তুমি তাহাকে ক্ষমা কর, তবেই সে শান্তি পাইবে।" এই বলিয়া ভূমি হইতে তাহাকে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বণিকের সর্ব্বাঙ্গের জ্বালা দূর হইল—সেই স্পর্শ যেন মধু বর্ষণ করিল। বণিক কাতরভাবে কহিলেন, "হে মহাত্মন্! আমি মহাপাষণ্ড। আমাকে কৃপা করুন—আপনি ছাড়া আমাকে উদ্ধার করিবার আর কেহই নাই।" রামানুজ তাহার কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কহিলেন, "বণিক! তোমার পরম সৌভাগের উদয় হইয়াছে। তোমার জীবনে ইহা এক শুভ মুহূর্ত্ত। তাহা না হইলে লক্ষ্মীর ন্যায় সতী সাধ্বী তোমার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিবে কেন? তাহার প্রার্থনা তো ব্যর্থ হইতে পারে না। তাহার ন্যায় গুরুভক্তিপরায়ণা সতীসাধ্বীর নিকট যে ভগবান আপনা হইতেই বাঁধা পড়িয়া আছেন। আজ তাহারই জন্য তুমি উদ্ধার হইয়া গেলে।" এই বলিয়া তখনই বণিককে দীক্ষা দান করিলেন। নরাকৃতি পশু বণিক আজ রামানুজের ন্যায় গুরুলাভ করিয়া দেবত্বে উন্নীত হইতে চলিয়াছে! সৎসঙ্গের এমনি মহিমা! তাহার ফল অব্যর্থ। যে ভাবেই হউক তাহার সঙ্গ হইলেই হইল। ইহার ফল ফলিবেই। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হইবেই। তাই স্পর্শমণি সদৃশ লক্ষ্মীদেবীর সংসর্গে আসিয়া বণিকের লৌহজীবন আজ সোনা হইয়া গেল, দীক্ষা লাভে কৃতার্থ হইল।

এদিকে যজ্ঞেশ গুরুসেবার সকল রকম বন্দোবস্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার গুরুভ্রাতা দুইজন চলিয়া গিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের খোঁজে রাস্তায় বাহির হইয়া শুনিতে পাইলেন, রামানুজ সশিষ্য বরদাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। গুরুসেবায়বঞ্চিত হইয়া তাঁহার দুঃখের অবধি রহিল না; তিনি অতি সত্বর বরদা-চার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রামানুজ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, "প্রভো! আমাকে গুরুসেবার সৌভাগ্য হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঞ্চিত করিলেন কেন ?" রামানুজ তদুত্তরে কহিলেন ধনমদে মত্ত ব্যক্তির তো গুরুসেবায় অধিকার জন্মে না। আমি তো তোমার গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিব মনে করিয়া দুইজন শিষ্যের দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি শ্রান্তদেহ তাহাদের কোনরূপ সেবা-শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে বসিবার অনুরোধ পর্য্যন্ত কর নাই; তাহারা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয়বার তোমার দর্শন না পাইয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। গুরুসেবা করাই যদি তোমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তবে তুমি ইহাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে কেন ?" যজ্ঞেশের দুই চোখ হইতে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে, অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "প্রভো ! আপনি অন্তর্য্যামী, সবই জানেন। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অবহেলা করি নাই। আপনার আগমন সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমি তাঁহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, পরে যখন তাঁহাদের কথা স্মরণ হইল, তখন তাঁহাদিগের খবর লইতে যাইয়া দেখি তাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন। আমার খুবই অন্যায় হইয়াছে। আমি তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি একবার সকলকে নিয়া এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" রামানুজ তাহার কাতরতা দর্শন করিয়া কহিলেন, "তুমি তো শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ। তুমি কি জাননা যে গুরু সর্ব্বব্যাপী— সর্ব্ব ঘটে বিরাজিত। কাহাকেও অবহেলা করিয়া গুরুসেবা হয় না। গুরুসেবা করিতে হইলে আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়। যাহা হউক ভবিষ্যতে আর কখনো এইরূপ করিও না। গুরুভ্রাতা আর গুরুকে অভিন্ন বলিয়া জানিবে। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে। এখন তোমার গৃহে যাইবার আর সময় হইবে না। তুমি দুঃখ করিও না; তিরুপতি হইতে ফিরিবার পথে তোমার গৃহে বিশ্রাম করিয়া যাইব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছয়

অষ্টসহস্র গ্রাম হইতে তাঁহারা কাঞ্চীপুরীতে গমন করিলেন। প্রথমেই বরদরাজকে দর্শন করিয়া তৎপরে কাঞ্চী-পূর্ণের সহিত মিলিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে এই মিলন। কাঞ্চীপূর্ণ ও যতিরাজ উভয়েরই হৃদয়ে আনন্দের বান ডাকিল। পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া কেহই কাহাকেও ছাড়িতে চাহিতেছেন না; এইভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। রামানুজ পরমানন্দে তিন দিবস তথায় অবস্থান করিলেন। তৎপরে তিরুপতি অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গমন করিবার পর তাঁহারা পথ হারাইয়া এদিক-ওদিক ঘুরিতে লাগি-লেন। সম্মুখে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। জনমানবের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। রামানুজ একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দূরে এক ব্যক্তিকে ক্ষেত্রে জল সেচন করিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি দ্রুতপদে তাহার নিকট গমন করিয়া পথের কথা জানিয়া লইলেন; ফিরিবার সময় তাহার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিতে না উঠিতেই লোকটি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। দূর হইতে রামানুজের শিষ্যবৃন্দ সমস্তই দর্শন করিতেছিলেন। রামানুজকে ঐভাবে প্রণাম করিতে এবং মুহূর্তের মধ্যে লোকটিকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া সকলেই যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। রামানুজ ফিরিয়া আসিলে, তন্মধ্যে একজন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন, "প্রভো! যে শূদ্রজাতীয় লোকটিকে আপনি এই-ভাবে প্রণাম করিলেন, তিনি কে? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় লোকটি দেখিতে না দেখিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।" রামানুজ ইষৎ হাস্য করিয়া শ্রদ্ধাভরে মস্তক অবনত করিলেন। কহিলেন, "আমরা পথহারা হইয়াছি দেখিয়া স্বয়ং ভগবানই পথের নির্দ্দেশ দিয়া গেলেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেরই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। একি অসম্ভব কথা, স্বয়ং ভগবানই তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া চলিয়া গেলেন। হায়! তাঁহারা দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না! তাঁহাদের দুঃখের অবধি রহিল না। কিন্তু দুঃখ করা বৃথা। ভগবানকে দর্শন করিতে হইলে চক্ষু থাকা চাই। চক্ষু তো সকলেরই আছে, কিন্তু সে চক্ষু কোথায়; যাহার দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায়? ভক্ত-ভগবানে কতভাবেই লীলা করিয়া থাকেন—সে-লীলার কি অন্ত আছে?

তৎপরে তাঁহারা তিরুপতিতীর্থে উপনীত হইলেন। এই সেই স্থান, যাহাকে ভূ-বৈকুণ্ঠ বলিয়া 'সহস্র-গীতি' গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ এখানে বিরাজ করেন। অনন্তাচার্য্যকে আজীবন বাস করিবার জন্য এই পবিত্র তীর্থে ই পাঠান হইয়াছে। তীর্থের সমস্ত স্থানই বৈকুণ্ঠসদৃশ। অতএব ঐ পবিত্র ভূমিতে পদক্ষেপ করেন কি করিয়া! রামানুজের মনে এইরূপ বিচার উপস্থিত হইল। মন্দির পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। তাহা হইলেও তিনি উপরে না উঠিয়া পাহাড়ের পাদদেশেই অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। নীচ হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরস্থিত বিগ্রহকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইলেন।

সেই দেশের রাজার নাম বিট্‌ঠলদেব। বহুদিন হইতে তিনি সদ্‌গুরু লাভের আশায় দিন কাটাইতেছেন। রামানুজের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া তিনি ভাবিলেন, ভগবান তাহার বাসনা পূরণ করিবার জন্যই রামানুজের ন্যায় মহাপুরুষকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্তিপরায়ণ। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রামানুজের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। রামানুজ তাঁহার শিষ্যোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া দীক্ষাদানে তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড রাজা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রামানুজ শিষ্যের প্রীতির জন্য সেই দান স্বীকার করিলেন, কিন্তু তৎপরই সেখানকার গরীব ব্রাহ্মণদিগকে তাহা দান করিয়া দিলেন।

এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। রামানুজ বিগ্রহ দর্শনের জন্য উপরে উঠিলেন না। নীচ হইতেই প্রত্যহ মন্দিরের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ করেন। মন্দিরের পূজারী এবং অন্যান্য ভক্ত-গণ ইহাতে বড় নিরাশ হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, বিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য রামানুজ অবশ্যই উপরে গমন করি-বেন। অবশেষে তাঁহারা সকলে মিলিয়া রামানুজের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপরে উঠিয়া রামানুজ কেন বিগ্রহ দর্শন করিতেছেন না, এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি যে উত্তর প্রদান করিলেন তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা বুঝিলেন, তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধা শিক্ষা দিবার জন্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্যের এইরূপ ব্যবহার। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' শিক্ষা দিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ রীতি। সকলেই কৃতাঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া কহিলেন—"প্রভো! আপনার আচরণের বিরুদ্ধে আমরা আর কি বলিতে পারি? আপনি আচার্য্য, লোকশিক্ষা দিবার জন্যই আপনার ধরাধামে আগমন। আপনি ভগবানেরই স্বরূপ, আপনার পদক্ষেপে তীর্থের তীর্থত্বই বর্দ্ধিত হইবে। আপনি যদি উপরে গমন না করেন তবে আপনার আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া অনেকেই বেঙ্কটনাথকে দর্শন করিতে এই বেঙ্কটা-চলের উপরে উঠিবেন না। এই ভূ-বৈকুণ্ঠ তাহা হইলে জন-মানবশূন্য অরণ্যে পরিণত হইবে। আমরাই বা কোন্ সাহসে তথায় অবস্থান করিব? এইরূপ হইলে বেঙ্কটনাথের সেবা-পূজাই বা চলিবে কি করিয়া? আপনি কৃপা করিয়া উপরে চলুন—বেঙ্কটনাথকে দর্শন করিয়া সকলকেই আনন্দ দান করুন।

ইঁহারা সকলেই ভক্ত। ভক্তের প্রার্থনা পূরণ না করিয়া উপায় কি? স্বয়ং ভগবানও যে ভক্তের অধীন। তিনি সশিষ্য বেঙ্কটপর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলেন। উপরে উঠিবার সময় এই মহাপবিত্র বেঙ্কটাচলের গাত্রে তিনি পাদস্পর্শ করেন নাই, হাঁটুগাড়িয়া উপরে উঠিয়াছিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান স্মরণ করিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। অর্দ্ধপথে মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন; কাজেই এই পার্ব্বত্য পথ ক্লেশ করিয়াই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইতেছে। রামানুজ মাতুলের পায় প্রণত হইলে শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহাকে ভগবৎ-প্রসাদ এবং চরণামৃত প্রদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। রামানুজ পরম শ্রদ্ধাভরে তাহা গ্রহণ করিলেন। মাতুলকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আপনি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া না আসিয়া অন্যের দ্বারা এসকল প্রেরণ করিলেই পারিতেন। সামান্য একটি বালকই তো এ কাজ করিতে পারিত।" শৈলপূর্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হাঁ, তুমি যথার্থই বলিয়াছ, কিন্তু আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আমা অপেক্ষা হীনমতি বালক আর কে আছে? অতএব এ কার্য্য আমারই করা উচিত।" রামানুজ মাতুলের বাক্যে ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "আপনার নিকট এই বিনয় শিক্ষা করিয়া আজ আমি ধন্য হইলাম, ইহা অতুলনীয়।" রামানুজের জীবনে এই সকল খেলা, তাঁহার নিজের প্রয়োজনে নহে; শিষ্য এবং অনুগতজনকে আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি এইরূপ লীলা করিয়া যাইতেছেন। তাহা না হইলে, তাঁহার ন্যায় পূর্ণ জীবন যাঁহার, তিনি আবার নূতন করিয়া কি শিক্ষা করিবেন?

সকলে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। যতিরাজ বেঙ্কটনাথকে দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা — তাঁহার দুই নয়ন হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। তিনি বেঙ্কটনাথকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ এবং প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তাচার্য্য অপ্রত্যাশিতভাবে গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইয়া ইহা তাহার প্রতি গুরুদেবের অপার করুণা বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, তীর্থের মাহাত্ম্যও তেমনি সকলের হৃদয় আকর্ষণ করে। শিষ্যগণসহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতিরাজ মহা আনন্দে তিন দিবস তথায় অবস্থান করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

শ্রীশৈলপূর্ণের আগ্রহে রামানুজ সশিষ্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। বহুদিন পরে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়েরই আনন্দ। দীর্ঘ এক বৎসরকাল তিনি এখানে বাস করিয়া শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট সরহস্য রামায়ণ পাঠ করিলেন। ইতিমধ্যে গোবিন্দের একটি ব্যবহার দর্শন করিয়া তিনি মনে মনে দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দের গুরুভক্তি অতুলনীয়। গুরুদেবই তাঁহার সব। তাঁহার সেবার সমস্ত কার্য্য গোবিন্দ কত পরিপাটীরূপেই না সম্পন্ন করেন। কোন বিষয়ে এতটুকু ত্রুটী থাকিবার উপায় নাই। কিন্তু এই আচার্য্যভক্ত, আচার্য্য-গতপ্রাণ গোবিন্দকে একদিন যতিরাজ আচার্য্যদেবের শয্যায় শয়ন করিতে দেখিলেন। যতিরাজের নিকট গুরুদেবের শয্যায় শিষ্যের শয়ন বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল। একদিন তিনি মাতুলকে এই কথা বলিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "গোবিন্দ! শুনিলাম তুমি নাকি আমার শয্যায় শয়ন কর। গুরুর শয্যায় শয়ন করিলে কি হয় জান কী?"

"হাঁ মহারাজ! তাহা আমি জানি। তাহার ফলে অনন্ত নরকবাস হয়, ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে"—গোবিন্দ বিনীতভাবে এই উত্তর প্রদান করিলেন।

"তবে অনন্ত নরকবাসের কথা জানিয়া শুনিয়াও তুমি এইরূপ নিষিদ্ধ কর্ম্ম কর কেন?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দ পুনরায় উত্তর করিল—"প্রভো! আমার নরকবাসের বিনিময়ে যদি শ্রীগুরুদেবের সুনিদ্রা হয় তবে সেই নরকবাসও আমার কাম্য। শয্যা রচনা করিয়া তাহা ঠিক হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যই আমি তাহাতে শয়ন করি। শয্যা ঠিকমতন প্রস্তুত না হইলে ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে, এই আশঙ্কাতেই আমি নরকবাসের কথা জানিয়াও তদ্রূপ করিয়া থাকি।" যতিরাজ নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, গোবিন্দের উত্তর শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, কহিলেন—"ভাই, ধন্য তুমি। তোমার গুরুভক্তিও ধন্য। এইরূপ গুরুভক্তি জগতে বিরল। এহেন গুরুভক্ত, গুরুগতপ্রাণ, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি নিজেকেও ধন্য বোধ করিতেছি।"

গোবিন্দের সব কার্য্যই ছিল অসাধারণ, অদ্ভুত রকমের। একদিন যতিরাজ দেখিতে পাইলেন গোবিন্দ একটা সর্পের মুখে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সর্পটিকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলে সর্পটি নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল। যতিরাজ আশ্চর্য হইলেন। গোবিন্দের নিকট যাইয়া বলিলেন—"ভাই গোবিন্দ, এমন বিষধর সর্পের মুখে তুমি কেন হস্ত প্রবেশ করাইলে বুঝিলাম না; সর্পটাও দেখিতেছি কষ্ট পাইয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়া আছে।" গোবিন্দ কহিলেন—"যতিরাজ! সর্পটির গলায় কাঁটা বিঁধিয়াছিল, তাহাতে সে বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। কাঁটাটি বাহির করিবার জন্যই ঐরূপ কার্য্য করিয়াছি। যদিও এখন সে নির্জীব হইয়া পড়িয়া আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীঘ্রই সজীব হইয়া উঠিবে। কারণ কাঁটাটি বাহির করিয়া ফেলাতে তাহার সেই ভীষণ কষ্টের লাঘব হইয়াছে।”

গোবিন্দের কথা শুনিয়া যতিরাজের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি অদ্ভুত মানুষ এই গোবিন্দ! জীবের প্রতি তাহার কী অসীম প্রেম। সর্পটির দুঃখ লাঘব করিবে বলিয়া নিশ্চিত মৃত্যুস্বরূপ তাহার মুখে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিল না। তাহার গুরুভক্তি, জীবে প্রেম, সবই তুলনাবিহীন। গোবিন্দ যদি আমার সঙ্গে বাস করিত তবে কতই না আনন্দের বিষয় হইত। একদিন সুযোগ বুঝিয়া যতিরাজ তাঁহার মনের কথা শ্রীশৈল-পূর্ণের নিকট ব্যক্ত করিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণের তাঁহাকে অদেয় কিছুই ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে ডাকিয়া তাহাকে যতিরাজের সহিত শ্রীরঙ্গমে যাইতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দের ন্যায় গুরুগতপ্রাণ শিষ্যের পক্ষে গুরুসঙ্গ ত্যাগ মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। কিন্তু এ যে গুরুদেবেরই আদেশ, কাজেই তিনি আর কি বলিবেন! যথাসময়ে যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলে গোবিন্দও তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন প্রাণ সমস্তই গুরুপদে পড়িয়া রহিল। পথিমধ্যে ঘটিকাচল, পক্ষীতীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহারা কাঞ্চীপুরীতে আগমন করিলেন। বরদরাজকে দর্শন করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ের মিলন সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কাঞ্চীপূর্ণের আশ্রমে আনন্দের হিল্লোল বহিতে লাগিল।

সকলেরই আনন্দ, কিন্তু গোবিন্দের হৃদয়ে আনন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেশমাত্র নাই। তাঁহার মুখ বিষাদ-মলিন। গুরুসঙ্গ ত্যাগেই যে তাঁহার এইরূপ অবস্থা, কাঞ্চীপূর্ণের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি গোবিন্দকে তাহার গুরুর নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য যতিরাজকে অনুরোধ করিলেন। যতিরাজও গোবিন্দের এই বিমর্ষভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কাজেই কাঞ্চী-পূর্ণের কথা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া তিনি তখনই গোবিন্দকে তাহার গুরুর নিকট ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া অতি দ্রুত চলিয়া গুরুপদে উপনীত হইলেন। শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট গোবিন্দের মনোভাব অজ্ঞাত ছিল না। তিনি তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। অজিজ্ঞাসিতভাবে, অনাহারে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। শ্রীশৈলপূর্ণের স্ত্রীর মাতৃহৃদয় গোবিন্দের এই অবস্থা দর্শন করিয়া বিগলিত হইল। তিনি স্বামীকে কহিলেন—"শিষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে কিছু বলিবার কোন অধিকার আমার নাই। কিন্তু গোবিন্দ পথশ্রমে ক্লান্ত, তদুপরি এখানে আসিয়া সমস্ত দিন উপবাসী রহিয়াছে, ইহাতে আমি বড়ই ক্লেশ বোধ করিতেছি। আপনার আদেশ না পাইলে তাহাকে আহার্য্য প্রদান করিতেও সাহসী হইতেছি না।" তদুত্তরে শ্রীশৈলপূর্ণ কহিলেন, "যে অশ্বকে বিক্রয় করা হইয়াছে তাহাকে আহার্য্য-দানের দায়িত্ব ক্রেতার, কারণ সেই তখন তাহার মালিক এবং প্রভু। বিক্রেতা অশ্ব বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভুত্ব ও মালিকত্ব হারাইয়া থাকে, তখন তাহাকে আহার্য্যদানের কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দায়িত্বই তাহার আর থাকে না।" গোবিন্দ এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আচার্য্যদেবের মনোগত ভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন, তাঁহারই ভুল হইয়াছে। আচার্য্যের ইচ্ছাই শিষ্যের সর্ব্বতো-ভাবে পালনীয়। সেখানে দ্বিধা-সঙ্কোচ, প্রিয়-অপ্রিয় বোধ থাকিলে চলিবে কেন? তাহা হইলে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ হইল কই? আচার্য্যের আদেশ পালন এবং সন্তোষবিধানই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। যতিরাজের সেবাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, ইহাই যখন তাঁহার মনোগত ভাব এবং আদেশ, তখন তাহার অন্যথা করিতে যাইয়া আমি আচার্য্যদেবের সেবাতেই অবহেলা করিয়াছি। তাঁহার আদেশ পালনই তাঁহার সেবা, ইহাইতো শাস্ত্রের বিধান। গোবিন্দের বিষাদমলিন মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি দূর হইতে গুরুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া সেই অবস্থাতেই যতিরাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলেন। আচার্য্যনির্দ্দেশিত কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মনে আর দুঃখ থাকিবে কেন? তিনি যথাসময়ে যতিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। যতিরাজ তাঁহার প্রতি শ্রীশৈলপূর্ণের আন্তরিক ভালবাসা, গোবিন্দের গুরুভক্তি এবং গুরুর আদেশপালনে তাঁহার দৃঢ়তা দর্শন করিয়া খুবই প্রীত হইলেন এবং পরম আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সেখান হইতে তাঁহারা অষ্টসহস্র গ্রামে আসিয়া যজ্ঞেশের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। সেখান হইতে বহুদিন পর পুনরায় শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন।

গোবিন্দ যদিও বিবাহিত ছিলেন, তথাপি স্ত্রীর প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার কোন মোহ কিংবা সংসারের প্রতি আসক্তি ছিল না। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভগবদ্ভক্তি এবং গুরুজনের সেবায় নিষ্ঠা, সবই ছিল অনন্যসাধারণ। একাধারে এতগুলি গুণের সমাবেশ বড়ই বিরল। যতিরাজ দেখিলেন, গোবিন্দ সন্ন্যাসগ্রহণে উত্তম অধিকারী; অতএব তিনি তাঁহাকে অনতিবিলম্বে সন্ন্যাস প্রদান করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইল 'এম্বার'।

রামানুজ এইবার শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বিশেষ মনোযোগী হইলেন। বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনাই বিশেষ করিয়া চলিয়াছে। যামুনাচার্য্যের চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি যে তিনটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি ছিল বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা। এক্ষণে তিনি ঐ বিষয়েই চিন্তা করিতেছেন। ভাষ্যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়া সগুণ ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহা খণ্ডন করিতে না পারিলে বৈষ্ণবমত প্রচারের পথ সুগম হইবে না। পূর্ব্বাচার্য্যদের মধ্যে সগুণ ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেদান্তের কোন ব্যাখ্যা কেহ লিখিয়াছেন কিনা এ বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহর্ষি বোধায়ন কৃত ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তির কথা শুনিতে পাইলেন। এই বৃত্তিতে সগুণ ঈশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কাজেই এই বৃত্তি দেখিবার জন্য তিনি খুবই আগ্রহান্বিত হইলেন। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি মহর্ষি বোধায়ন কৃত বৃত্তি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এইভাবে কিছু দিন অতীত হইলে, একদিন এক পণ্ডিতের মুখে শুনিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইলেন, কাশ্মীরে সারদাপীঠে বোধায়নবৃত্তির পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে। সংবাদে তিনি আনন্দিত হইলেন; কারণ এতদিনে তবুও একটা সঠিক খবর পাওয়া গিয়াছে।

কাশ্মীর বহুদূর। তথাপি ঐ গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য তিনি কাশ্মীর যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্রুতিধর কুরেশকে সঙ্গে করিয়া তিনি অনতিবিলম্বে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমাগত পথ চলিয়া প্রায় তিনমাসে তাঁহারা সারদাপীঠে উপনীত হইলেন। রামানুজ সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, বিনয়নম্র ব্যবহার এবং পবিত্র মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহারা যখন শুনি-লেন রামানুজ নির্গুণ অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া সগুণ ঈশ্বরবাদই যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য তাহা প্রমাণ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। রামানুজ অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা যে অদ্বৈতমতের বিজয়বৈজয়ন্তীকে ধূলিসাৎ করিবে সে-বিষয়ে তাঁহাদের আর কোনই সন্দেহ রহিল না। তাঁহারা মহা ভাবনায় পড়িলেন। ইতিমধ্যে রামানুজ একদিন সারদাপীঠে রক্ষিত বোধায়নবৃত্তি দেখিতে আগ্রহপ্রকাশ করিলেন। কি সর্ব্বনাশ! পণ্ডিতমণ্ডলী চমকিয়া উঠিলেন। বোধায়নবৃত্তির সিদ্ধান্ত যে তাঁহারই সিদ্ধান্তের অনুকূল; কাজেই ঐ গ্রন্থ তাঁহার হাতে পড়িলে কি আর রক্ষা আছে! ঐ বৃত্তি রামানুজকে দেখিতে দেওয়া হইবে না—সকলে মিলিয়া এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরামর্শ করিলেন। কিন্তু রামানুজকে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে পারিলেন না। রামানুজ যখনই গ্রন্থ দেখিবার কথা উত্থাপন করেন তখনই তাঁহারা নানা কথা বলিয়া ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিবার চেষ্টা করেন। এইভাবে বহুদিন অতীত হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে ঐ গ্রন্থ দেখাইতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম এবং দীর্ঘদিন কাশ্মীরে বাস সবই ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র। কিন্তু তাহাই বা হয় কি করিয়া? ভগবৎ-ইচ্ছা ব্যতিরেকে তিনি তো কোন কার্য্যেই প্রয়াসী হইতে পারেন না। ভগবৎ-প্রেরণাতেই তিনি বোধায়নবৃত্তি সংগ্রহার্থে এখানে আসিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই; কাজেই তিনি নিরাশ না হইয়া, ভবিষ্যতে কি ঘটে তাহাই দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এমনিভাবে আরও কিছু দিন গত হইলে, একদিন নিশীথকালে স্বয়ং সারদাদেবী তাঁহাকে দর্শন দিলেন। বোধায়নবৃত্তি তাঁহার হস্তে। দেবী তাঁহার হস্তে ঐ গ্রন্থ প্রদান করিয়া কহিলেন—"বৎস! তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এখান হইতে প্রস্থান কর। পণ্ডিতবর্গ যদি জানিতে পারে বোধায়নবৃত্তি তোমার হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহা তোমাকে লইয়া যাইতে দিবে না, অধিকন্তু এজন্য তোমার উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

সেই গভীর নিশীথে রামানুজ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া সারদাপীঠ ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা অতি দ্রুত পথ চলিতে

২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন। পাছে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় শয়ন ও ভোজনের সময় ব্যতিরেকে তাঁহারা আর বিশ্রাম করিতেছেন না।

এদিকে রামানুজকে হঠাৎ চলিয়া যাইতে দেখিয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। তাঁহারা ভাবিলেন যে বোধায়নবৃত্তি দেখিবার জন্য যতিরাজ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা না দেখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন কেন? তবে কি কোনক্রমে ঐ গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে? এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া একজন পণ্ডিত গ্রন্থাগারে প্রবেশ করিয়া যথাস্থানে তাহা আছে কিনা খোঁজ করিলেন। কি সর্ব্বনাশ! গ্রন্থ তো সেখানে নাই, কে তাহা লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাই বা সম্ভব হয় কী করিয়া? গ্রন্থগুলি যেভাবে সুরক্ষিত, বাহিরের কাহারও পক্ষে তাহা অপহরণ করা সম্ভব নয়। অথচ গ্রন্থ যে সেখানে নাই—তাহাও সত্য। পণ্ডিত-মণ্ডলী মহা ভাবনায় পড়িলেন। কী হইতে পারে! এই সুরক্ষিত স্থান হইতে কে-ই বা তাহা অপহরণ করিতে পারে! নিজেদের মধ্যে এ-বিষয়ে সম্ভব অসম্ভব নানারূপ তর্ক-বিতর্ক আলোচনা চলিতে লাগিল; অবশেষে একজন বলিলেন—"আমার মনে হইতেছে রামানুজই ঐ গ্রন্থ কোনপ্রকারে হস্তগত করিয়া তাহা লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য লোক প্রেরণ করা হউক। তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ গ্রন্থ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বলপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিবে না।" সকলেরই নিকট এই কথা যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। তাহা না হইলে গ্রন্থ যাইবেই বা কোথায়? এ-তো ধনরত্ন নহে যে সাধারণ চোর চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আর বিলম্ব না করিয়া বলিষ্ঠকায় কয়েকজন ব্যক্তিকে তখনই প্রেরণ করা হইল। তাহারা দিবারাত্র অতি দ্রুত চলিয়া কুরেশ ও রামানুজের সহিত মিলিত হইল। তাহারা রামানুজকে গ্রন্থ ফিরাইয়া দিতে বলিল, কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী হইলেন না। উভয় দলের মধ্যে ইহা লইয়া বাদ-বিতণ্ডা চলিতে লাগিল; অবশেষে তাহারা বলপ্রয়োগে গ্রন্থ কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল। ক্ষণিকের জন্য যতিরাজের মনে হইল, তবে কি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুযায়ী ভাষ্য রচনা ভগবৎ-ইচ্ছা নহে? তাহাই বা হয় কি করিয়া? যামুনাচার্য্যের চিতাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমি যে সকল প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম তাহা তো ভগবৎ-প্রেরণা ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় কুরেশ বলিল—"যতিরাজ চিন্তার কোন কারণ নাই, গ্রন্থ লইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত বৃত্তিটাই আমার কণ্ঠস্থ আছে। আপনি যখন বিশ্রাম করিতেন সেই সময় আমি তাহা পাঠ করিতাম। কাজেই গ্রন্থ হারাইয়া আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই। আপনি আদেশ করিলে সমস্ত বৃত্তিটাই আমি যথাযথভাবে লিখিয়া দিতে পারি।" যতিরাজের মনে ক্ষণিকের জন্য যে চিন্তার উদয় হইয়াছিল, কুরেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা দূর হইয়া গেল। বুঝিলেন ভগবৎ-প্রেরণায় যে কার্য্য, তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইবে এমন কাহার সাধ্য। কুরেশকে অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্বর তাহা লিখিয়াফেলিতে আদেশ করিলেন।

তাঁহারা শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। মঠবাসী শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। কুরেশের মুখে তাঁহারা সমস্তই অবগত হইলেন। স্বয়ং সারদাদেবী যতিরাজের হস্তে বোধায়নবৃত্তির পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়াছিলেন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কি করিয়া আবার তাহা অপহৃত হইল এবং শ্রুতিধর কুরেশ আবার কি করিয়া তাহা লিখিয়া দিয়াছেন সমস্তই তাঁহারা শ্রবণ করিলেন। সকলেই কুরেশের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যতিরাজ কেন শুধু কুরেশকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়াছিলেন, এইবার সকলেই তাহার মর্ম্ম অবধারণ করিলেন।

কিছুদিন বিশ্রামগ্রহণের পর যতিরাজ একদিন মঠবাসী সকলকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন। সকলেই উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি কহিলেন, "এইবার আমি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই ভাষ্যের নাম হইবে 'শ্রীভাষ্য'। আমি বলিয়া যাইব, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহা লিখিয়া লইবে। আমার মনে হয়, কুরেশই লেখক হইবার উপযুক্ত। যাহা হউক এ বিষয়ে তোমাদের কি অভিমত আমাকে সত্বর বল।" তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল "যতিরাজ! আপনার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। আপনি যখন কুরেশকে এ বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেছেন, তখন ইহাতে আমাদের ভিন্ন মত হইতে পারে না। কুরেশ মহাপণ্ডিত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতিধর, কাজেই কুরেশই যে এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত তাহা আমরাও মনে করি। আর কালবিলম্ব না করিয়া আপনি শ্রীভাষ্য লিখাইতে আরম্ভ করুন।" যতিরাজ তখন কুরেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস কুরেশ! তুমিই শ্রীভাষ্যের লেখক হও। এ বিষয়ে সকলেই একমত। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া আইস, আমরা যামুনাচার্য্যের অভিপ্রেত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। আমি যেমন যেমন বলিয়া যাইব, তুমি তদ্রূপই লিখিয়া লইবে, তবে কোন সিদ্ধান্ত যদি তোমার নিকট অসমীচীন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে তুমি লেখনী বন্ধ করিবে, আমি তখন ভাবিয়া দেখিব কোথায় কি ভুল হইয়াছে!"

ভাষ্য লেখা আরম্ভ হইয়াছে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! আচার্য্য অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, কুরেশ লিখিয়া লইতেছেন। প্রত্যেকটী সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসের, শত শত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় বক্তব্য সমর্থন করিতেছেন। আচার্য্য যেভাবে বলিয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, নিখিল শাস্ত্র তাঁহার নখদর্পণে।

শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে যে অদ্বৈতবাদ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন, যতিরাজ এক্ষণে তাহারই খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শঙ্করের প্রত্যেকটী যুক্তি, প্রত্যেকটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যতিরাজ যুক্তি, তর্ক এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিতেছেন। বিরুদ্ধপক্ষের মত খণ্ডন করিতে না পারিলে, স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে—তাই এই খণ্ডন। লিখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিতে একস্থানে আসিয়া কুরেশের লেখনী বন্ধ হইল। যতিরাজ বলিয়াছেন, "জীব স্বরূপতঃ নিত্য ও জ্ঞাতা" কুরেশের মতে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে; এইরূপ বলিলে জীবকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বলা হয়; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। জীব নিত্যই ঈশ্বরের অধীন — স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নহে। যতিরাজ কিয়ৎকাল ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন,— "কুরেশ, তুমি লিখিয়া যাও।" কিন্তু কুরেশ তথাপি লিখিতেছেন না। বারবার তিনবার বলা সত্ত্বেও কুরেশের লেখনী অচলই রহিয়াছে। যতিরাজ কিন্তু কোথায় ভুল হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছেন না, একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তাহা হইলে বরং তুমিই শ্রীভাষ্য লিখ, আমি আর কিছু বলিতে চাহি না"—এই বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। একটু আত্মস্থ হইতে না হইতেই কোথায় ভুল বুঝিতে পারিলেন। এইবার যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—

"জীব আর ঈশ্বরে শরীর-শরীরী সম্বন্ধ। জীব ঈশ্বরের শরীরবিশেষ। ঈশ্বর শরীরী অর্থাৎ জীবের আত্মা বা অন্তর্য্যামীস্বরূপ। তাঁহার ইচ্ছাতেই জীবের সকল কার্য্য সাধিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে জীবের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ইচ্ছা বা কর্ত্তৃত্ব নাই। অতএব জীব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর বা ভগবানের অধীন।" কুরেশ দেখিল এইবার ঠিক হইয়াছে। তাঁহার লেখনী চলিতে লাগিল। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভুল-ভ্রান্তির অতীত। তবুও সময়ে সময়ে যে তাঁহাদের জীবনে এইরূপ ভুল-ভ্রান্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনুগতজনের বিশেষত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদর্শনের জন্যই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও কুরেশের বিশেষত্ব প্রদর্শনের জন্যই, যতিরাজের জীবনে ভগবৎ-ইচ্ছার এই খেল। দিনের পর দিন লিখিত হইয়া দীর্ঘকাল পরে ভাষ্য লেখা সম্পূর্ণ হইল। পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ভাষ্যের নাম হইল শ্রীভাষ্য। ইহাতে যে মতবাদ স্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম "বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ"।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভাষ্য শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে পাঠ করা হইল। ভগবান শ্রীরঙ্গনাথ এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলেন এবং পূজারি-গণকে প্রত্যাদেশ করিলেন, রামানুজকে এজন্য বিশেষভাবে সম্মানপ্রদর্শন করিতে। ভগবৎ-আদেশ অবগত হইয়া সকলেরই আনন্দ। সকলে মিলিয়া যতিরাজকে লইয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হইলেন। তৎপরে রামানুজ "বেদান্তদীপ", "বেদান্তসার", "গীতাভাষ্য" প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের সূত্র সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ শত। ভাষ্যকারদের গ্রন্থে সূত্র সংখ্যার তারতম্য আছে; তাহার কারণ কেহ বা দুইটী সূত্রকে এক করিয়া আবার কেহ বা একটি সূত্রকে ভাঙ্গিয়া দুইটি সূত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রকার এই সকল সূত্রের দ্বারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের স্বরূপ, জীব-স্বরূপ, জগৎস্বরূপ, জীব জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, জীবের বদ্ধাবস্থা, মুক্তিতে জীব কিরূপ অবস্থা লাভ করে, মুক্তির উপায় এবং জগৎসৃষ্টির কর্ত্তা এবং কারণ কে এবং কি—এতৎ সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। সূত্রসকল এক হইলেও ভাষ্যাকারদিগের ব্যাখ্যায় মতভেদ রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন, একমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মই সত্য, জীবজগৎ বলিয়া আসলে কিছুই নাই। জীবজগৎ ছায়াবাজীর ছায়ামাত্র। অজ্ঞানেই জীবজগতের অস্তিত্ব, অজ্ঞান দূর হইলে জীবজগৎ থাকিবে না। ব্রহ্ম আছে, ব্রহ্মই থাকিবে। আসলে যখন জীবজগতের অস্তিত্বই নাই, তখন ব্রহ্মের সঙ্গে আবার তাহাদের সম্বন্ধের কথা কি আছে? এক ব্রহ্মই সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালেই এক ব্রহ্মই আছে, এক ব্রহ্মই থাকিবে; তাহা হইলে যথার্থ তত্ত্ব তো অদ্বৈততত্ত্ব। কিন্তু অন্যান্য ভাষ্যকারগণ বলিলেন তাহা কেন? জীবজগৎ নাই এমন কথা বলা চলে না। জীবজগৎ যে আছে এ তো প্রত্যক্ষ সত্য; অতএব জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ অবশ্যই নির্ণয় করিতে হইবে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়া কেহ বলিলেন দ্বৈত, কেহ বলিলেন বিশুদ্ধাদ্বৈত, কেহ বলিলেন দ্বৈতাদ্বৈত, আবার কেহ বলিলেন বিশিষ্টাদ্বৈত। এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই প্রবর্ত্তক আচার্য্য রামানুজ। তিনি তাঁহার শ্রীভাষ্যে অদ্বৈতবাদীগণের নির্গুণবাদ খণ্ডন করিয়া এই মতবাদই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এইবার আমরা এই মতবাদের মূল কথা কী তাহা দেখিব —

(ক) বিশিষ্টাদ্বৈত শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম অদ্বৈত বস্তু, কিন্তু তিনি চিৎ বা চেতনবস্তু এবং অচিৎ বা জড়বস্তুবিশিষ্ট অদ্বৈত বস্তু। যত কিছু চিৎবস্তু এবং যত কিছু অচিৎবস্তু ব্রহ্মের শরীররূপী ব্রহ্মবস্তু এতদুভয়ের শরীরী, অতএব সমস্ত চিৎ ও অচিৎবস্তুই ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মবস্তু অদ্বৈত হইলেও এই অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বথা চিদচিদ্‌বিশিষ্ট। এই ব্রহ্মগুণবিশিষ্ট। সর্ব্বজ্ঞত্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণ সকল নিত্যই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, তিনি নির্গুণ নহেন। প্রশ্ন হইতে পারে, শাস্ত্র যে কোন কোন স্থানে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন, তাহার অর্থ কী? আচার্য্য রামানুজ বলিলেন, "নির্গুণ শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম প্রাকৃত হেয়গুণ-বিবর্জিত, এই অর্থেই ব্রহ্ম নির্গুণ। এই নির্গুণ শব্দের দ্বারা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণ সকল নিরসন করা হয় নাই। তাঁহার আশ্রয়ীভূত এই সকল গুণ নিত্যকালই তাঁহাতে আছে, অতএব ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন—সগুণ।"

(খ) জীব। জীব বহু এবং স্বরূপতঃ জ্ঞানাত্মক। সকল জীবই জ্ঞানাত্মক বলিয়া আসলে সকল জীব একপ্রকার। দেবতা, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী জীবে যে ভেদবুদ্ধি, তাহা অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। এইজন্যই শাস্ত্রে জীবের একত্ব বিষয়ে উপদেশ রহিয়াছে। কর্ম অনাদি। কর্ম মাত্রই ফলপ্রসূ। কর্ম করিলাম, কিন্তু তাহাতে ফল উৎপন্ন হইবে না, এমন হইতে পারে না। কর্ম করিয়া তাহার ফলভোগের নিমিত্তই জীব দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি দেহ ধারণ করে। গুরুনির্দিষ্ট পথে ভগবৎ-উপাসনা এবং ভগবৎ-সেবা-পূজার দ্বারা কর্ম সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কর্মসকলের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইলে ভগবৎ-কৃপায় জীব মুক্তিলাভ করে। মুক্তি অর্থ—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। স্বরূপতঃ জীব জ্ঞানাত্মক, অতএব এই জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই মুক্তি। জীব যে দেহ ধারণ করে ইহা তাহার স্বাভাবিক গুণ। যাহার যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাব, কোন অবস্থাতেই তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব মুক্ত জীবেও এই স্বাভাবিক গুণ বর্ত্তমান থাকে। জীব স্বরূপতঃ জ্ঞানাত্মক বলিয়া শাস্ত্র তাহাকে চিৎ নামেও আখ্যাত করিয়াছেন। 'চিৎ' অর্থ—জ্ঞান।

(গ) জগৎ। এই যে বহু রূপবিশিষ্ট বিচিত্র জগৎ তাহা মিথ্যা নহে, তাহা নিত্য। কিন্তু সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল বা পরিণামশীল, কখনও সূক্ষ্মকারণাবস্থারূপে, কখনও বা স্থূল-কার্য্যাবস্থারূপে বর্ত্তমান। তবে ইহা জড় — চেতনাহীন। এই জগৎ জীবের ভোগ্য—ভোগের বিষয়। বিনাশ অর্থ—পরিবর্ত্তনশীল। প্রত্যেক শরীরই বিনাশযোগ্য অর্থাৎ পরি-বর্ত্তনশীল। এইজন্যই শাস্ত্র তাহাকে অসৎ বলিয়াছেন। শরীর শরীরীর আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। যাহার শরীর, তাহাকেই শরীরী বলে। আত্মা অর্থে, ঈশ্বর শরীরী, জীব-জগৎ তাঁহার শরীর। অতএব আত্মার আশ্রয়েই শরীর বর্ত্তমান থাকে। শরীর আত্মার একপ্রকার ধর্ম্মস্বরূপ।

(ঘ) নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। কোন একটি বস্তু নির্মাণ করিতে হইলে নির্মাণকর্ত্তা এবং উপাদানের প্রয়োজন হয়। নির্মাণকর্ত্তাকে নিমিত্তকারণ বলা হয়। উপাদানকারণ অর্থ—যাহার দ্বারা বস্তু নির্মাণ হয়। যেমন মাটীর দ্বারা ঘট নির্মিত হয়, অতএব মাটী, ঘট নির্মাণের উপাদানকারণ। কিন্তু শুধু মাটী হইলেই ঘট নির্মাণ হয় না। ঘট নির্মাণ করিবার জন্য কুম্ভকারের প্রয়োজন। অতএব ঘট নির্মাণবিষয়ে কুম্ভকার নিমিত্তকারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য রামানুজ বলেন — চিৎ-অচিৎ অর্থাৎ চেতনাচেতন সমষ্টিই জগৎসৃষ্টির উপাদানকারণ। এই সমষ্টিই (তাহার অপর নাম সঙ্ঘাত) ব্রহ্মের শরীর। অতএব ব্রহ্মের শরীর জগতের উপাদানকারণ বলিয়া এবং শরীর-শরীরী যেহেতু অভেদ, সেই অর্থেই শাস্ত্রে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে। শরীর-শরীরীর মধ্যে ঐক্যবোধ আছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও শরীর শরীরীর স্বরূপভুক্ত নহে। অতএব জীব জগৎ যাহা ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ তাহা ব্রহ্মস্বরূপের সহিত এক নহে। শরীরের ধর্ম আত্মাতে সংক্রমিত হয় না; কাজেই চিৎ-অচিতের সমষ্টি (সঙ্ঘাত) যাহা ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ তাহারও ধর্ম ব্রহ্মে সংক্রমিত হয় না।

সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে চিৎ অচিৎ বস্তুসমূহ (উপাদানকারণ, সকল প্রকার রূপ বর্জিত হইয়া সূক্ষ্মরূপে কারণাবস্থাতে বর্ত্তমান থাকে। সৃষ্টিতে—কার্য্যাবস্থায় (প্রকাশিত জগদাবস্থায়) নামরূপবিশিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হয়।

(ঙ) মুক্ত অবস্থায় যদিও মুক্ত জীবের জড় দেহ থাকে না, অপ্রাকৃত অজড় দেহ হয়, তথাপি এই মুক্তাবস্থায় জীবের ব্রহ্মের সহিত একরূপতা লাভ হয় না। বদ্ধ অবস্থায় কর্মের ফলে জীবের দেহধারণ। এই দেহধারণের যোগ্যতা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। যাহার যাহা স্বভাব, কোন অবস্থাতেই তাহা পরিত্যক্ত হয় না। ব্রহ্মস্বরূপে অবিদ্যাযুক্ত কর্মফল ভোগ হওয়া সম্ভব নহে, কারণ ব্রহ্ম কর্মাধীন নহেন—সকল প্রকার কার্য্যকারণের অতীতরূপে বর্ত্তমান। জীব ও ব্রহ্মের এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপগত পার্থক্য হেতু কোন অবস্থাতেই উভয়ের একরূপতা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। স্থূল সূক্ষ্ম জড়বর্গ ও জীব এই উভয়ের সমষ্টিরূপ শরীরবিশিষ্ট, অশেষ কল্যাণগুণসম্পন্ন ব্রহ্ম এক অদ্বৈত ; এই অর্থে বিশিষ্টাদ্বৈত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাত

গ্রন্থ রচনাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এইবার যতিরাজ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন ইহাই সকলের ইচ্ছা। তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই। ভগবৎ-ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা। সকলের ইচ্ছার মধ্যে ভগবৎ-ইচ্ছারই প্রকাশ অনুভব করিয়া অবশেষে বহু শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ সমভিব্যহারে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোনরূপ সঙ্কল্প বিকল্পের অধীন না হইয়া ভগবানেরই হাতের যন্ত্ররূপে নিজেকে অনুভব করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রথমেই কাঞ্চীপুরী আসিলেন। বরদরাজ প্রত্যাদেশ করিলেন—এই দিগ্বিজয়যাত্রা তাঁহার অভিপ্রেত। প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া যতিরাজ এবং তাঁহার সঙ্গীয় শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ সকলেই যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

আচার্য্য রামানুজের নূতন মতবাদের কথা শ্রবণ করিয়া সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন "অদ্বৈত মত" ছাড়া বেদান্তের আর কোনরূপ ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। যদি কেহ অনুরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহা যুক্তিসহ কিংবা শাস্ত্র-সম্মত হইবে না। তাই তাঁহারা নিজ হইতেই রামানুজকে বিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং বিচারে যে জয়লাভ করিবেন এ-বিষয়ে তাঁহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহই ছিল না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বিচারে তাঁহাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। রামানুজের মুখে তাঁহার মতবাদের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা, তাহা যে যুক্তি, তর্ক এবং শাস্ত্রসম্মত তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। সকলেই এই মতের সারবত্তা অনুভব করিয়া স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে এই নূতন মতবাদ গ্রহণ করিলেন। রামানুজের শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল। বরদরাজের নিকটেই এই মতবাদের মূলসূত্র রামানুজ প্রথমে শ্রবণ করিয়াছিলেন; আজ তাঁহারই স্থানে আসিয়া তাঁহারই কৃপায় সেই মতবাদের বিজয় অভিযান শুরু হইল। সেখান হইতে রামানুজ ভূতপুরী (তামিল নাম—পেরেম্বুদুর) গমন করিলেন। এই ভূতপুরী তাঁহার জন্মস্থান। বাল্য ও কৈশোরের লীলাভূমি। অতীতের কত মধুর স্মৃতি এই স্থানের সহিত বিজড়িত। আদিকেশবই এই গ্রামের প্রধান দেবতা। সর্ব্বাগ্রে তিনি আদিকেশবের পূজা অর্চ্চনা করিলেন। গ্রামবাসী তাহাদের সেই লক্ষ্মণকে আজ আচার্য্য রামানুজরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইল — গৌরবান্বিত বোধ করিতে লাগিল। আপনজনের গৌরবে কে না নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে!

তৎপরে তিনি কুম্ভকোণম্ আসিলেন। এই স্থানটী শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা সুরক্ষিত একটী দুর্গস্বরূপ। এই দুর্গে প্রবেশ করিয়া কেহ তাহা জয় করিতে পারিবে, সে সময় এ কথা কোন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতই ভাবিতে পারিতেন না। কিন্তু দৈববলে বলীয়ান যিনি তাঁহার পক্ষে অসম্ভবই বা কি আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য রামানুজ সেখানেও পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বিজয়পতাকা উত্তোলন করিলেন।

কুম্ভকোণম্ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পরকাল তিরু-নগরীতে গমন করিলেন। 'পরকাল' নামক আড়্বারের জন্মস্থান বলিয়া এই স্থানটী প্রসিদ্ধ। ভক্তজনের নিকট ইহা তীর্থস্বরূপ। এই স্থানে এক পারিয়া রমণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পারিয়া অর্থ—অস্পৃশ্য। আচার্য্য একদিন কোন মন্দির-উদ্দেশ্যে সশিষ্য গমন করিতেছেন, পথিমধ্যে ঐ পারিয়া রমণী দাঁড়াইয়া আছেন, আচার্য্য তাঁহাকে সরিয়া যাইয়া পথ করিয়া দিতে বলিলেন। রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"মহাত্মন্! আপনি আমাকে পথ হইতে সরিয়া যাইতে বলিতেছেন, কিন্তু সরিয়া কোথায় দাঁড়াইব? অগ্রে পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে সর্ব্বত্রই কোথাও বা ভগবান স্বয়ং, কোথাও বা তাঁহার ভক্তবৃন্দ, আবার কোথাও বা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আপনি অবস্থিত রহিয়াছেন দেখিতেছি, এমতাবস্থায় সরিয়া দাঁড়াইবার কোন স্থানই তো দেখিতে পাইতেছি না।" অস্পৃশ্য পারিয়া রমণীর মুখে এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার জীবনে বেদান্তের চরম অনুভূতির প্রকাশ দেখিয়া আচার্য্য বিস্মিত হইলেন, পরম শ্রদ্ধাভরে কহিলেন—"মাতঃ! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, জগতের সর্ব্বত্রই ভগবান এবং ভগবৎ-বিভূতি ছাড়া কী আছে? আপনার এই অনুভূতি আপনার মনুষ্যজীবনকে কৃতার্থ করিয়াছে। জাতি হিসাবে আপনি পারিয়া হইলেও আপনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। আপনার অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর কে আছে? এখন হইতে আপনি ভগবৎ-সন্নিধিতে গমন করিতে থাকুন এবং সকলকে ধর্মোপদেশদানে কৃতার্থ করুন।" রমণী আর কি বলিবেন! আচার্য্যের মহত্ত্ব দর্শন করিয়া শ্রদ্ধায় তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। জাতি-কুল-শীল-মান অপেক্ষা ভক্তই যে শ্রেষ্ঠ তাহা দেখাইবার জন্যই আচার্য্যের পারিয়া-রমণীর সহিত এই অভিনয়।

তৎপরে আচার্য্য বৃষভাদ্রি, মাদুরা, শ্রীবিল্লিপুত্তুর প্রভৃতি স্থানে স্বীয় মত প্রচার করিয়া কুরুক্কুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সেই স্থান, যেখানে শঠারী বা শঠকোপ আড়্‌বার জন্মগ্রহণ করেন। শঠকোপ জাতিতে নিম্নবর্ণীয় ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? এই গৃহে যে ভগবান স্বয়ংই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পুত্রলাভার্থী হইয়া শঠকোপের পিতা-মাতা সুকঠোর ত্যাগ ব্রত তপস্যার দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করেন। নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া তিনিই পুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রত্যাদেশ করিলেন। তাহারই ফলে শঠকোপের জন্ম। বাল্যকাল হইতে শঠকোপের অপূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। তিনি যে সাধারণ মানুষ নহেন, ভগবানের প্রত্যাদেশেরই ফল, এ-কথা বুঝিতে আর কাহারো বাকি রহিল না। সকলেই তাঁহাকে পরম ভাগবত ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতেন। আজ তাঁহার স্থূল দেহের অবসান হইয়াছে। কিন্তু তৎস্থলে তাঁহার পাদুকাই তাঁহার বিগ্রহরূপে পূজিত হইতেছে। আচার্য্যও এই পাদুকার সমীপে আগমন করিয়া মস্তক অবনত করিলেন, তাঁহার পূজা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহার কোন শিষ্যকে শঠকোপ নামে অভিহিত করিবেন পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এইবার শ্রীশৈলপূর্ণের এক পুত্রকে ঐ নাম প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য পূর্ণ করিলেন।

ভক্ত এবং ভগবানের লীলার কি অন্ত আছে? ভগবান ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য কত খেলাই না খেলিয়া থাকেন। এইরূপ একটি অপূর্ব্ব খেলা এইবার আমরা দেখিতে পাইব।

কুরুক্কূরু পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য 'তিরুক্কুরুঙ্গুড়িতে' আগমন করিলেন। এখানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। আচার্য্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভগবানের পূজা-অর্চ্চনা করিলেন। ভগবান তাঁহাকে দর্শন দিয়া সহাস্তে বলিলেন—"হে যতিরাজ! আমি তো কতবারই ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, কিন্তু তোমার প্রচারিত ধর্ম লোকে যেভাবে গ্রহণ করিতেছে পূর্ব্বে তো এমনটী কখনো হয় নাই। তুমি যখন যেখানে গমন করিতেছ সেইখানেই দলে দলে নরনারী তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে—আচ্ছা, ইহার কারণ কী?"

আচার্য্য হাসিয়া বলিলেন — "প্রভো! সর্ব্বকারণের কারণ আপনি, আপনাকেও আবার কারণ বলিতে হইবে? যাহা হউক আপনি যখন বলিতে আদেশ করিলেন, তখন অবশ্যই বলিব, শ্রবণ করুন। দেখুন যিনিই যখন কৃপাপ্রার্থী হইয়া আমার নিকট আগমন করেন, তখনই তাঁহাকে আমি আপনার নাম দিয়া কৃপা করিয়া থাকি, কাহাকেও বিমুখ করি না। আপনার নামের মাহাত্ম্যেই এইরূপ হইয়া থাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা ছাড়া আর কোন কারণ আছে বলিয়া তো আমি মনে করি না।”

ভগবান কহিলেন—“তাহাই যদি হয়, তুমি যদি কাহাকেও বিমুখ না কর, তবে আমাকে ভগবানের নাম দিয়া কৃপা করিতে হইবে। তুমি আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন কর এবং আমার কর্ণে ভগবৎ-নাম প্রদান কর।” এ রহস্য মন্দ নয়। ভগবান স্বয়ংই ভগবানের নাম ভক্তমুখে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আচার্য্য কহিলেন—“প্রভো! নিজের নাম নিজেই যখন শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন তখন নিশ্চয়ই ইহাতে কোন গূঢ় রহস্য আছে। সে-রহস্য আমরা বুঝিব কি করিয়া? তবে আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করিতে হইবে।” এই বলিয়া ভগবানের কর্ণে ভগবানেরই নাম প্রদান করিলেন। ভগবান শিষ্যের ন্যায় ভক্তিভাবে সেই নাম গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য তাঁহার নামকরণ করিলেন ‘বৈষ্ণবনম্বি’। তৎপরে তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া কৃপাপ্রার্থী হইলেন। ভগবান কহিলেন—“হে যতিরাজ! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার এই দিগ্বিজয়-যাত্রা সফল হউক।”

ভক্ত-ভগবানের এ খেলার রহস্য একমাত্র ভক্তই বুঝিতে পারে। আমরা ইহার কি বুঝিব? সেই সময় পশ্চিম সমুদ্র-কূলে এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার নাম দক্ষিণামূর্ত্তি। বেদান্তশাস্ত্রে তখন তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিত আর কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদান্তের সকল মতবাদেই তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই দ্বৈতবাদী, অদ্বৈত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিতই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। আচার্য্যের ইচ্ছা তাঁহার ভাষ্যখানিও দক্ষিণামূর্ত্তি একবার পাঠ করেন। এই অভিপ্রায়ে আচার্য্য নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। আচার্য্যের খ্যাতি দক্ষিণামূর্ত্তির নিকট পোঁছিয়াছিল। তিনি পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। উভয়েই পণ্ডিত—শাস্ত্রার্থ উভয়েই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সমধর্মী, একে অন্যের গুণে বিমোহিত। দিনের পর দিন উভয়ের মধ্যে কত শাস্ত্রালোচনা হইতেছে—সাধারণ লোকে সে সকলের মর্ম কি বুঝিবে? অবশেষে আচার্য্য শ্রীভাষ্যখানা তাঁহাকে দেখিতে দিলেন। ভাষ্য পাঠ করিয়া দক্ষিণামূর্ত্তির আনন্দের সীমা নাই। কহিলেন—"যতিরাজ! আপনার ভাষ্যখানা উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। শঙ্করভাষ্যের সহিত তুলনা করিলে, আপনার ভাষ্যখানাই যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ-কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।" দক্ষিণামূর্ত্তির এই প্রশংসাবাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের সঙ্গীয় সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন।

পণ্ডিতপ্রবর দক্ষিণামূর্ত্তির কাছে বিদায় লইয়া আচার্য্য ক্রমে গির্ণার, দ্বারকা, পুষ্কর, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশীধাম, হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নাদপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রভৃতি বহু তীর্থ দর্শন করিয়া কাশ্মীরে সারদাপীঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই সেই স্থান, যেখানে পীঠাধিষ্ঠিতা দেবী স্বয়ং আচার্য্যকে বোধায়নবৃত্তি প্রদান করিয়া ভাষ্য রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। দেবীর সম্মুখে আচার্য্য দণ্ডবৎ করিলে, স্বয়ং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্য্য পরম শ্রদ্ধাভরে শ্রীভাষ্যখানি দেবীর হস্তে তুলিয়া দিলেন। দেবী তাঁহার মুখে ছান্দোগ্য উপনিষদের "কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" বাক্যের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। দেবীর আদেশে আচার্য্য ঐ বাক্যের ব্যাখ্যা করিলেন। বাল্যকালে যাদবপ্রকাশের নিকট যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ ব্যাখ্যাই করিলেন। ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এবং ভাষ্যখানি দেখিয়া দেবী কহিলেন— "বৎস! সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম তুমিই বুঝিয়াছ। শ্রুতিসকলের এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্করও করিতে পারেন নাই। তাঁহার নিকট ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যা আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাঁহার ব্যাখ্যা এমন সুন্দর হয় নাই। তোমার ভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে। তুমিই যথার্থ ভাষ্যকার-নামের যোগ্য। আজ হইতে 'ভাষ্যকার' নামে তুমি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।" ভাষ্য সম্বন্ধে দেবীর অভিমত এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া আচার্য্য খুবই প্রীত হইলেন এবং ভাষ্য লেখার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিতে লাগিলেন।

দেবী কর্ত্তৃক আচার্য্যের এই সম্মান, সারদাপীঠের পণ্ডিত-মণ্ডলীর হৃদয়ে বিদ্বেষ-বহ্নিই প্রজ্জ্বলিত করিল। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। পরাজয়ের গ্লানি তাঁহাদের ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ করিল। তখন তাহারা আভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা আচার্য্যের প্রাণসংহারে কৃতসঙ্কল্প হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভিচারিক ক্রিয়ায় অভিজ্ঞ একজন পণ্ডিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রিয়া তখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহার বিপরীত ফল দেখা দিল। যাঁহারা এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই উন্মাদ হইয়া যথেচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য দৈববলে বলীয়ান—দেবী তাঁহার উপর প্রসন্ন, কাজেই আভিচারিক ক্রিয়া তাঁহার উপর কোন ফল প্রসব করিতে পারিল না। কিন্তু এই ক্রিয়ার ফল ব্যর্থ হয় না। যাহার জন্য এই ক্রিয়া করা হয়, যদি তাহার উপর ইহা কার্য্যকরী না হয়, তাহা হইলে আভিচারিক ক্রিয়ার কর্ত্তাকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। এ-ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহার রাজ্যের পণ্ডিতগণের এই দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন। তিনি আচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া পণ্ডিতগণকে ক্ষমা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্যের মনে ত কাহারো প্রতি রাগ-দ্বেষ নাই, কাজেই তৎক্ষণাৎ সকলকেই ক্ষমা করিলেন। সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার এই মহত্ত্ব দর্শনে পণ্ডিতবর্গ নিজেদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলে, তিনি সকলকেই সান্ত্বনাপ্রদান করিলেন। রাজা আচার্য্যের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কাশ্মীর হইতে কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, মিথিলা, প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া এবং সেই সকল স্থানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া অবশেষে রামানুজ পুরীধামে উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন। পুরীধাম ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির যেমন বিরাট, তেমনি ইহার কারুকার্য্য অতুলনীয়। মন্দিরে রত্নবেদীর উপর জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্ত্তি স্থাপিত। কথিত আছে রত্নবেদীর অভ্যন্তরে লক্ষ শালগ্রাম-শিলা অবস্থিত। এইস্থানে জাতিভেদ নাই। জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ নীচ জাতির হস্ত হইতেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি যতবড় নিষ্ঠাবানই হউন না কেন, এই জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহার সেই নিষ্ঠার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যায়। মন্দিরের এক পার্শ্বে রন্ধনশালা। সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকের উপযোগী অন্ন, ব্যঞ্জন এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন সেখানে প্রস্তুত হয়। তৎপরে মন্দিরে ভোগ লাগাইয়া সেই প্রসাদ আনন্দ-বাজারে বিক্রয় করা হয়। সেই আনন্দবাজারে সকল জাতির লোকই নির্বিচারে প্রসাদ ক্রয় করিয়া থাকে। একে অন্যের মুখ হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে; সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! রথযাত্রার সময় প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নরনারী নানা দেশ হইতে এখানে সমবেত হয়। স্থানটী সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকটই সমান আদরণীয়। যদিও ইহা বৈষ্ণবতীর্থ, তথাপি প্রায় সকল সম্প্রদায়েরই মঠ, মন্দির এখানে রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর ভারতের চারিদিকে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন। ইহার অন্যতম গোবর্দ্ধনমঠ এখানে অবস্থিত। সমুদ্রের উপকূলে এইস্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বড় মনোরম। প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী সমুদ্রস্নান করিতেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছে। দর্শনার্থীদের সেই ভক্তিভাব কি সুন্দর—কি মধুর! এই পুণ্যক্ষেত্রে গমন করিয়া আকাশস্পর্শী মন্দিরের সম্মুখে একটু স্থির হইয়া দাঁড়াও, তারপর জগন্নাথদেবকে দর্শন কর, দেখিবে তোমারও হৃদয়ে কি পবিত্র মধুর ভাব খেলিয়া যাইতেছে। তারপর সমুদ্রতীরে যাইয়া অস্তগামী সূর্য্যের অপূর্ব লীলা দর্শন কর, দেখিবে দূর-দূরান্তে সমুদ্রের নীল জলে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছেন—সে দৃশ্য তোমার মনপ্রাণ হরণ করিবে, তুমি ভুলিয়া যাইবে সংসারের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা, সমুদ্রের অসীমতা তোমারও হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, অহং অভিমানের নীচতা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তোমাকে অসীমের সঙ্গে এক করিয়া দিবে। এমনি অপূর্ব্ব এই জগন্নাথক্ষেত্র। এমনি অপূর্ব্ব এই স্থানের মাহাত্ম্য। আচার্য্য শিষ্য ও ভক্তগণ সহ প্রতিদিন সমুদ্রস্নান করেন, মন্দিরে যাইয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন। তখন নয়ন হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হয়, সেই ভাব-বিহ্বল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দর্শনার্থীরা জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেই ভুলিয়া যায়। একদিকে রত্নবেদীর উপর স্থাপিত জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের ভুবন-বিমোহন মূর্ত্তি, অন্যদিকে সৌন্দর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ যতিরাজের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। ভক্তবৃন্দ কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে দেখিবে? প্রতিদিন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অগণিত নরনারী তাঁহার আবাসস্থলে ভীড় করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা মীমাংসা করেন, সুললিত কণ্ঠে শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করেন, শ্রবণ করিয়া সকলে মুগ্ধ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনিভাবে তাঁহার মতবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি এখানে একটি মঠ স্থাপন করিলেন। উদ্দেশ্য এই মঠকে কেন্দ্র করিয়া, এই শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে তাঁহার মতবাদ প্রচারিত হইবে। তিনি এই মঠের নামকরণ করিলেন 'এম্বার'। রামানুজের নাম ছিল 'এম্বেরুমানার' অর্থাৎ আমার ভগবান। এই নামটি তাঁহার শিক্ষাগুরু গোষ্ঠীপূর্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। তিনি এই নামের প্রথম ও শেষ অংশ দুটী মিলিত করিয়া 'এম্বার' নামে গোবিন্দকে অভিহিত করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী এই মঠের নাম হইয়াছিল 'এম্বার' মঠ। বর্ত্তমানে এই মঠ 'এমার মঠ' নামে প্রসিদ্ধ।

জগন্নাথধাম হইতে তাঁহারা বেঙ্কটাচলে আসিলেন। এই স্থানেরই অপর নাম তিরুপতি। এই ভূবৈকুণ্ঠে বাস করিবার জন্যই অনন্তাচার্য্য যতিরাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই স্থানের বিগ্রহ শ্রীবেঙ্কটনাথকে লইয়া এক মহা সমস্যা। শৈবরা বলেন—ইহা শিব মূর্ত্তি, বৈষ্ণবগণ বলেন—ইহা বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই সমস্যার আর সমাধান কিছুতেই হয় না। বহুদিন ধরিয়া দুই দলের মধ্যে ইহা লইয়া বিবাদ চলিয়াছে। আচার্য্য এইবার এখানে উপস্থিত হইলে উভয় দলই তাঁহার নিকট আসিয়া ইহার একটা মীমাংসা করিয়া দিতে প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য উভয় দলের ভক্তগণকে বলিলেন—"আপনারা এই বিষয়ে একটা মীমাংসা করিতে চান, ইহা খুব ভাল কথা। কিন্তু যুক্তি-তর্ক কিম্বা বাক্‌বিতণ্ডার দ্বারা ইহার কোন মীমাংসা হইবে না। মীমাংসা কিভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে তদ্বিষয়ে আমি একটি উপায় স্থির করিয়াছি।” তখন সকলেই উপায়টি জানিতে চাহিলেন।

আচার্য্য বলিলেন—“বিষ্ণুর হাতের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এবং শিবের হাতের শিঙ্গা, ডমরু ইত্যাদি রাত্রিকালে মন্দিরে রাখিয়া দিয়া আমরা এই প্রার্থনা করিব, বেঙ্কটনাথ শিব কিংবা বিষ্ণু যাহাই হউন তদনুযায়ী তিনি যেন ঐ সকল অস্ত্রাদি ধারণ করেন।” আচার্য্যের অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করাই সঙ্গত বলিয়া উভয় দলই মত প্রকাশ করিলেন। তারপর একদিন রাত্রিকালে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—শিঙ্গা, ডমরু প্রভৃতি মন্দিরে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হইল। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই উভয় দলের লোকই মন্দিরের সম্মুখে সমবেত হইয়াছেন। শৈবগণ ভাবিতেছেন, মন্দিরের দ্বার খোলা হইলেই বেঙ্কটনাথকে শিঙ্গা, ডমরু প্রভৃতি হস্তে দেখিতে পাইবেন, আর বৈষ্ণবগণ ভাবিতেছেন, বেঙ্কটনাথ নিশ্চয়ই শঙ্খ-চক্রাদি ধারণ করিবেন। প্রভাতের প্রতীক্ষায়, জয় কি পরাজয়—কি হয়, কি হয়, মনের এই অবস্থা লইয়া সকলেই সময় অতিবাহিত করিতেছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সমাগত, মঙ্গল-আরতির সময় উপস্থিত হইয়াছে। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল—সকলেই দেখিলেন বেঙ্কটনাথ শঙ্খ-চক্রাদি ধারণ করিয়া আছেন, দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বৈষ্ণবগণের আনন্দধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শৈবগণ পরাজয়ের গ্লানিতে মলিনবদন। এই স্থানে বাস করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া একে একে তাঁহারা অন্য স্থানে চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেন। বেঙ্কটাচল তদবধি বৈষ্ণব-তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

রামানুজ প্রায় সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বৈষ্ণবধর্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। এইবার শ্রীরঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিগ্বিজয়ী যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরঙ্গমে রামানুজকে লইয়া মহাসমারোহে বিজয়-উৎসব চলিতে লাগিল।

ধর্মসংস্থাপনের জন্যই ভগবানের অবতাররূপ গ্রহণ। আচার্য্য রামানুজ অনন্তদেবের অবতার। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নাস্তিক্যবাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম স্থাপন করিয়াছেন। ভগবৎ-ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইল। নীরস প্রাণ সরস হইল—তাপিত প্রাণ শীতল হইল। ভক্তিহীন শুষ্ক জ্ঞানবাদ ভক্তি-প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গেল। ভগবৎ-ইচ্ছা পূর্ণ হইল—আনন্দের মধুর হিল্লোল সর্ব্বত্র বহিতে লাগিল।

আচার্য্য রামানুজ এইবার মঠে থাকিয়াই শাস্ত্রালোচনা করেন। প্রতিদিন বহু নরনারী শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্য মঠে আগমন করেন। শ্রোতৃবর্গ সেই ব্যাখ্যার ভক্তি-মন্দাকিনী-ধারায় অবগাহন করিয়া পুলকিততনু—ক্ষণিকের জন্য সংসারের শোক, মোহ, দুঃখ, জ্বালা ভুলিয়া যায়, ভুলিয়া গিয়া কোন এক অমৃতময়-লোকে উপনীত হয়। এমনিভাবে মহা আনন্দে সকলেরই দিন অতিবাহিত হইতেছে। ইতিমধ্যে কুরেশের দুই পুত্র এবং গোবিন্দের এক ভ্রাতুষ্পুত্র জন্মগ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। কুরেশের পুত্র দুইটীর জন্মবৃত্তান্ত বড় অদ্ভুত।

কুরেশ ছিলেন মহাধনী। ধনের সদ্ব্যবহার প্রায়ই হয় না। কিন্তু তিনি তদ্রূপ ছিলেন না। কত প্রার্থী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় গমন করিতেছে — ফিরিবার সময় সকলেরই হাস্যমুখ; আশার অতিরিক্ত দান প্রাপ্ত হইয়া সকলেই আনন্দিত। এ-তো গেল অর্থার্থী এবং বস্ত্রার্থীদের ব্যাপার; তাহা ছাড়া অন্নদান, সে এক মহাযজ্ঞ। প্রভাত হইতে রাত্রিরও দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সেই অন্নসত্রে কত নরনারী যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কুরেশ তাঁহার এই রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিলেন—ত্যাগ করিয়া ফকির সাজিলেন। ভিক্ষাই এখন তাঁহার উপজীবিকা। তাঁহার স্ত্রী অণ্ডালও ছিলেন পতির যথার্থ সহধর্ম্মিণী। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার মনে কোনই দুঃখ হইল না—পতির সেবায়, পতির ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন মহা দুর্য্যোগ; ঝড়-বৃষ্টিতে কিছুতেই গৃহের বাহিরে যাইবার উপায় নাই। কুরেশ ভিক্ষায় বাহির হইতে পারিলেন না। সমস্ত দিন উভয়ের অনাহারে কাটিল। অণ্ডাল নিজের জন্য কিছু ভাবিলেন না, কিন্তু পতিপরায়ণা সতীনারীর পতির অনাহারের দৃশ্য সহিবে কেন? অণ্ডালও সহিতে পারিলেন না। তাঁহার বড় দুঃখ বোধ হইল। তিনি মনে মনে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের নিকট প্রতিবিধানার্থ প্রার্থনা করিলেন। সতীসাধ্বীর প্রার্থনা কি বিফল হইতে পারে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্পক্ষণমধ্যেই শ্রীরঙ্গনাথের একজন পূজারী নানাবিধ উপাদেয় প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন। কুরেশ প্রথমে ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তৎপরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাদের উপবাসের কথা জানাইয়া শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে?" অণ্ডাল স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন, তদ্রূপ করিয়া স্বামীর অনভিপ্রেত কার্য্যই করিয়াছেন। কুরেশ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "অণ্ডাল, তুমি বড়ই অন্যায় করিয়াছ, তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া, অন্নের জন্য প্রার্থনা করা উচিত হয় নাই। আমাদের উপবাসই যদি তিনি বিধান করিয়া থাকেন, তবে ইহা আমাদের কল্যাণের জন্যই করিয়াছেন, তাহা তোমার বুঝা উচিত ছিল। শ্রীগুরুদেবের চরণে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার তো নিজের সুখ-সুবিধার জন্য প্রার্থনা করা চলে না। যে রাজভোগ আমি ত্যাগ করিয়াছি, তাহা আমি পুনরায় কী করিয়া গ্রহণ করিব বল? এই প্রসাদ তো দেখিতেছি রাজভোগ। তুমি কি চাও, আবার আমি ভোগসুখে মত্ত হইয়া শ্রীগুরুদেবের চরণ হইতে বিচ্যুত হই—ভগবানকে ভুলিয়া যাই! যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে আর কখনো এইরূপ করিও না।" এই বলিয়া তিনি পরম শ্রদ্ধায় ঐ প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিলেন, তৎপরে স্ত্রীকে পুনরায় কহিলেন, "তুমি এই প্রসাদ গ্রহণ কর।" স্বামীর আদেশে অণ্ডালকে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইল।

ভগবান কিসে কি করেন, আমরা তাহার কি বুঝিব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অণ্ডালের সন্তান হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই প্রসাদ পাইয়া অণ্ডালের তুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কুরেশের পুত্র হইয়াছে অবগত হইয়া আচার্য্য স্বয়ং সেখানে গমন করিয়া তাহাদের নামকরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম পরাশর ভট্টর, কনিষ্ঠের নাম বেদব্যাস ভট্টর। গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম হইল শ্রীপরাঙ্কুশপূর্ণ। ইহা মহামুনি শঠকোপের অপর নাম। যামুনাচার্য্যের নিকট তিনি যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এইবার তাহার সমস্তই পূর্ণ হইল। পরাশর উত্তরকালে সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যতিরাজ কর্তৃক বেদান্তাচার্য্য নামে অভিহিত হন এবং রামানুজের স্থূল দেহ অবসানের পর তিনি সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃপদ লাভ করেন।

শ্রীরঙ্গমে গরুড়-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র নরনারী উৎসব দেখিতে সমাগত। ধনুর্দ্দাস নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক উৎসবে আসিয়াছে। ধনুর্দ্দাসের স্ত্রী হেমাম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী। স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে ধনুর্দ্দাস ছিল মুগ্ধ। ধনুর্দ্দাস সর্ব্বক্ষণই স্ত্রীর সান্নিধ্যে সময় কাটাইত; তাহাকে দূরে রাখিয়া কোথাও যাইতে পারিত না। শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে, রাজপথের তুইপার্শ্বে অগণিত নরনারী দাঁড়াইয়া ভগবৎ-বিগ্রহ দর্শন করিতেছে। কিন্তু ধনুর্দ্দাসের দৃষ্টি ভগবৎ-বিগ্রহের দিকে নহে, স্ত্রী হেমাম্বার মুখমণ্ডলে আবদ্ধ। এই দৃশ্য যাহারই চোখে পড়িতেছে সেই কুণ্ঠিত হইতেছে। সকলেই ভাবিতেছে, কি নির্লজ্জ এই লোকটি! আচার্য্যও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই দৃশ্য দেখিলেন, দেখিয়া ধনুর্দ্দাসকে মঠে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, "তোমার ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত, তুমি উৎসবে আসিয়া কোথায় ভগবৎ-মূর্ত্তি দর্শন করিবে, তাহা না দেখিয়া তুমি একজন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে তাকাইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ। ইহাতে তোমার কি এতটুকু লজ্জাবোধ হয় না?" ধনুর্দ্দাস তদুত্তরে বলিল—"মহারাজ! আমি আমার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ, বিশেষতঃ তাহার চক্ষু দুইটী এমন সুন্দর যে আমি তাহা ছাড়া জগতে আর কোন কিছু দর্শনীয় আছে বলিয়াই মনে করি না। ইহাতে আমার কোনই লজ্জাবোধ হয় না।"

আচার্য্য বলিলেন—"তোমার স্ত্রীর চক্ষু অপেক্ষাও সুন্দর চক্ষু আমি তোমাকে দেখাইতে পারি।"

ধনুর্দ্দাস কহিল—"মহারাজ! হেমাম্বার চক্ষু অপেক্ষা সুন্দর চক্ষু হইতে পারে বলিয়া আমি কল্পনাও করিতে পারি না। তবে ইহা অপেক্ষা সুন্দর চক্ষু যদি কাহারো দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি হেমাম্বাকে ত্যাগ করিয়া তাহারই ভজন করিতে প্রস্তুত আছি।" আচার্য্য হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বেশ কথা, আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার কাছে আসিও।"

সন্ধ্যা হইয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকার সমস্ত জগতকে ছাইয়া ফেলিয়াছে; মন্দিরে মন্দিরে আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এখনই মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে। এমনি সময় আচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনুর্দ্দাসকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরত্রিক আরম্ভ হইল। সেই অপূর্ব্ব সমাবেশের মধ্যে ধনুর্দ্দাস আচার্য্যের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সম্মুখে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের ভুবনবিমোহন অপরূপ মূর্ত্তি। আচার্য্য কহিলেন— "বৎস ধনুর্দ্দাস, একবার ভগবানের চক্ষু দুইটীর দিকে তাকাইয়া বলত—তাহা কেমন? তোমার স্ত্রীর চক্ষু দুইটী অপেক্ষা এই চক্ষু সুন্দর কিনা?"

ধনুর্দ্দাস মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভাববিহ্বল। মহাপুরুষের সাহচর্য্যে তাহার হৃদয়ের কাম-কালিমা দূর হইয়াছে। নির্ম্মল প্রেম তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহও স্বর্ণে পরিণত হয়। সাধুর জীবন স্পর্শমণি, তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে মহাপাতকী, ভীষণ পাষণ্ডের জীবনও পরিবর্ত্তিত হয়। ক্ষণিকের স্পর্শেই তাহা হয়। ধনুর্দ্দাসেরও তাহাই হইয়াছে। লৌহসদৃশ কুশ্রী, কঠিন জীবন তাহার, সাধুসঙ্গে গলিত কাঞ্চনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হইয়া বক্ষ প্লাবিত করিতেছে। তাহার মুখে কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। ধনুর্দ্দাস ভগবৎসৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। নিশ্চল নিষ্পন্দ পাষাণ-প্রতিমাবৎ ধনুর্দ্দাস দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলেই মনে হয় তাহার মন, প্রাণ এই মরজগতের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কোন অমৃতময় লোকে প্রয়াণ করিয়াছে। তাহার নিকট হেমাম্বা— হেমাম্বার চক্ষু দুইটী আর কোথায়? বিস্মৃতির কোন অতলতলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তলাইয়া গিয়াছে। আচার্য্য পার্শ্বে থাকিয়া সবই দেখিতেছেন, দেখিয়া বুঝিলেন ভগবৎ-কৃপায় ধনুর্দ্দাসের জীবন ধন্য হইতে চলিয়াছে।

আমরা বলিব আচার্য্যের কৃপাতেই ধনুর্দ্দাসের নবজীবন লাভ হইল। গুরুকৃপা না হইলে তো ভগবৎ-কৃপা হয় না। ধনুর্দ্দাস তো কতদিনই শ্রীশ্রীরঙ্গনাথের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, কিন্তু এমন মনপ্রাণ হরণকারী বিশ্ববিমোহন রূপ লইয়া তো আর কখনো তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। আরতি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিল, যতিরাজের কৃপাতেই তাহার জীবনের এই মহা-পরিবর্ত্তন, বুঝিয়া তাঁহার চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

নূতন জীবন লইয়া ধনুর্দ্দাস মন্দির হইতে বহির্গত হইল। তৎপরে আচার্য্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এইবার আচার্য্য রামানুজ তাহাকে মঠের নিকটস্থ পৃথক্ বাড়ীতে সস্ত্রীক বাস করিতে আদেশ করিলেন। স্ত্রীর প্রতি তাহার মোহ কাটিয়াছে। ভগবৎ-রূপে এখন তাহার হৃদয় আলোকিত; অন্যের রূপ দেখিবার আর অবসর কই? তাহার ইষ্ট-নিষ্ঠা ছিল আদর্শস্থানীয়, গুরুভক্তি ছিল অসীম। আচার্য্যও তাহাকে খুব স্নেহ করেন; কখনও কখনও তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বেড়াইতে বহির্গত হন। ধনুর্দ্দাস জাতিতে শূদ্র। ব্রাহ্মণ-শিষ্যেরা তাহার সহিত আচার্য্যের এইরূপ ব্যবহার পছন্দ করিত না। কিন্তু কি করিয়া তাহাদের মনোগত ভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্যের নিকট প্রকাশ করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে একদিনের ঘটনায় তাহা-দের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সেদিন আচার্য্য কাবেরীতে স্নান করিয়া মঠে ফিরিতেছিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধনুর্দ্দাসের স্কন্ধে স্থাপিত। সঙ্গীয় ব্রাহ্মণশিষ্যগণ সকলেই তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিল। মঠে ফিরিয়া তাহারা সকলে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "প্রভো! ধনুর্দ্দাস জাতিতে শূদ্র। কখনো বা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া, কখনো বা তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া আপনি চলাফেরা করেন, ইহা আমাদের ভাল বোধ হয় না। আমরা এতজন ব্রাহ্মণশিষ্য থাকিতে ধনুর্দ্দাসের প্রয়োজনই বা কি? আমরা তো সব সময়েই আপনার যে-কোন সেবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

আচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে বৎসগণ! ভগবৎ-কৃপায় ধনুর্দ্দাসের শূদ্রত্ব ঘুচিয়াছে, গুণে সে এখন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রতি তোমাদের এই মনোভাব খুবই অনুচিত; যাহা হউক, তাহার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় তোমরা অচিরেই প্রাপ্ত হইবে।"

ইহার পর অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য একদিন তাঁহার এক ব্রাহ্মণশিষ্যকে বলিলেন—"বৎস! তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে। আজ সবাই যখন নিদ্রিত হইবে, তখন তুমি প্রত্যেকেরই বস্ত্রের প্রান্তভাগ কাঁচি দিয়া কাটিয়া রাখিবে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রত্যেকেই তাহাদের বস্ত্রের এই অবস্থা দর্শন করিয়া কে কি বলে এবং কে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, আমাকে সংবাদ দিবে।” আচার্য্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিষ্যটি তদ্রূপই করিল। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই শিষ্যদের মধ্যে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত। একে অন্যকে বস্ত্র ছিন্ন করার জন্য দায়ী করিতেছে। ক্রমশঃ তাহা ঝগড়ায় পরিণত হইয়া পরস্পর মারামারিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বহুকষ্টে আচার্য্য তাহাদিগকে শান্ত করিলেন। অন্য একদিন আচার্য্য শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন—“দেখ, ধনুর্দ্দাসকে পরীক্ষা করিতে হইবে। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাকে কৌশলে আমার নিকট বসাইয়া রাখিব, সেই অবসরে তোমরা যাইয়া তাহার স্ত্রীর সকল অলংকার চুরি করিয়া লইয়া আসিবে।” শিষ্যগণ এইরূপ কার্য্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না; যাহা হউক, গুরুদেবের আদেশে তদ্রূপ করিতেই স্বীকৃত হইল।

প্রতিদিন রাত্রিতে ধনুর্দ্দাস আচার্য্যের সেবা করিত। একদিন আচার্য্য তাহার সহিত নানারূপ আলোচনায় রাত্রির দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণশিষ্যগণ ধনুর্দ্দাসের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখেন, হেমাম্বা গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তিনি একদিকে পার্শ্ব ফিরিয়া শুইয়াছিলেন। শিষ্যগণ একে একে তাঁহার দেহের সেই পার্শ্বের অলংকারগুলি খুলিয়া লইলেন। হেমাম্বার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ভাবিলেন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন না করিলে তো অন্যান্য অলংকারগুলি ইহারা লইয়া যাইতে পারিবে না, এই ভাবিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। সকলেই ভাবিলেন, হেমাম্বা জাগ্রত হইয়াছে, কাজেই আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা পলাইয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা মঠে উপনীত হইলে, আচার্য্য ধনুর্দ্দাসকে গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন। শিষ্যগণ অপহৃত অলংকারগুলি আচার্য্যের নিকট উপস্থিত করিলে, তিনি কহিলেন, "তোমরা এক্ষণই আবার ধনুর্দ্দাসের গৃহে যাও এবং এই অলংকার চুরির ব্যাপারে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা শুনিয়া আসিয়া আমাকে বলিবে।" সকলেই আবার ধনুর্দ্দাসের গৃহের নিকটে লুক্কায়িতভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন। শুনিতে পাইলেন, ধনুর্দ্দাস বলিতেছে—

"তুমি একটা মহা ভুল করিয়াছ। সেইজন্যই যাঁহারা তোমার অলংকার লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে তোমার অর্দ্ধেক অলংকার লইয়াই চলিয়া যাইতে হইয়াছে। এজন্য তোমার অভিমানই দায়ী। তুমি যেভাবে শুইয়াছিলে সেইভাবে থাকিলেই পারিতে, তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন। কিন্তু তুমি মনে করিলে তাঁহাদিগকে অন্য অলংকারগুলি লইবার সুবিধা করিয়া দিবে। সুবিধাদানের মালিক কি তুমি? তোমার এ অভিমান কেন? কাহারো ভাল-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা করিবার আমাদের কোনও অধিকার নাই। এই কথা না বুঝিয়া আমরা শুধু অভিমানেই স্ফীত হই—সকল কাজ পণ্ড করি। আমাদের সব সময় মনে রাখিতে হইবে—ভগবানই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা। অতএব ভবিষ্যতে আর কখনো নিজেকে কর্ত্তা ভাবিয়া কিছু করিতে যাইও না। সর্ব্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই হাতের যন্ত্র বলিয়া নিজেকে অনুভব করিতে চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। তিনি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র, ইহাই সার সত্য। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে অহং অভিমানের ঘাতপ্রতিঘাতে হৃদয় উদ্বেলিত হইবে। উদ্বেলিত ব্যক্তির হৃদয়ে সুখ বা শান্তি কোথায়?" লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহারা উভয়ের কথোপ-কথন শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ধনুর্দ্দাস সাধারণ মানুষ নহেন। সাধারণ মানুষ হইলে এমন সব কথা বলিতে পারিত কী? কি লজ্জার কথা, এই মহাপুরুষের সঙ্গেই কিনা আচার্য্যকে শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে আমরা বলিয়াছিলাম। মহত্বে ধনুর্দ্দাস কত উচ্চে অবস্থিত আর আমরা কত নীচে পড়িয়া আছি। এইবার তাঁহারা আচার্য্যের কৌশল বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই আচার্য্য এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহারা আচার্য্যের নিকট যাইয়া ধনুর্দ্দাস যাহা বলিয়াছিল, সবই নিবেদন করিলেন। আচার্য্য সকল কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি এখনো মনে কর ধনুর্দ্দাসের প্রতি আমার ব্যবহার অনুচিত? শূদ্রের ন্যায় তাহার সঙ্গে ব্যবহার করাই সঙ্গত হইবে?" লজ্জায় সকলেই অধোবদন—কি আর বলিবেন। আচার্য্য এমনি করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের অভিমান চূর্ণ করিলেন।

একদিন আচার্য্য শুনিতে পাইলেন, তাঁহার গুরুদেব মহাপূর্ণ, মারণেরি নম্বি নামক এক চতুর্থবর্ণীয় উত্তম বৈষ্ণবের মৃতদেহ নিজে সৎকার করিয়াছেন বলিয়া আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে এবং সকলেই তাঁহার নিন্দা করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণের পক্ষে এই কার্য্য অনুচিত—তাই এই গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। গুরুনিন্দা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের মনে বড়ই দুঃখ হইল। তিনি মহাপূর্ণের নিকট যাইয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনার কার্য্য কখনো অনুচিত হইতে পারে না। তবে লোকমুখে আপনার নিন্দা শ্রবণ করিয়া বড়ই ক্লেশ হইতেছে।" মহাপূর্ণ কহিলেন, "বৎস! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ—শাস্ত্রের সকল কথাই তোমার জানা আছে। যুধিষ্ঠির শূদ্র বিদুরের পূজা করিতেন, রামচন্দ্র জটায়ুর সৎকার করিয়াছিলেন। জন্মগত জাতির বিচার না করিয়া, গুণগত জাতির কথা ভাবিয়াই কি তাঁহারা তদ্রূপ করেন নাই? সাধারণ লোক শাস্ত্রের মর্মার্থ বুঝিতে না পারিয়াই নিন্দা কিম্বা স্তুতি করিয়া থাকে। নিন্দা এবং স্তুতির দিকে সব সময় লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিলে, কর্ত্তব্যপালন সম্ভব হয় না। তোমরা ঐ সকল অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইও না।" গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্য্য বুঝিলেন, লোকের নিকট হইতে বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং অনুচিত ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার মনে কোন দুঃখই উপজাত হয় নাই। তিনি আর কিছু না বলিয়া মহাপূর্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

অন্য একদিন আচার্য্য রামানুজ শিষ্যদিগকে শাস্ত্রবিষয়ে উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় মহাপূর্ণ আসিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আচার্য্য কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া স্বাভাবিকভাবেই প্রণাম গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে উপস্থিত ছিলেন; সকলেরই নিকট ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইল। তন্মধ্যে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! মহাত্মা মহাপূর্ণ আপনার গুরুদেব, অথচ তিনি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গেলেন, কিন্তু ইহাতে আপনি বাধা দিলেন না এবং সঙ্কোচও বোধ করিলেন না। এইরূপ ব্যবহার আমাদের নিকট বড়ই অদ্ভুত বোধ হইতেছে। যদি ইহার কোন গূঢ় রহস্য থাকে তবে কৃপা করিয়া আমাদিগকে বলুন।" আচার্য্য কহিলেন, "গুরুদেব যাহা করিয়া সুখবোধ করেন, তাহাতে বাধা দেওয়া কিংবা আপত্তি করা শিষ্যের পক্ষে উচিত হয় কী?" আচার্য্যের উত্তর শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা কিংবা অন্যান্য কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা অন্য এক দিবস যাইয়া মহাপূর্ণকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে মহাপূর্ণ বলিলেন—"আমি যতিরাজের মধ্যে আমার পরম পূজনীয় শ্রীগুরুদেব যামুনাচার্য্যকে দেখিতে পাইয়াই ঐরূপ করিয়াছি। তোমরা যতিরাজ ও মহামুনি যামুনাচার্য্যকে ভিন্নজ্ঞান করিও না। মহামুনি যামুনাচার্য্যই যতিরাজের ভিতর দিয়া সকল কাজ করিতেছেন জানিবে।" মহাপূর্ণের উত্তর শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞানলাভ হইল। তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর হইল।

মহাপুরুষগণ কখন কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করিয়া থাকেন, তাহার মর্ম বোঝা কঠিন। স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অন্যায় অনুচিত বলিয়া অনেক সময় মনে হয়, তাহার মধ্যেও গূঢ় রহস্য নিহিত থাকে। সাধারণ মানুষ যদি তাহাদের কর্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঔচিত্য বিচার করিতে যায় তবে ভুল হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

এই সময় আচার্য্য একটি মূক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাঁহার অলৌকিক শক্তির দ্বারা মূক ব্যক্তিটির বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়া দিলেন। ভগবৎ-কৃপায় সবই সম্ভব। তাই, এক মহাপণ্ডিত ভক্ত বলিয়াছেন, "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্"। ভক্তের ইচ্ছা আর ভগবানের ইচ্ছা তো পৃথক্ নহে। যতিরাজের প্রভাবে শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িল। বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই বিজয়বার্ত্তা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল।

চোলদেশের রাজা শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত। বৈষ্ণবধর্ম্মের এই অভ্যুত্থান দর্শনে তাঁহার ভয় হইল, অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি অচিরেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তিত হইলেন। রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিতগণকে ডাকাইয়া 'শিবই' পরম তত্ত্ব, 'শিব' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহ নাই, এইরূপ লিখিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পালিত হইল। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? যতিরাজের প্রভাব অব্যাহতই রহিয়াছে। কাজেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার সমভাবেই চলিতে লাগিল। রাজা দেখিলেন, যতিরাজকে শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে না পারিলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। পাত্র-মিত্রসহ এই বিষয়ে পরামর্শ হইল। স্থির হইল যতিরাজকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বলা হইবে, অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রাণসংহার করা হইবে। হায়! সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা—উন্মাদনা!

যতিরাজের জন্য শ্রীরঙ্গমে লোক প্রেরিত হইল। চোলদেশের রাজা যে বৈষ্ণবধর্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী এ-কথা সকলেই জানিতেন। রাজার লোক শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইলে যতিরাজ তাহার সঙ্গে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু মঠবাসী কেহই তাঁহাকে যাইতে দিতে প্রস্তুত নহেন। কুরেশ কহিলেন, "প্রভো! আপনার কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না। শুনিয়াছি আপনার প্রাণসংহারের জন্যই এই ব্যবস্থা। আপনি প্রাণভয়ে ভীত নহেন, তাহা জানি। কিন্তু যে কোন উপায়েই হউক আপনার প্রাণরক্ষা করিতেই হইবে। আপনার নিজের প্রয়োজন না হইলেও জগতের কল্যাণের জন্যই আপনার প্রাণরক্ষার প্রয়োজন আছে। আপনি কিছু দিনের জন্য অন্যত্র গমন করুন। আপনার পরিবর্ত্তে আমি রাজসভায় গমন করিতেছি। এজন্য যে কোন দুঃখভোগই করিতে হয় করিব, তাহাতে কথঞ্চিৎ শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে পারিলাম মনে করিয়া কৃতার্থ হইব।" সকলেই কুরেশের সহিত একমত। সকলের অনুরোধে যতিরাজ কয়েকজন সঙ্গীসহ ছদ্মবেশে অন্যত্র যাত্রা করিলেন। এদিকে কুরেশ নিজেকে যতিরাজ পরিচয় দিয়া রাজার লোকের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তাহারা রাজসভায় উপস্থিত হইল।

পাত্র-মিত্রসহ রাজা দেখিলেন, যিনি আসিয়াছেন, তিনি যতিরাজ নহেন। কুরেশও তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে সকলেরই ক্রোধের সীমা রহিল না। যতিরাজকে ধরিয়া আনিবার জন্য পুনরায় বহু লোক প্রেরিত হইল।

রাজা কহিলেন, "কুরেশ, শুনিয়াছি তুমি মহাপণ্ডিত। অতএব শিবই যে পরম তত্ত্ব, এ বিষয় অবশ্যই তোমার জানা আছে। আশা করি যাহা একান্ত সত্য, তাহা লিখিয়া দিতে তোমার অমত হইবে না।"

কুরেশ বলিলেন—"মহারাজ! আমার মতে বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব। এ বিষয়ে আপনার সভাস্থ পণ্ডিতবর্গের সহিত আমি বিচার করিতে প্রস্তুত আছি। যদি বিচারে পরাজিত হই, তবে আপনার আদেশমত আমি অবশ্যই লিখিয়া দিব।"

কয়েকদিন ধরিয়া বিচার চলিল। বিষ্ণুই যে পরম তত্ত্ব, কুরেশ সমস্ত পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত করিয়া এই মত স্থাপন করিলেন। পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়া শুধু কুরেশের নিকট নহে, রাজার নিকটও সম্মান হারাইয়া ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। কহিলেন, "মহারাজ! কুরেশ যদি শৈবধর্ম গ্রহণ না করে তবে ইহার প্রাণসংহার করাই বিধেয়।"

সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনা রাজাকে অন্ধ করিয়াছে, ন্যায় অন্যায় বোধ তাঁহার লোপ হইয়াছে। এক খণ্ড কাগজে "শিবাৎ পরতরং নাস্তি"—শিব অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, —এই বাক্য লিখিয়া কুরেশকে দেওয়া হইল। বলা হইল, হয় ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া দাও, না হয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। কুরেশ প্রাণভয়ে ভীত নহেন, তিনি সাধক, তিনি পণ্ডিত। তিনি জানেন, আত্মা অজর, অমর, দেহের বিনাশে আত্মার

২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনাশ নাই। তা ছাড়া তিনি তো জানিয়া শুনিয়াই প্রাণ দিতে আসিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব হইল, —

ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
ও-ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

কাজেই নির্ভীক-হৃদয় কুরেশ একটু রহস্য করিয়া কহিলেন, "দ্রোণম্ অস্তি ততঃ পরম্, অর্থাৎ শিব অপেক্ষা দ্রোণ বড় — এই কথা লিখিয়া দিতে পারি।" 'শিব' ও 'দ্রোণ' শব্দ দুইটী পরিমাণবাচক। বত্রিশ সেরে এক দ্রোণ হয়। শিব তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ।

রাজা দেখিলেন, কুরেশ কিছুতেই 'শিবই পরম তত্ত্ব' এই কথা লিখিয়া দিবেন না। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আদেশ দিলেন, "উহার চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করিয়া তাড়াইয়া দাও।" প্রতিহিংসাবৃত্তি যখন কাহারো মধ্যে জাগ্রত হয়, তখন বনের হিংস্র পশুর সহিত তাহার আর কোন পার্থক্যই থাকে না।

রাজার আদেশ পালিত হইল। কুরেশ সেই অত্যাচারের ভীষণ যন্ত্রণা শ্রীগুরুর চরণ স্মরণপূর্ব্বক শান্তভাবে সহিয়া গেলেন। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁহার মনে কোন হিংসা বিদ্বেষ জাগিল না—ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত কোন দুষ্কর্মের ফল মনে করিলেন। কুরেশ কোন এক ব্যক্তির সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময়ে এই সঙ্গে রামানুজের গুরুদেব অতি প্রাচীন মহাপূর্ণস্বামীরও নেত্রদ্বয় উৎপাটন করা হইয়াছিল। অতিবৃদ্ধ বয়সে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃশংস অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারায় তাঁহার দেহান্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য রামানুজ ছয় দিবস দিবারাত্র চলিয়া শ্রীরঙ্গদাস নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী আচার্য্যের শিষ্যা। অপ্রত্যাশিতভাবে আচার্য্যকে গৃহে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এই ছয় দিবস আচার্য্য সঙ্গিগণসহ একরূপ অনাহারে কাটাইয়াছেন। আজ রঙ্গদাসের গৃহে পরম পরিতোষপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। রঙ্গদাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে আচার্য্য সঙ্গিগণসহ নৃসিংহপুরে আসিলেন। নৃসিংহদেবের পূজারীগণ চোলদেশের রাজার অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া মর্মাহত হইলেন। তাঁহারা দিবারাত্র নৃসিংহদেবের নিকট ইহার প্রতিবিধানার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনা বিফল হইল না। রাজার কণ্ঠদেশে ভীষণ ঘা হইল। তাহাতে কৃমি জন্মিল—দিবারাত্র যন্ত্রণার অবধি নাই। শাস্ত্রে আছে উৎকট পাপের ফল এই জন্মেই ভোগ হইয়া থাকে। রাজারও তাহাই হইল। এইভাবে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে রাজা দেহত্যাগ করিলেন। সকলে তাঁহাকে কৃমিকণ্ঠ নাম দিয়াছিল। নৃসিংহপুর হইতে আচার্য্য 'তণ্ডানুর' নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আন্ধ্রপূর্ণ নামে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য বাস করিতেন—তাঁহার গৃহেই তিনি অবস্থান করিলেন। সেখানকার রাজা জৈন ধর্মাবলম্বী। স্থানটী জৈনদের বিশেষ আবাসস্থল বলিলেও চলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজকন্যা সেই সময় ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হয়। রাজকন্যাকে আরোগ্য করিবার জন্য কত শত বৈদ্য, কত শত মন্ত্রবিদ্ আনা হইল, কিন্তু সকলের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এজন্য রাজার মনে শান্তি ছিল না।

আচার্য্যের আগমনবার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। দলে দলে নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে—দর্শন করিয়া ভাবে, যতিরাজ মানুষ নহেন, দেবতা। সাধারণ মানুষে কি এই রূপ সম্ভবে? এ-সব কথা রাজার কর্ণে পৌঁছিল। তিনি রাজকুমারীকে একবার যতিরাজকে দেখাইতে মনস্থ করিলেন।

রাজার আকুল প্রার্থনায় যতিরাজ রাজভবনে উপনীত হইলেন। রাজকুমারীকে তাঁহার সম্মুখে আনা হইল। যতি-রাজের আদেশে তাঁহার এক শিষ্য কিছু চরণামৃত রাজকুমারীর সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রহ্মরাক্ষস রাজ-কুমারীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সকলেই আচার্য্যের এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে বিস্মিত হইল। রাজারও বিস্ময়ের অবধি রহিল না; বিশেষতঃ আচার্য্যের রূপ দর্শনে এবং বাক্য শ্রবণে তিনি মুগ্ধ হইলেন। তিনি আচার্য্যের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে বিমুখ করিলেন না—কাহাকেও করেন না। সেখানকার জৈনগণ মহা বিপদ গণি-লেন। সমস্ত জৈন পণ্ডিতগণ একত্রিত হইলেন। স্থির হইল রামানুজকে বিচারে আহ্বান করা হউক। তিনি বিচারে পরাজিত হইলে, রাজা তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজ হইতেই বৈষ্ণব মত ত্যাগ করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন—"মহারাজ! আমাদের ইচ্ছা, রামানুজের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হই। রামানুজের মতবাদ যে শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতবর্গের সম্মুখে তিনি তাহা প্রমাণিত করুন।" রাজা আপত্তি করিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল আচার্য্যই জয়লাভ করিবেন।

রামানুজের নিকট বিচারের কথা উপস্থাপিত হইলে তিনি অস্বীকৃত হইলেন না। বিরাট সভা বসিয়াছে। প্রায় দ্বাদশ সহস্র জৈন পণ্ডিত সেখানে সমবেত হইয়াছেন। বিচারের পণ যে বড় ভীষণ। যে পক্ষ পরাজিত হইবে, তাহাদিগকে তৈলযন্ত্রে নিষ্পেষিত করিয়া মারা হইবে। আচার্য্যের ভীত হইবার কারণ নাই, তিনি দৈববলে বলীয়ান। রাজাও সভায় উপস্থিত, জয়-পরাজয় তাঁহার নির্দ্দেশেই স্থিরীকৃত হইবে।

পণ্ডিতগণ একে একে প্রশ্ন করিতেছেন, আচার্য্য উত্তর দিয়া যাইতেছেন। এইভাবে বহু পণ্ডিত শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, তখন বহু পণ্ডিত এক সঙ্গে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য বলিলেন—"আপনাদের সকলের প্রশ্নের উত্তরই আমি একসঙ্গে দিতে পারি, তবে সেজন্য সভাগৃহের এক কোণ বস্ত্রের দ্বারা ঘিরিয়া দিতে হইবে, আমি তাহার ভিতর হইতে উত্তর প্রদান করিব।" এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি না হওয়ায় তদ্রূপ ব্যবস্থাই করা হইল। আচার্য্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুনরায় শত শত পণ্ডিত একসঙ্গে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। আচার্য্যও সকলেরই প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে প্রদান করিতেছেন। সকলেই বিস্মিত। এ কী করিয়া সম্ভব হইতেছে? একজন পণ্ডিত কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে কি আছে দেখিতে চেষ্টা করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া সকলকে বলিলেন, "বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরে অনন্তনাগ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া একসঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। আচার্য্য মানুষ নহেন। যতশীঘ্র সম্ভব সবাই এস্থান পরিত্যাগ করুন, তাহা না হইলে আর রক্ষা নাই"; এই বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সভাস্থলে মহা গোলমালের সৃষ্টি হইল। অনেকেই ভয়ে পলাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রশ্ন করা বন্ধ হওয়াতে আচার্য্যও তাঁহার স্বরূপ সংবরণ করিলেন। যে সকল পণ্ডিত তখনও পলায়ন করেন নাই, তাঁহারা আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন এবং পরাজয় স্বীকার করিলেন। রাজা বলিলেন— "আপনারা পরাজিত হইয়াছেন, অতএব পণ অনুযায়ী আপনারা শাস্তিগ্রহণে প্রস্তুত হউন।" তখন আচার্য্য ঈষৎ হাস্য করিয়া সকলকেই ক্ষমা করিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব দর্শনে বহু জৈন পণ্ডিত স্বীয় মত ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা স্বীয় মত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এইভাবে জৈন মতও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল। আচার্য্য রাজার নূতন নামকরণ করিলেন— "বিষ্ণুবর্দ্ধন"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণবগণ প্রতিদিনই একপ্রকার শ্বেতমৃত্তিকার দ্বারা ললাটে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে তিলক করিয়া থাকেন। দ্বাদশ স্থানে ঐরূপ তিলক করা হয়। যে শ্বেতমৃত্তিকার দ্বারা তিলক করা হয়, তাহাকে তিলকমৃত্তিকা বলা হয়। এই মৃত্তিকা পাশার আকারে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহাকে তিলকপাশাও বলা হয়। রাস্তায় চলিতে চলিতে রামানুজের এই তিলকমৃত্তিকা ফুরাইয়া গিয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য্য এই তিলকমৃত্তিকা কি করিয়া কোথা হইতে সংগ্রহ করা যায়, এইজন্য আচার্য্য একটু চিন্তান্বিত হইলেন। কথায় বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন। রামানুজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আর কে আছে? কাজেই ভগবানই তার ব্যবস্থা করিলেন।

গভীর রাত্রে আচার্য্য স্বপ্নে দেখিলেন, ভগবান বলিতেছেন, "যতিরাজ! তুমি যাদবাদ্রি গমন কর। (সেই স্থানের বর্ত্তমান নাম ময়েলকোট) সেখানে তিলকমৃত্তিকা প্রাপ্ত হইবে।" তিলকমৃত্তিকা কোথায় পাওয়া যাইবে সেই স্থানটীও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তা ছাড়া আর একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিলেন—"এই স্থানে তুলসীবৃক্ষের নীচে আমি রহিয়াছি, আমাকে সেখান হইতে উত্তোলন করিয়া আমার সেবা-পূজার ব্যবস্থা কর।" আচার্য্য বহু লোকজনসহ ময়েলকোটায় গমন করিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট তুলসীবৃক্ষের নিম্ন হইতে নারায়ণবিগ্রহ উত্তোলন করিলেন এবং নিকটেই তিলকমৃত্তিকা প্রাপ্ত হইলেন। সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহাই যাদবাদ্রিপতির বিগ্রহ। মুসলমানগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির আক্রমণ করিলে, পূজারীগণ বিগ্রহ মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল পরে আচার্য্য আবার তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।" যাহা হউক সকলের সহায়তায় আচার্য্য মহা-সমারোহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই এক মন্দির নির্মিত হইল।

দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটী করিয়া বিগ্রহ থাকে। একটী অচল বিগ্রহ, অন্যটী সচল বিগ্রহ। অচল বিগ্রহ মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কখনও মন্দিরের বাহির করা হয় না। সচল বিগ্রহটীকে উৎসবের সময় মন্দিরের বাহিরে আনা হয়; তাঁহাকে লইয়া মহাসমারোহে শোভা-যাত্রাসহ নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। তখন সহস্র সহস্র নরনারী যাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অচল বিগ্রহ দর্শন করিতে পায় না, তাহারা এই সচল বিগ্রহ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। এই সচলবিগ্রহের অপর নাম উৎসবমূর্ত্তি।

যাদবাদ্রিপতির এই উৎসবমূর্ত্তি এখনো পাওয়া যায় নাই। তাই সর্ব্বসাধারণকে লইয়া উৎসব করিতে না পারিয়া আচার্য্য মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। ভক্তের দুঃখ ভগবান আর কত সময় সহিতে পারেন! ভগবান পুনরায় তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "আমার উৎসবমূর্ত্তি দিল্লীতে সম্রাটের প্রাসাদে রহিয়াছে, তুমি তথায় গমন কর—তাহা হইলেই সেই মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।"

আচার্য্য আর বিলম্ব না করিয়া সশিষ্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কত গ্রাম, নগর, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনের পর দিন চলিতে লাগিলেন। এই ভাবে দুই মাসকাল চলিয়া অবশেষে আচার্য্য দিল্লী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উৎসবমূর্ত্তির কথা নিবেদন করিলেন। সম্রাট যতিরাজের সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। সম্রাট বিধর্ম্মী হইলেও আচার্য্যের তেজঃপুঞ্জ কলেবর, পবিত্র মুখমণ্ডল দর্শনে, শ্রদ্ধায় তাঁহার মস্তক অবনমিত হইল। মহাপুরুষজ্ঞানে তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! রাজপ্রাসাদের একটী কক্ষে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, তন্মধ্য হইতে যে মূর্ত্তিটি আপনি ইচ্ছা করেন লইয়া যাইতে পারেন তাহাতে কোন আপত্তি নাই।" আচার্য্য সশিষ্য বাদসাহের সঙ্গে একটী কক্ষের সম্মুখে উপনীত হইলেন। রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইল। আচার্য্য দেখিলেন সেই সুবৃহৎ কক্ষটি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। আচার্য্য বহুক্ষণ তন্মধ্যে আপন অভিপ্রেত মূর্ত্তির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি স্বীয় আবাসস্থলে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল, কি করিয়া, কতক্ষণে সেই উৎসবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখিলেন, ভগবান বলিতেছেন—"যতিরাজ, আমি সম্রাট-কন্যা লচিমারের গৃহে রহিয়াছি, সে আমাকে নিয়া খেলা করে।" রাত্রি প্রভাতে আচার্য্য পুনরায় সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে লইয়া কন্যা লচিমারের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট-কন্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসগৃহ, সে তো সামান্য গৃহ নহে—যেমনি বিরাট সেই গৃহ, তেমনি কত বহুমূল্য আসবাবপত্রে তাহা পরিপূর্ণ। খেলার সামগ্রী, তারই বা অন্ত আছে কি? থরে বিথরে সাজানো কত সুমনোহর মূর্ত্তিই সেই গৃহে রহিয়াছে। আচার্য্য সেই গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষণিকের জন্য ভাবিলেন, এই অগণিত দ্রব্যসম্ভারের মধ্য হইতে উৎসবমূর্ত্তিটি খুঁজিয়া বাহির করা তো সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল; সুবৃহৎ কক্ষের এক কোণ হইতে নূপুরধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল।. দেখিতে দেখিতে একটি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে রামানুজের ক্রোড়ে আসিয়া উঠিলেন। সকলের চক্ষুর সম্মুখেই এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্—প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ সকলেই নিশ্চল, নিস্পন্দ।

এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিবার পর রামানুজ যখন ঐ মূর্ত্তি লইয়া যাদবাদ্রি অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন কাহারো কোন আপত্তি হইল না—হইবার কথাও নহে। সম্রাট-কন্যা লচিমার সেই অলৌকি দৃশ্য দর্শনে এমনি অভিভূত হইয়াছিল যে, তাহার একান্ত প্রিয় মূর্ত্তিটী লইয়া গেলেও সেদিকে দু-চার দিন কোন খেয়ালই করিল না। কিন্তু ক্রমশঃ সেই ভাব কাটিয়া গেল। মূর্ত্তির অভাব বোধ করিতে লাগিল। আরো দু-চার দিন যাইতে না যাইতেই মূর্ত্তির বিরহে অস্থির হইয়া উঠিল। সম্রাটকে সেই মূর্ত্তি ফিরাইয়া আনিয়া দিতে বলিল। সম্রাট তাহাকে কত বুঝাইলেন—কত সান্ত্বনা প্রদান করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু লচিমার কিছুতেই বুঝিল না—তাহার মন প্রবোধ মানিল না। ক্রমশঃ তাহার মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। সম্রাট মহা ভাবনায় পড়িলেন। অবশেষে মূর্ত্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। লচিমারও সেই সঙ্গে যাইবার জন্য জিদ্ ধরিল। সম্রাট অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে বহুমূল্য শিবিকারোহনে, বহু লোকজনসহ লচিমার মূর্ত্তি আনিবার জন্য যাত্রা করিল।

এদিকে বিগ্রহ লইয়া যতিরাজ দ্রুত চলিয়াছেন। বিগ্রহটীর নাম সম্পৎকুমার বা রামপ্রিয়। পথিমধ্যে একদল দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। সকলেই ভাবিল, এইবার হয়তো সম্পৎকুমারকে হারাইতে হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কোথা হইতে একদল লোক আসিয়া দস্যুগণকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাহাদিগকে বিশেষভাবে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। লোকগুলি ছিল নীচ জাতি—চণ্ডাল। আচার্য্য ভাবিলেন, সম্পৎকুমারকে লইয়া তাড়াতাড়ি যাদবাদ্রি পৌঁছিতে না পারিলে আবার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় এই ভাবিয়া চণ্ডালগণকেই বিগ্রহ বহন করিয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা সম্মত হইল।

এদিকে রাজকুমারী বহু লোকজনসহ অনিদ্রায় অনাহারে পথ চলিয়াছেন। তিনি তো ইহাকে খেলার পুতুল ভাবিয়াই ভালবাসিতেন। কিন্তু খেলার পুতুল যে মানুষকে এমনি করিয়া পাগল করিতে পারে, সে কি করিয়া জানিবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাগলিনীপারা লচিমার, দিন নাই রাত নাই পথ চলিয়াছেন—একমাত্র ভাবনা কতক্ষণে যাইয়া প্রাণপ্রিয় পুতুলটিকে দেখিতে পাইবেন।

যথাসময়ে আচার্য্য সম্পৎকুমারকে লইয়া যাদবাদ্রি পৌঁছিলেন। মহাসমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইল। যাহারা মন্দিরে যাইয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে পারে না, তাহারা এই উৎসব-বিগ্রহ—রামপ্রিয়-বিগ্রহ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। আচার্য্য কিন্তু প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে যে সকল চণ্ডাল সম্পৎকুমারের বিগ্রহ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলেন। অদ্যাবধি সেই নিয়ম প্রচলিত আছে। বৎসরে তিন দিন চণ্ডালগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভগবৎ-বিগ্রহ দর্শন করে।

রাজকুমারী প্রাণের টানে পথ চলিয়াছেন, কাজেই পথের দুঃখকষ্ট তাঁহাকে ক্লেশ দিতে পারিল না। দীর্ঘ পথ অতি দ্রুত চলিয়া অবশেষে লচিমার ময়েলকোটায় পৌঁছিলেন। তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া এবং সঙ্গীয় লোকজনের কাছে সকল কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য্য এই যবন-কন্যাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিলেন না। ভক্তের আবার জাতি কী?

রাজকুমারী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আনন্দে আত্মহারা। তাঁহার প্রাণের প্রাণ—ভালবাসার বস্তু লাভ করিয়া তিনি দেহ, গেহ সব ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার অশান্ত মন শান্ত হইল। তিনি আর দিল্লী ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ময়েলকোটায়ই বাস করিতে লাগিলেন। প্রতিদিনই আপনহারা হইয়া তাঁহার প্রাণপ্রিয় মূর্ত্তি দর্শন করেন—আর অবিরলধারে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইয়া তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হয়। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া যতিরাজ এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কত প্রশংসাই না করিয়া থাকেন। একটা কথা বুঝিতে হইবে, এই উৎসব-বিগ্রহ সাধারণ বিগ্রহ নয়। এ জাগ্রত দেবতা—ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ ইঁহাতে রহিয়াছে, তাই ইঁহার এত আকর্ষণ। অবশেষে শ্রীভগবান একদিন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। তিনি ভগবৎ-অঙ্গে বিলীন হইয়া গেলেন। ভগবান ভক্তকে স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়া তাঁহার বিরহজ্বালা চিরদিনের জন্য মিটাইয়া দিলেন। বড় অদ্ভুত এ ঘটনা—কিন্তু তাই বা বলি কেন? যুগে যুগে ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে ভগবান কত অঘটনই না ঘটাইয়া থাকেন। শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাসে সে সব কাহিনীর অভাব আছে কী? তবু আমরা অনন্যসাধারণ কিছু হইলেই তাহা বিশ্বাস করিতে চাই না। এই অবিশ্বাস আমাদের সবলতা নহে—দুর্ব্বলতারই পরিচয়। সবল যাহা পারে, দুর্ব্বল তাহা পারে না। এ তো সাধারণ নিয়ম। আচার্য্যের আদেশে রাজকুমারীর প্রস্তরমূর্ত্তি মন্দিরে ঐ বিগ্রহের নিম্নদেশে স্থাপিত হইল। স্থূলধর্মী মানুষের জন্য রাজকুমারীর স্থূল মূর্ত্তির প্রয়োজন, তাই এই ব্যবস্থা।

দীর্ঘকাল আচার্য্য শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। এইবার শ্রীরঙ্গমেই ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। যাদবাদ্রি-পতির সেবা-পূজার সকল ব্যবস্থাই হইয়াছে। এখানকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তবৃন্দ তাঁহার যাদবাদ্রি ত্যাগের সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। কেহ কেহ তাঁহার বিরহ-কল্পনায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। আচার্য্য তাঁহাদিগকে বিশেষ কিছু বলিলেন না। ভাস্কর দ্বারা তাঁহার একটী প্রস্তরমূর্ত্তি তৈয়ারী করাইলেন। তৎপর ঐ মূর্ত্তিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি শীঘ্রই শ্রীরঙ্গমে যাইতেছি, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ আমার এই প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিয়া গেলাম।" আচার্য্যের কথা শুনিয়া প্রথমে কেহ কিছু বলিল না বটে, কিন্তু সকলের মনের ভাব, এই প্রস্তরমূর্ত্তির দ্বারা তাহাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আচার্য্য তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! এই প্রস্তরমূর্ত্তির দ্বারা যদি তোমাদের কোনরূপ প্রয়োজনই সিদ্ধ না হইবে, তবে কি আমি ইহাকে আমার প্রতিনিধি বলিয়া মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিতেছি? তোমরা অবিশ্বাস করিও না। মূর্ত্তির সম্মুখে যাইয়া আমার নাম সম্বোধন কর, উত্তর প্রাপ্ত হইবে।" প্রস্তরমূর্ত্তি কথা বলিবে এ তো সহজে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিতেই বা দোষ কি? আচার্য্যের কথানুরূপ কার্য্য করিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন, আচার্য্যকে অবিশ্বাস করার জন্য লজ্জিত হইলেন। অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, প্রস্তরমূর্ত্তির মুখে বাক্য ফুটিয়াছে। ভগবৎ-অবতার রামানুজের ইচ্ছায় কী না হইতে পারে! অতএব অসম্ভবই বা বলিব কাহাকে? আমাদের ন্যায় সাধারণ দুর্ব্বলের নিকটই সম্ভব অসম্ভবের বিচার। অসাধারণ যে, ভগবৎ-বলে বলীয়ান যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নিকট অসম্ভব বলিয়া কী আছে? সকলেই আচার্য্যের অলৌকিক শক্তি ও অদ্ভুত মহিমার কথা ভাবিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেলেন—কিছুই বলিতে পারিলেন না। আচার্য্য তখন সকলকেই নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়া সশিষ্য শ্রীরঙ্গম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর পর আচার্য্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। কুরেশের কথা তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিয়াই তিনি সর্ব্বাগ্রে কুরেশকে দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। এদিকে কুরেশও যতিরাজের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া, স্ত্রী ও পুত্রের হাত ধরিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের মিলন হইল। কুরেশ তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। আচার্য্যও তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বৎস, আমার জন্যই তোমার চক্ষু দুইটী গিয়াছে, তোমার এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত না ভগবৎ-কৃপায় পুনরায় তোমার চক্ষু লাভ হয়—ততদিন পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি পাইব না। চল আমরা একবার কাঞ্চীপুরী বরদ-রাজের নিকট গমন করি।" কুরেশ বলিলেন—প্রভো! চক্ষু হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার কোনই দুঃখ হইতেছে না। শ্রীগুরু আর ভগবান অভিন্ন, এ-চক্ষু আপনিই দিয়াছিলেন, আবার আপনার দেওয়া চক্ষু আপনিই নিয়াছেন; ইহাতে আমার দুঃখ করিবার কি অধিকার আছে! আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিসে কল্যাণ কি অকল্যাণ তাহা আমা অপেক্ষা আপনিই ভাল জানেন। অতএব আমার কল্যাণের জন্যই আপনি ঐরূপ করিয়াছেন মনে করিয়া আমি বেশ শান্তিতেই দিন কাটাইতেছি —মনে কোনরূপ দুঃখ বা ক্ষোভ জন্মে নাই। কুরেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন ভগবৎ-কৃপায় কুরেশের জীবন ধন্য হইয়াছে। তাহা না হইলে সুখে দুঃখে সর্ব্ববিষয়ে শ্রীগুরুতে এইরূপ আত্মসমর্পণ কখনই সম্ভব হইত না। কুরেশের চক্ষুর অভাব আজ যে তাঁহার নিজেরই অভাব। যেমন করিয়াই হউক কুরেশ চক্ষু দুইটী ফিরিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার মনে শান্তি কোথায়?

চোলরাজার আদেশে চক্ষু উৎপাটনের পর মহাপূর্ণের দেহান্তের কথা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। মহাপূর্ণ তাঁহার দীক্ষাগুরু—তাঁহারই নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া তিনি আজ সিদ্ধকাম। কুরেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরই তিনি মহাপূর্ণের গৃহে গমন করিলেন। মহাপূর্ণের স্ত্রী তাঁহাকে দর্শন করিয়া, স্বামী-শোক কতক পরিমাণে ভুলিলেন। আচার্য্যও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পর আচার্য্য কুরেশকে সঙ্গে করিয়া কাঞ্চী-পুরীতে উপনীত হইলেন। বরদরাজকে সর্ব্বাগ্রে দর্শন করিলেন। কিন্তু হায়! বরদরাজের পরম ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ আর ইহধামে নাই। এই কাঞ্চীপূর্ণই আচার্য্যের প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহারই আদেশ এবং নির্দ্দেশে আধ্যাত্মিক-পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতিরাজ প্রথম যাত্রা শুরু করেন। আজ সে-যাত্রা শেষ হইয়াছে, ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন ; সে কৃতকৃত্যতার ফল যখন সমস্ত দেশবাসী ভোগ করিতেছেন তখন তাহা দেখিবার জন্য কাঞ্চীপূর্ণ আর স্থূল দেহে নাই। অবশ্য তাঁহার বিদেহ মুক্ত আত্মা সমস্তই দর্শন করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা তো তাহা দেখিতে পাই না— কাজেই এ সময় কাঞ্চীপূর্ণের অভাব আমাদের নিকট অভাবই।

আচার্য্য শোক-মোহের অতীত। কিন্তু যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ দেহের ধর্ম কিছু না কিছু প্রকাশিত হইবেই। কাঞ্চীপূর্ণের কথা স্মরণ করিয়া আচার্য্যের নয়ন হইতে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সাধারণের অশ্রুপাত, আর আচার্য্যের অশ্রুপাত এক নহে—উভয়ের পার্থক্য অবশ্যই আছে। আচার্য্য কাঞ্চীপূর্ণের আশ্রমে গমন করিয়া শ্রদ্ধাভরে তথায় মস্তক অবনত করিলেন ; ভক্তের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন সাধারণেরও শিক্ষাপ্রদ। এখানে আসিয়া আচার্য্য কুরেশকে কহিলেন, "বৎস কুরেশ, তুমি প্রতিদিন মনোহর স্তোত্রাবলীর দ্বারা বরদরাজের মনোরঞ্জন করিবে। তিনি যাহাতে পুনরায় তোমাকে চক্ষু প্রদান করেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করিবে।"

কুরেশ প্রতিদিন ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে বরদরাজের সম্মুখে স্তবপাঠ করেন। সেই স্তব এমনি মনোহর যে, শ্রবণকারী-মাত্রেরই হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। ভক্তের প্রাণঢালা মন-মাতান স্তবে বরদরাজের আসন টলিল। তিনি একদিন কুরেশকে দর্শন দিয়া বলিলেন—"বৎস, আমি তোমার উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।” কুরেশ কহিলেন, “প্রভো! যে ব্যক্তি আমার চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছে, তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। তাহাকে আপনার পরমপদে আশ্রয় দিতে হইবে, এই বর কৃপা করিয়া প্রদান করুন।” “তাহাই হইবে” বলিয়া বরদরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

কুরেশের মনে আর আনন্দ ধরে না। এই আনন্দের সংবাদ অনতিবিলম্বে কুরেশ আচার্য্যকে প্রদান করিলেন। আচার্য্য কুরেশের এই মহত্ত্ব দর্শনে খুবই প্রীত হইলেন। কহিলেন, “কুরেশ, এইবার যখন বরদরাজ তোমাকে বর দিতে চাহিবেন, তখন তোমার চক্ষুর কথা বলিবে।” কুরেশ তদ্রূপই করিবেন বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরদিন স্তব পাঠের পর বরদরাজ পুনরায় তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কুরেশ কহিলেন, “প্রভো! যে মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা এই অন্যায় আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রী যাহাতে পাপমুক্ত হইয়া উচ্চগতি লাভ করেন, এই বর প্রদান করুন।” “আচ্ছা তাহাই হউক” এই বলিয়া বরদরাজ অন্তর্হিত হইলেন। আচার্য্য এই সংবাদ অবগত হইয়া পুনরায় কুরেশকে চক্ষুর জন্য বর চাহিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তৃতীয়বারও কুরেশ নিজের চক্ষুর কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়া রাজা কৃমিকণ্ঠের সদ্‌গতির জন্য বর চাহিলেন। আচার্য্য বুঝিলেন, কুরেশের ন্যায় মহাপ্রাণ আপনভোলা মানুষের পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য বর প্রার্থনা করা সম্ভব নহে, তখন তিনি কহিলেন, “বৎস কুরেশ, তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ গুরুদেবে সমর্পিত, এখন আর ইহার মালিক তুমি নও। চক্ষু হারাইয়া তোমার দুঃখ ও ক্ষোভ নাই সত্য—কিন্তু ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখবোধ করিতেছি। অতএব আমার জন্যই তুমি এইবার বরদরাজের নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা করিবে।" কুরেশেরই বা দোষ কি? তিনি তো আচার্য্যের আদেশ পালন করিবেন মনে করিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করেন, কিন্তু যখনই বরদরাজ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন, তখনই তিনি নিজের কথা, নিজের সুখ-সুবিধার কথা বলিতে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। যাহা হউক এইবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া কুরেশ মন্দিরে উপনীত হইয়া স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন; স্তবপাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বরদরাজ কহিলেন, "বৎস কুরেশ! আমি তোমার উপর খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি বর দিতেছি, তুমি তোমার স্থূল চক্ষু লাভ কর এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার দিব্যচক্ষুও প্রস্ফুটিত হউক।" তাহাই হইল।

কুরেশ দেখিলেন, তাঁহার ভিতর-বাহির আলোকিত করিয়া বরদরাজ দাঁড়াইয়া আছেন। বাহিরের চক্ষু এবং দিব্যচক্ষু—উভয়ই লাভ হওয়াতে তিনি ভিতরে বাহিরে—শুধু ভিতরে বাহিরে কেন, সর্ব্বত্র ভগবানকে দর্শন করিয়া পূর্ণকাম হইলেন। গুরুদেবের সেবা, গুরুদেবে ভক্তির চরম ফল ভগবদ্দর্শন, সেই ফল তাঁহার লাভ হইল। মানবজীবনের চরম সিদ্ধি ভগবদ্দর্শন বা আত্মদর্শন তাঁহার লাভ হওয়াতে, তাঁহার জীবনে কাম্য বলিয়া আর কিছুই রহিল না, তিনি এখন সর্ব্বার্থকাম। আচার্য্যের নিকট কিছুই অজ্ঞাত রহিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। কাজেই কুরেশ মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আচার্য্যের পদতলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলে, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "বৎস কুরেশ, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য। তোমার ন্যায় শিষ্য লাভ করিয়া আমিও ধন্য।" তৎপরে তিনি কুরেশকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। কুরেশ চক্ষু লাভ করিয়াছেন, এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গমবাসী সকলেই যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন—গুরুকৃপাতেই কুরেশ চক্ষু লাভ করিয়াছে—অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। শ্রীরঙ্গমের মঠে আবার বহুদিন পরে আনন্দের বান ডাকিল।

জন্মসিদ্ধ আড়্‌বারগণ সর্ব্বদাই ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন। ইঁহারা ছিলেন দ্বাদশ সংখ্যক। তন্মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা আড়্‌বার। তাঁহার নাম ছিল অণ্ডাল বা গোদাম্বাজী। ইনি ছিলেন গোপীভাবাপন্না কৃষ্ণপ্রেমময়ী। এই মহিলা অণ্ডাল আড়্‌বার একদিন বৃষভাচলে বিরাজিত জাগ্রত অর্চ্চাবতার শ্রীসুন্দরবাহু ভগবানের নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন যে, শত কলস গুড়ান্ন ভোগ দিয়া তাঁহার সেবা করিবেন, কিন্তু তাঁহার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অণ্ডাল আড়বার শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ ভগবানকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইয়া গেলেন। অণ্ডাল আড়্‌-বারের এই অপূর্ণ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আচার্য্য রামানুজ বৃষভাচলে গমনপূর্ব্বক শত কলস গুড়ান্ন শ্রীসুন্দরবাহু ভগবানকে ভোগ দিয়া আসিলেন। এইজন্য রামানুজের অপর একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম 'গোদাগ্রজ' অর্থাৎ গোদাম্বা আড়্বারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ভক্ত-ভগবানের খেলার কি অন্ত আছে? আচার্য্যও ভক্তগণসহ কত অদ্ভুত খেলাই না খেলিতেছেন। একদিন এক গোয়ালিনী দধি বিক্রয় করিতে মঠে আসিয়াছে, ভগবানের ভোগের জন্য গোয়ালিনীর নিকট হইতে দধি ক্রয় করা হইল। মূল্য দিতে একটু বিলম্ব হইবে বলায়, গোয়ালিনী অপেক্ষা করিতেছে। ইতিমধ্যে মঠের এক সাধু তাহাকে কিছু ভগবানের প্রসাদ দিয়া গেল। গোয়ালিনী পরম শ্রদ্ধাভরে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিল। প্রসাদ খাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল। তাহাকে দধির মূল্য দিতে আসিলে সে বলিল, "আমি দধির মূল্য চাহি না, দধির মূল্য আমি লইব না। আমি যাহাতে সংসারের দুঃখ কষ্ট হইতে ত্রাণ পাইতে পারি, ভগবানকে দর্শন করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও।" তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা বলিলেন, "ওগো গোয়ালিনী মেয়ে! মুক্তি মোক্ষ তো আর এত সস্তা জিনিষ নয়, যে চাহিলেই মিলিবে?" কিন্তু সে-সব কথা কে শোনে! ভগবৎ-প্রসাদের মাহাত্ম্যে তাহার মধ্যে বিবেক বৈরাগ্য জাগ্রত হইয়াছে; সে এখন মুমুক্ষু। মুক্তি তাহার চাইই। মুক্তির জন্য আচার্য্যের শ্রীচরণে পড়িয়া তাহার কী আকুল প্রার্থনা—কী আকুল কান্না। যতিরাজ তাহাকে শান্ত করিবার জন্য কত উপদেশ দিলেন—কত বুঝাইলেন, কিন্তু সে কিছুতেই বোঝে মানে না—শান্ত হয় না। সে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথার্থই মুমুক্ষু। আচার্য্য তখন তাহাকে কহিলেন, "তুমি বেঙ্কটাচলে গমন করিয়া তাঁহার সেবা কর, তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

গোয়ালিনী বলিল—"বেঙ্কটেশ্বর তো আমাকে চিনেন না। আপনি তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়া দিন, আমি সেই পত্র লইয়া তাঁহাকে দিব। পত্রে মুক্তি দিবার কথা কিন্তু ভাল করিয়া লিখিয়া দিতে হইবে।"

কী সরল বিশ্বাস! হাঁ, এমন সরল বিশ্বাসই তো চাই তাঁহাকে পাইতে হইলে। চালাকি আর বুদ্ধি দিয়া তো তাঁহাকে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় এমনি প্রাণখোলা, মনখোলা সরল বিশ্বাসেই। আচার্য্য বুঝিলেন, তাহার সময় হইয়াছে—সে যথার্থই মুমুক্ষু। আচার্য্য তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। গোয়ালিনীর আনন্দ দেখে কে? পত্র দেখাইলেই বেঙ্কটনাথ তাহাকে মুক্তিদান করিবেন। কি অদ্ভুত বিশ্বাস! গোয়ালিনী পত্র লইয়া বেঙ্কটাচলে যাত্রা করিল। মন্দিরে উপনীত হইয়া বেঙ্কটেশ্বরের চরণে পত্রখানি রাখিয়া সেই যে প্রণাম করিল আর উঠিল না। তাহার প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিপথের পথিক হইল। ভগবান তাহার ন্যায় মুমুক্ষু, সরলপ্রাণ এবং বিশ্বাস-পরায়ণা রমণীকে মুক্তি না দিয়া পারেন কী?

ইহার পর আরও ৬০ বৎসর কাল যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে বাস করিয়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী রহিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কুরেশের পুত্র পরাশরভট্টরকে পরবর্ত্তী আচার্য্য মনোনীত করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইবার শিষ্য ও পার্ষদদের মধ্যে অনেকেই একে একে দেহত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণতো পূর্ব্বেই মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এক্ষণে কুরেশ, ধনুর্দ্দাস, হেমাম্বা, শ্রীশৈলপূর্ণ প্রভৃতি আরো অনেকে পরমপদ লাভ করিলেন। আচার্য্যের জীবনকালও শেষ হইতে চলিয়াছে। ধর্মসংস্থাপনরূপ যে মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহার আগমন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আসমুদ্রহিমাচল সর্ব্বত্র বৈষ্ণবধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদী শৈব, শাক্ত, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় হীনবীর্য্য—তাহাদের গৌরব-রবি অস্তমিত। কাজেই আচার্য্যের নরলীলার প্রয়োজনও সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এদিকে বার্দ্ধক্যে তাঁহার দেহও জরাজীর্ণ; লোককল্যাণের জন্যই দেহভার বহন। সে কর্ত্তব্য যখন শেষ হইয়াছে, তখন আর এই জরাজীর্ণ দেহটাকে বহন করিয়া লাভ কি? তিনি সকলের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। শিষ্যগণের একান্ত আগ্রহে তাঁহার দুইটী প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রস্তুত হইল। একটি তাঁহার জন্মস্থান ভূতপুরী, অন্যটী শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতঃপর একদিন সকল শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎসগণ! আমার মর্ত্ত্যলীলা অবসানের সময় সমাগত। শ্রীভগবান এই দেহযন্ত্রের দ্বারা যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। এইবার আমি তোমাদের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিতেছি। তোমরা সকলে আনন্দিত চিত্তে ভগবৎ-সেবা ও আরাধনায় জীবন অতিবাহিত কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমরা সকল প্রকার কল্যাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করিবে।” তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের মস্তকে যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। তাঁহারা আর কি বলিবেন! আচার্য্য স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার যখন বিদায়গ্রহণের ইচ্ছা হইয়াছে তখন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে এমন সাধ্য কাহার আছে? তবুও তাঁহারা অতি কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, “প্রভো! আরো কিছুদিন আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া আপনার শেষ উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করুন।” প্রার্থনা বিফল হইল না। তিনি আরো চারি দিন দেহে থাকিয়া সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহস্বরূপ ৭২টী উপদেশ শিষ্য-দিগকে প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী উপদেশ :—

১। গুরু-সেবা আর বৈষ্ণব-সেবার মধ্যে কোন পার্থক্য করিবে না।

২। পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাক্যে অবিশ্বাস করিবে না।

৩। কাম-ক্রোধাদি রিপুর কখনো বশীভূত হইবে না।

৪। ভক্ত ও ভগবানের গুণগানে সমান প্রীতি রাখিবে, কারণ ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন।

৫। ভগবান-লাভের একমাত্র উপায় মহতের আশ্রয়। সর্ব্বদা মহতের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে জীবনযাপন করিবে।

৬। বৈষ্ণব দর্শনমাত্র সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বন্দনা করিবে।

৭। শয্যা ত্যাগ করিয়া গুরুপরম্পরা সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিবে।

৮। ভগবদ্ভক্ত শ্রীবৈষ্ণবের সেবার দ্বারা জীবিকার্জ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। তদ্ভিন্ন ব্যক্তির সেবায় জীবিকার্জ্জন অধোগতির কারণ জানিবে।

৯। ভগবৎ-মন্দির দর্শনমাত্র কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

১০। জ্ঞানভক্তিসমন্বিত এবং অনুষ্ঠান সম্পন্ন বৈষ্ণবগণই যথার্থ মহাত্মা। এই জন্মই তাঁহাদের শেষ জন্ম। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাদের উপর বিশ্বাস রাখিবে।

১১। বিষ্ণু-প্রসাদে কখনো উচ্ছিষ্টজ্ঞান করিবে না।

১২। বিষয়াসক্ত এবং: বঞ্চক, শ্রীবৈষ্ণবের চিহ্নধারী হইলেও তাঁহাদের সঙ্গে কখনো বাস করিবে না।

১৩। পরদোষান্বেষী ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিবে না।

১৪। ভগবৎ-কার্য্যে দোষ দর্শনকারী ব্যক্তির দিকে চাহিয়াও দেখিবে না।

১৫। ভগবৎ-শরণই মুক্তির উপায়। এইরূপ বিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গ করা কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

১৬। অর্থগৃধ্নু ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিবে এবং ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সর্ব্বদা বাক্যালাপ করিবে।

১৭। ধর্মহীন কর্ম কখনো করিবে না, ইহার ফল কখনো কল্যাণজনক হইতে পারে না।

১৮। ভগবানে অনিবেদিত অন্ন কখনো গ্রহণ করিবে না।

১৯। কামুক এবং অর্থলোভীর স্বেচ্ছাকৃত দানও গ্রহণ করিবে না।

২০। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্মসকল সেবাবুদ্ধিতে সম্পন্ন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করিবে।” তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের মস্তকে যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। তাঁহারা আর কি বলিবেন! আচার্য্য স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার যখন বিদায়গ্রহণের ইচ্ছা হইয়াছে তখন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে এমন সাধ্য কাহার আছে? তবুও তাঁহারা অতি কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, “প্রভো! আরো কিছুদিন আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া আপনার শেষ উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করুন।” প্রার্থনা বিফল হইল না। তিনি আরো চারি দিন দেহে থাকিয়া সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহস্বরূপ ৭২টী উপদেশ শিষ্য-দিগকে প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটী উপদেশ :—

১। গুরু-সেবা আর বৈষ্ণব-সেবার মধ্যে কোন পার্থক্য করিবে না।

২। পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাক্যে অবিশ্বাস করিবে না।

৩। কাম-ক্রোধাদি রিপুর কখনো বশীভূত হইবে না।

৪। ভক্ত ও ভগবানের গুণগানে সমান প্রীতি রাখিবে, কারণ ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন।

৫। ভগবান-লাভের একমাত্র উপায় মহতের আশ্রয়। সর্ব্বদা মহতের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদের উপদেশানুসারে জীবনযাপন করিবে।

৬। বৈষ্ণব দর্শনমাত্র সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বন্দনা করিবে।

৭। শয্যা ত্যাগ করিয়া গুরুপরম্পরা সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিবে।

৮। ভগবদ্ভক্ত শ্রীবৈষ্ণবের সেবার দ্বারা জীবিকার্জ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। তদ্ভিন্ন ব্যক্তির সেবায় জীবিকার্জ্জন অধোগতির কারণ জানিবে।

৯। ভগবৎ-মন্দির দর্শনমাত্র কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

১০। জ্ঞানভক্তিসমন্বিত এবং অনুষ্ঠান সম্পন্ন বৈষ্ণবগণই যথার্থ মহাত্মা। এই জন্মই তাঁহাদের শেষ জন্ম। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাদের উপর বিশ্বাস রাখিবে।

১১। বিষ্ণু-প্রসাদে কখনো উচ্ছিষ্টজ্ঞান করিবে না।

১২। বিষয়াসক্ত এবং: বঞ্চক, শ্রীবৈষ্ণবের চিহ্নধারী হইলেও তাঁহাদের সঙ্গে কখনো বাস করিবে না।

১৩। পরদোষান্বেষী ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিবে না।

১৪। ভগবৎ-কার্য্যে দোষ দর্শনকারী ব্যক্তির দিকে চাহিয়াও দেখিবে না।

১৫। ভগবৎ-শরণই মুক্তির উপায়। এইরূপ বিশ্বাসী ব্যক্তির সঙ্গ করা কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

১৬। অর্থগৃধ্নু ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিবে এবং ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সর্ব্বদা বাক্যালাপ করিবে।

১৭। ধর্মহীন কর্ম কখনো করিবে না, ইহার ফল কখনো কল্যাণজনক হইতে পারে না।

১৮। ভগবানে অনিবেদিত অন্ন কখনো গ্রহণ করিবে না।

১৯। কামুক এবং অর্থলোভীর স্বেচ্ছাকৃত দানও গ্রহণ করিবে না।

২০। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্মসকল সেবাবুদ্ধিতে সম্পন্ন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১। ভগবদ্ভক্তের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম নাই। তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট কর্ম আর কিছুই হইতে পারে না।

২২। শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের চরণোদকে জলবুদ্ধি, বিষ্ণুর নাম বা মন্ত্রে শব্দবুদ্ধি কখনো করিবে না—যে করে সে মহাপাতকী।

২৩। ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবানের অবমাননা অপেক্ষা ভক্তের অবমাননা অধিকতর গর্হিত।

এই সকল উপদেশ দানের পর আচার্য্য নীরব হইলেন। তখন শিষ্যগণ পুনরায় কহিলেন—"প্রভো! দেহান্ত পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে আরো কিছু উপদেশ দিন।"

আচার্য্য বলিলেন—"শ্রীভগবানে শরণাগত ব্যক্তি কখনো ভবিষ্যতের চিন্তা করিবে না। ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুল ব্যক্তির শরণাগতি যথার্থ নহে বুঝিতে হইবে। (২) প্রারব্ধ ভোগ সকলকেই করিতে হইবে। (৩) যথার্থ বৈষ্ণব বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় চিন্তান্বিত হন না। (৪) জীবনের চরম উদ্দেশ্য ভগবৎ-ভাগবত-আচার্য্য সেবা এবং কর্ত্তব্য কর্মসকল ভগবৎসেবা-জ্ঞানেই করিতে হইবে। (৫) শ্রীভাষ্য পাঠ এবং তাহার সিদ্ধান্ত প্রচার ভগবৎ-সেবা বলিয়া জানিবে, তাহাতে ভগবান্ প্রীত হইবেন। (৬) ক্ষুধিতকে অন্নদান, পূজার দ্রব্য সংগ্রহ, মন্দিরে আলোক দান, মাল্যরচনা, মন্দির মার্জ্জনা প্রভৃতিও ভগবৎ-সেবার অঙ্গ বলিয়া জানিবে। (৭) যে স্থানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাক—সকল চিন্তা, সকল কর্ত্তব্য শ্রীগুরুদেবে বা শ্রীভগবানে সমর্পণ করিবে। (৮) জ্ঞানী, ভক্ত, জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণবের শরণাগত হইয়া অভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশ পালনকরতঃ জীবনযাপন করিবে—ইহাই আমার শেষ উপদেশ।” শিষ্যগণ এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেকটা শান্ত হইলেন, তাঁহাদের মনের দুঃখভার অনেক পরিমাণে লাঘব হইল। তৎপরে তিনি কাবেরীতে স্নান করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তিদ্বয়ে শক্তিসঞ্চার করিলেন। এইবার তিনি মহাপ্রয়াণ করিবেন। পুনরায় শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎসগণ! তোমরা অধীর হইও না। দেহ চিরস্থায়ী নহে। দেহধারণকারী ব্যক্তিমাত্রকেই দেহত্যাগ করিতে হয়, ইহাই চিরন্তন সত্য। জীবাত্মা অজর অমর—দেহেরই পতন হয়। আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই দেহত্যাগের জন্য দুঃখবোধ হয় না। তোমরা উপদেশানুরূপ জীবনযাপন কর, অন্তিমে পরম কল্যাণ লাভ করিবে।” এই বলিয়া গোবিন্দের ক্রোড়ে মস্তক এবং আন্ধ্রপূর্ণের ক্রোড়ে চরণ স্থাপন করিয়া মহাসমাধিযোগে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ১২০ বৎসর যে জীবন মানবের ভাগ্যাকাশে মহাজ্যোতিষ্করূপে বিরাজিত ছিল, আজ তাহা খসিয়া পড়িল। শিষ্যদের শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল।

ওঁ হরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi